

বয়ের
প্রতাপ-আদিত্য

ঐতিহাসিক নাটক

কীর্ত্তিপ্রসাদ বিহাৰিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কৰ্ণওয়ালিস্ ষ্ট্ৰিট্, কলিকাতা

সাতসিকা

প্রথম অভিনয় ... ষ্টার থিয়েটার
(বর্তমানে অভিনয় হইতেছে)

নবপার্ষ্যায়—অভিনয়

কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটার

মিনার্ভা থিয়েটার ... মিত্র থিয়েটার
মনোমোহন থিয়েটার ... আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্
এলক্রেড থিয়েটার ... নাট্যমন্দির লিমিটেড্
চলচ্চিত্রে অভিনয় ... ম্যাডান থিয়েটার লিমিটেড্

রঙ্গমহল থিয়েটার

দ্বাদশ সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৫১

বর্তমান স্বত্বাধিকারী গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠ জামাতা

শ্রী চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

১৫নং মোহনলাল মিত্র লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা

উপহার

পরম স্মরণে

শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্

মহাশয়ের

কল্পকল্পে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	যশোহরাধিপতি
বসন্ত রায়	বিক্রমের ভ্রাতা
প্রতাপাদিত্য	ঐ পুত্র
গোবিন্দ রায়	বসন্ত রায়ের পুত্র
রাঘব রায়	
উদয়াদিত্য	প্রতাপের পুত্র
গোবিন্দদাস	বৈষ্ণব সাধু
ভবানন্দ	দেওয়ান
শঙ্কর	প্রতাপের সখা
সূর্যকান্ত	শঙ্করের শিষ্য
সুখময়	
আকবর	দিল্লীর সম্রাট
সেলিম	সাহাজাদা
মানসিংহ	আকবরের সেনাপতি
ইসা খাঁ মন্সর আলি	হিজলীর নবাব
রডা	পর্তু গীজ জলদস্যু
কমল (কামাল)	প্রতাপের দেহরক্ষী

স্ত্রী

কাত্যায়নী	প্রতাপের স্ত্রী
ছোটরাণী	বসন্ত রায়ের স্ত্রী
বিন্দুমতী	প্রতাপের কন্যা
কল্যাণী	শঙ্করের স্ত্রী
বিজয়া	যশোরেশ্বরীর সেবিক

সুন্দর, মদন, মামুদ, চণ্ডীবর, সের খাঁ, আজিম খাঁ, দূতগণ, প্রহরীগণ
সৈন্যগণ, মাঝিগণ, প্রজাগণ, ভৃত্য, পথিক, গয়লাবৌ ও -
পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি

প্রতাপ-আদিত্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের বাটীর সম্মুখ

শঙ্কর, মামুদ ও মদন

মামুদ । হাঁ দাদাঠাকুর ! দেশে টাঁকা যে ক্রমে দায় হ'রে পড়ল ।

শঙ্কর । কেন, আবার তোমাদের হ'ল কি ?

মদন । হবে আবার কি ? রোজ রোজ যা হয়ে আসছে তাই ।

মামুদ । হবে আবার কি ? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার^৫ প্রাণ যায় । দায়ুদ খাঁর সঙ্গে হ'ল যোগলের লড়াই । দায়ুদ খাঁ হেরে গেল না ত, আমাদের মেরে গেল ।

মদন । দিন নেই, ক্ষণ নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, কেবল পেয়াদার তাড়া । তাতে ঘরে বাস করি কি ক'রে ?

মামুদ । কোন দিন হয় ত বাড়ীতে রইলুম না—খেটে খেতে হবে ত—যদি সে সময় এসে মেয়ে-ছেলেদের বে-ইজ্জত করে ?

শঙ্কর । তোমাদের উপরই বা এত অত্যাচার কেন ? অন্য স্থানেও জুলুম অবরদষ্টি^৬ আছে বটে, কিন্তু তোমাদের উপর যেমন, এমন ত আর কোথাও নেই । তোমাদের অপরাধ কি ?

মামুদ । অপরাধ, আমরা পাঠান । এখন বাঙ্গালা মোগলের মুগুক ; আগেকার নবাব দায়ুদ খাঁ ছিলেন পাঠান—আমাদের স্বজাত । এইমাত্র আমাদের অপরাধ ।

শঙ্কর । তা হ'লে এ ত বড়ই দুঃখের কথা হ'য়ে পড়ল মামুদ !

মামুদ । তা হ'লে বলদিকি দাদাঠাকুর কেমন ক'রে দেশে বাস করি ?

মদন । এই সে দিন হাল গরু বেচে নূতন নবাবকে সেলামী দিয়েছি, দেনা ক'রে খাজনা—হাল বকেয়া কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি । আবওয়াবের পাই পয়সাটি পর্যন্ত থাক রাখি নি—

মামুদ । তবু শালার নায়েবের বকেয়া থাকি শোধ হ'ল না ।

মদন । আরে শালা ! কাল তোর মনিব নবাব হ'ল তখন বকেয়া পেলি কোথায় ? কোনও রকমে উদ্ধাস্ত করা ।

মামুদ । আমাদের আত্মীয়-স্বজন সবাই চ'লে গেছে । আমরা কেবল দেশের মায়া ত্যাগ ক'রতে পারি নি ।

মদন । বিশেষতঃ তোমার আশ্রয়ে এতকাল র'য়েছি দাদাঠাকুর, তোমার মায়া ছাড়ি কেমন ক'রে ?

শঙ্কর । তাই ত মদন ! তোমরা ত আমাকে বড়ই ভাবিত করে তুলে ।

মামুদ । দোহাই দাদাঠাকুর, তুমি যা হোক একটা বিহিত না ক'রলে ত আমরা আর বাঁচি না ।

শঙ্কর । আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমি কি বিহিত ক'রবো ? নবাব বাঙ্গালার সঙ্গে বিবাদ ক'রে তোমাদের কি উপকার ক'রবো ?

মামুদ । তা ত বুঝতেই পা'রছি । তোমাকেই বা রোজ রোজ এমন ক'রে কাঁহাতক আলাতন করি ?

মদন । অর্থে বল, সামর্থ্যে বল, তুমি এতকাল আমাদের রেখে আসছ ব'লেই আমরা বেঁচে আছি । এখন তুমি হা'ল ছেড়ে দিলে

আমরা যে ডুবে মরি দাদাঠাকুর। নিত্যা নিত্যা জ্বরদস্তি ক'ন্নে
আমবা আর কেমন ক'রে দেশে বাস করি ?

শঙ্কর। আমিই বা কোন্ সাহসে তোমাদের দেশে বাস করতে বলি ?

মদন। তা হ'লে কি এ স্থান ত্যাগ করাই তোমার পরামর্শ ?

শঙ্কর। স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন না, দায়ুদ খাঁর সঙ্গে
এ রাজ্যের স্বাধীনতা এক রকম লোপ পেয়েছে। সে রাম-রাজত্ব আর
নেহ। এখন বাঙ্গালা এক রকম অরাজক। রাজা থাকেন আগ্রায়,
বাঙ্গালার সুবেদার তাঁর এক জন চাকর বই ত নয়। রাজমহলের নবাব
সেব খাঁ আবার চাকরের চাকর—একটা বড় গোছের তসিলদার। বৎসর
বৎসর আগ্রার খাজাঞ্চীখানায় টাকা আমানত করাই তাব কাজ।
সুতরাং টাকা নিয়েই তার প্রজার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। খাজনার তাগিদায় টাকা
যোগান দিতে পার, থাক। না পার, পথ দেখ।

মামুদ। যখন তখন তাগিদায় টাকা যোগান, কোন প্রজায় কখন
কি পেরে থাকে দাদাঠাকুর ?

শঙ্কর। পারে না, তা ত জা'ন্ছি। কিন্তু রাজা ত সেটা বুঝছেন না।

মামুদ। তা হ'লে অনুমতি কর, জন্মস্থানকে সেলাম ঠুকে বিদায় হই।

শঙ্কর। তা ভিন্ন আর উপায় কি ?

মদন। কোথায় যাব ? যেখানে যাব, সেইখানেই ত এই রকম
অত্যাচার।

শঙ্কর। রাজা বসন্ত রায় মশোর নগর প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। সেইখানে
গেলে বোধ হয় ভাল থাকতে পার। কেননা, শুনেছি রাজা নাকি বড়
দয়ালু; নদে জেঙ্গার অনেক লোক সেখানে গিয়ে বাস ক'রছে।

গ্রামবাসিগণের প্রবেশ

১ম। [সরোদনে] ও খুড়োঠাকুর !

শঙ্কর। কি, ব্যাপার কি ?

১ম । বাবাকে কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গেল । বকরিদের জন্তে একটা খাসী মানত ছিল, সেইটে গোমস্তা চেয়েছিল । বাবা সেটা দিতে চায় নি । তার বদলে আর দুটো খাসী দিতে চেয়েছিল । গোমস্তা নেয় নি । এখন পঞ্চাশ ষাট জন পা'ক সঙ্গে করে এনে বাবাকে বেঁধে নিয়ে গেল ।

সকলে । কি উপায় দাদাঠাকুর ?

১ম । দোহাই বাবাঠাকুর রক্ষা কর ।

মায়ুদ । তাই ত দাদাঠাকুর । এমন অত্যাচার ক'দিন সহ করা যায় ?

মদন । তাই ত, রক্ত-মাংসের শরীর—

১ম । কি হবে খুড়োঠাকুর ?

মদন । দাদাঠাকুর, প্রতিকার কর ।

সকলে । প্রতিকার কর, প্রতিকার কর ।

শঙ্কর । প্রতিকারের একমাত্র উপায় আছে ।

সকলে । কি উপায় দাদাঠাকুর ?

শঙ্কর । প্রতিকারের একমাত্র উপায়—আর সে উপায় তোমাদেরই কাছে আছে ।

মদন । কি উপায় বল ।

শঙ্কর । তোমরা পাঠান । আমাদের মতন ভীকু কাপুরুষ বাঙ্গালী ত নও, বাঙ্গালী অত্যাচার সহ্য ক'রতেই জন্মগ্রহণ ক'রেছে । তোমরাও কি তাই ?

সকলে । কখন নয় । ,আমরা পাঠান—অত্যাচার সহ্যে জানি না ।

শঙ্কর । অত্যাচার সহ্যে জানি না, অত্যাচার দমনের উপায়ও ত জানি না ।

মদন । হুকুম কর, লাঠি ধরি ।

সকলে । হুকুম কর, লাঠি ধবি ।

শঙ্কর । শক্তিমান পাঠান । তুমিযাব এক প্রান্ত থেকে বাঙ্গালা মুলুকে এসে শুধু বাহুল্যে এখানে আপনাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছ । বলি ভাই সব । পিতৃপিতামহের সেই বক্তৃ—সেই চির-উষ্ণ বীরশোণিত পিতৃ-পিতামহের দেশেই কি বেখে এসেছা ? ধমনীতে প্রবাহিত হ'বাব জন্তে এক বিন্দু কি তাব অবশিষ্ট নে ? এককণামাত্রও কি সঙ্গে ক'রে আনতে পারি নি ?

সকলে । আন্বয় এনেছি, খুব এনেছি । হুকুম কর, লাঠি ধরি । অত্যাচারের শোধ নিই ।

শঙ্কর । না না —এ আমি কি বলেছি । আত্মহারা হ'য়ে এ আমি কি বলছি । প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেওয়া যে অসম্ভব । অগণ্য অসংখ্য অত্যাচার যদি হয়, তা হ'লে কত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে ? বাদসাব প্রবণ শক্তি—মিতা নূতন লোকেব উৎসীড়ন । এ দিকে তোমরা মুষ্টিমেব দণ্ডিত প্রজা । স্ত্রী, পুত্র, ম', বাপ, নি.ব সংসারী । প্রতিশোধ নিতে যাওয়া বাতুলতা ।

মদন । সেই বুঝেই ত গায়েব আল গায়ে মেবে চুপ ক'বে থাকি । তাই ত প্রাণেব দুঃখ তোমাব কাছে জানাতে আসি ।

শঙ্কর । আমি কি ক'বতে পারি ? আমি দীন, অতিদীন. তুমি পবমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক । আমি কি ক'বতে পারি ?

মামুদ । তুমি আমাদের কি ক'বতে পার না পার খোদা জানে । কিন্তু তোমাকে দুঃখ না জানান .যন আমাদের প্রাণেব জালা জুড়োব না ।

শঙ্কর । দেখ, আপাততঃ তোমাদের যা বলুম, তাই কর । যে যার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে বাজা বসন্তরাজের আশ্রয়ে চ'লে যাও । আর দেখ, তুমি সূর্যকান্তকে সঙ্গে ক'বে নায়েবের কাছে নিয়ে যাও । আমার বিশ্বাস, অরিমানা স্বরূপ কিছু টাকা দিলেই তোমাব বাপকে ছেড়ে দেবে ।

১ম। যো হুকুম। [শঙ্কর, মামুদ ও মদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান
মামুদ। আমরা রাজার কাছে পৌঁছতে পা'রবো কেন দাদাঠাকুর।
কে আমাদের দুঃখের কথা রাজার কানে তুলবে ?

শঙ্কর। বেশ, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

মদন। সাধে কি আর তোমার কাছে আসি দেবতা। আমাদের এ
দুঃখের মর্ম তুমি না হ'লে বুঝবে কে ?

শঙ্কর। যাও, উদ্যোগ আয়োজন করগে। কে কে যেতে চায়,
খবর নাও। (উভয়ের অভিবাদন)

মদন। (অনুচ্চ কণ্ঠে) একান্তই যদি দেশ ছাড়তে হয় মিয়া, তা
হ'লে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব না ?

মামুদ। চুপ চুপ—দাদাঠাকুর শুনতে পাবে। সে কথা আর ব'ল্ছি
কেন ? অম্নি যাব ? আগে মেয়ে-ছেলেগুলোকে সরিয়ে শালার
নায়েবকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে অন্য কাজ। [উভয়ের প্রস্থান

শঙ্কর। তা ওরা আমার কাছে আসে কেন ? আমি ওদের কি
ক'রতে পারি ? পারি না ? যথার্থই কি আমি কিছু ক'রতে পারি না ?
তবে ভগবান প্রতিকারের জন্য ওদের আমার কাছেই বা পাঠান কেন ?
আমি কি কিছু ক'রতে পারি না ? ভীক, পরপদলেহী, পরমানভোজী,
সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বান্দালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই ক'রতে পারে
না। স্তম্ভপায়ী শিশুর মত মাতৃভূমির গলগ্রহস্বরূপ হ'য়ে শুধু কি
উদরপুরণের জন্যই বান্দালী জন্মগ্রহণ ক'রেছে। কি করি—কি করি !
একদিকে মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি—সমস্ত বান্দালার অধীশ্বর।
অন্য দিকে পর্ণকুটীরবাসী এক ভিখারী ব্রাহ্মণ। অসাধ্যসাধন। আমা
হ'তে রাজার অনিষ্ট-চিন্তার কথা মনে আনতে নিজেকেই নিজের উন্মাদ
বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মা অসাধ্যসাধিকে শঙ্করি। হতভাগ্য ব্রাহ্মণের
মনের অবস্থা—প্রতিবাসী দরিদ্রের উপর অস্বাভাবিক উৎপীড়ন এ হৃদয়ে কি

যন্ত্রণা তুমি ত সব বুঝতে পারছ মা। দোহাই মা, তুমিই আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার উপায় বলে দাও। উদ্ধার কর মা—উদ্ধার কর—এ উন্মাদচিত্তার দায় থেকে আমাকে রক্ষা কর।

সূর্য্যকাস্তুর প্রবেশ

সূর্য্য। কেও—দাদা।

শঙ্কর। হাঁ। হানিফ্‌খাঁর ছেলেকে যে তোমার কাছে পাঠালুম ?

সূর্য্য। আমি আগে থাকতেই তাকে খালাস করে এনেছি।

শঙ্কর। কি করে আনলে ?

সূর্য্য। কিছু ঘুষ দিয়ে আনলুম, আর কি কল্পব।

শঙ্কর। বেশ করেছ। তার পর তোমাকে কি বলতে চাই শোন।

আমি কোন প্রয়োজনবশে বিদেশে যাব।

সূর্য্য। সে কি! কোথায় যাবে ?

শঙ্কর। যথাসময়ে জানতে পারবে। এখন প্রশ্ন করো না।

সূর্য্য। তোমার কথা শুনে আমার প্রাণটা কেমন করে উঠল। তোমার একরূপ মূর্তি ত কখনও দেখি নি! সত্য কথা বলতে কি দাদা, আমি ভয় পাচ্ছি।

শঙ্কর। বীর তুমি। হৃদয়ও বীরযোগ্য কর।

সূর্য্য। তুমি যাবে, মাকে আমার কোথায় রেখে যাবে ?

শঙ্কর। তুমি আছ। কল্যাণীকে তোমার হাতে সমর্পণ করে গেলুম।

সূর্য্য। আসবে কবে ?

শঙ্কর। তা বলতে পারি না।

সূর্য্য। ফিরবে ত ?

শঙ্কর। তাই বা কেমন ক'রে বলি।

সূর্য্য। তবে এতদিন শিখিয়ে পড়িয়ে আমাকে কি নারী আগ্লামতে রেখে গেলে !

শঙ্কর । অসহ্য বোধ কর, ভার পরিত্যাগ ক'রবে ।

সূর্য্য । আমাকে কি এমনই জরাজীর্ণ পেলো দাদা, যে মায়ের ভার ফেলে পালিয়ে যা'ব ।

শঙ্কর । বেশ, তবে সময়ের অপেক্ষা কর । যথাসময়ে তোমাকে সংবাদ দেব ।

সূর্য্য । দিয়ো, যেন ভুলে থেক' না । দেখো দাদা ! ভাই বল—শিশু বল—সব আমি । আমার শিক্ষা যেন নিষ্ফল ক'রো না ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের অন্তঃপুর

কল্যাণী

কল্যাণী । এমন জালা ত কখন দেখি নি ! মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে চারটি রাঁধা ভাত খাবে, এ পোড়া দেশের লোক কি না তাও স্মৃষ্ণলে খেতে দেবে না ! ঠাইটি ক'রে, আসনটি পেতে, মানুষকে বসিয়ে রান্নাঘরে ভাত বাড়তে গেছি, খালা হাতে ক'রে ফিরে এসে দেখি—ও মা, এ মানুষ আর নেই ! অধাকু ক'রেছে ! এ দেশের পায়ে দণ্ডবৎ । আর নয় । তল্লীতল্লা আর মিন্‌সেকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করাই দেখছি এখন যুক্তি । খালার ভাত আবার হাঁড়িতে পূরে, এই আসে এই আসে ক'রে, হাপিত্যে হ'য়ে ব'সে আছি—তিন পহর বেলা হ'ল, তবু কিনা মানুষের দেখা নেই !—গেল কোথায় ? খাবার সময় ব্রাহ্মণকে ধ'রে নিয়ে এরা গেল কোথায় ? কেনই বা আসে, তাও ত বুঝতে পারি না ! দেশে এত মাতব্বরের বাড়ী থাকতে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন ?

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর । বল ত কল্যাণী ! আমার কাছেই বা আসে কেন ? আমি দুর্বল, নিঃসম্মল, নিঃসহায়, নিজেই নিজের সাহায্যে অক্ষম, বেছে বেছে আমার কাছেই বা আসে কেন ?

কল্যাণী । তাদের হ'য়েছে কি ?

শঙ্কর । তারা সর্বস্বান্ত হ'য়েছে ।

কল্যাণী । ও মা, সে কি !

শঙ্কর । ডাকাতে তাদের সর্বস্ব লুটে নি যছে ।

কল্যাণী । ডাকাতে লুট করেছে !—হ্যাঁগা, কখন ক'রলে ?

শঙ্কর । দিনে, বিপ্রাণে, সমস্ত লোকের সাক্ষাতে ।

কল্যাণী । দিনে ডাকাতি !—ও মা, সে কি কথা ! এত লোক থাকতে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারলে না !

শঙ্কর । কেউ রক্ষা ক'রতে পারলে, আমার কাছে ঘাসবে কেন ?

কল্যাণী । তা হ'লে দেখু'ছ, এদেশে বাস করা সুকঠিন হ'য়ে উঠল !

শঙ্কর । নরাধমেরা গরীব চাষাদের স্ত্রী পুত্রকে পথে বসিয়ে গে'ছে । কাউকে বা বেঁধে নিয়ে গে'ছে ! অত্যাচার—চারিদিকে অত্যাচার । প্রতিকার হবে, এমন লোক কেউ নেই । কোমল স্থানে আশ্রয় না পেয়ে তারা দলবদ্ধ হ'য়ে আমার কাছে এসেছে । কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি কল্যাণী !

কল্যাণী । ডাকাতে সর্বস্ব লুটে নিয়ে গে'ল, কেউ বাধা দিতে পারলে না ?

শঙ্কর । বাধা কে দেবে ! কোন্ সাহসে দেবে, যে রক্ষা-কর্তা, সেই ডাকাত । সর্বস্ব লুটে, সকল লোকের সামনে গ্রামের বৃকের ওপর তারা আসন পেতে ব'সেছে । বাধা কে দেবে কল্যাণী !

কল্যাণী । * (ও মা, রাজা ডাকাত ।) * তা হ'লে নিরুপায় ।

* (রাজার কাজে বাধা দেয়, এমন সাহস কার ?) *

শঙ্কর। বল ত কল্যাণী? কার ঘাড়ে দশ মাথা যে এমন কাজে হাত দেয়—রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এ সমস্ত জেনে শুনেও হতভাগ্য মূর্খ প্রজা আমার কাছে আসে কেন?

কল্যাণী। তারা মনে করে, তুমি বুদ্ধি এ অত্যাচারের প্রতিকার ক'রতে পার।

শঙ্কর। কিন্তু আমি কি পারি কল্যাণী?

কল্যাণী। সে তুমি নিজে ব'লতে পার। আমি স্ত্রীলোক—অল্পবুদ্ধি, আমি কেমন ক'রে ব'লব?

শঙ্কর। শৈশবকাল থেকে তোমাতে আমাতে প্রজাপতির নির্বন্ধে আবদ্ধ। বিবাহের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে একদণ্ডও ছাড়া হই নি। তুমিও পিতৃ-মাতৃহীন, আমিও পিতৃ-মাতৃহীন। এত কাল আমার সংসারে তুমি স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, গুরু, শিষ্য—গর্ব্ব ক'রে ব'লবার যত প্রকার সম্পর্ক আছে, সমস্ত অধিকার ক'রে ব'সে আছে। আদরে, পালনে, তিরস্কারে, অভিমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতেও তুমি কি ব'লতে পার না, আমি প্রতিকার ক'রতে পারি কি না?

কল্যাণী। আমি যে চিরকাল তোমার মধুর সৌম্য মূর্তিই দেখে আসছি প্রভু! যে রুদ্রমূর্তিতে এ অত্যাচারের প্রতিকার হয়, তা ত কখনও দেখি নি!

শঙ্কর। মূর্তিতে আমি যাই হই, কিন্তু এটা ঠিক ব'লতে পারি, যে মন্দিরে তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সে মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্তি ধারণের যোগ্য নয়। একথা আমি জানি, তুমি জান। কিন্তু প্রসাদ-পুরের হতভাগ্য প্রজারা ত তা জানলে না। তারা প্রতিকার ভিক্ষা ক'রতে উন্মাদের মতন আমার কাছে ছুটে এল।

কল্যাণী। কে বুদ্ধি তাদের বুদ্ধিয়েছে যে, তোমার কাছেই প্রতিকার আছে।

শঙ্কর । কে সে কল্যাণী ?

কল্যাণী । আমার স্বামীর নামে যার নাম, বুঝি তিনি । সেই সোমা, প্রশান্তমূর্ত্তি যোগিরাজ যদি ব্রহ্মাণ্ডনাশনী শক্তির ঈশ্বর হন, তখন আমার বরের যোগিরাজ হ'তেই বা শক্রধ্বংস হবে না কেন ? তারা ঠিক বুঝেছে—মূর্খ প্রজা ঈশ্বর-পরিচালিত হ'য়ে তোমাব শবণাপন্ন হয়েছে । তুমি তার প্রতিকার কর ।

শঙ্কর । কিন্তু ক'নে বউ—

কল্যাণী । কল্যাণী বন ! এত আদর দেখিও না, ভয় করে ।

শঙ্কর । কিন্তু কল্যাণী ! আমার হস্ত-পদ যে শুদ্ধনাবন্ধ ।

কল্যাণী । তাতে কি ? শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল ।

শঙ্কর । তারপর ?

কল্যাণী । তারপর আবার কি ? যদি কোথাও যাবার মানস ক'রে থাক, যাও । এতগুলো নিরীহ দরিদ্র প্রজা এক দিকে আর একটা তুচ্ছ নারী একদিকে । তুমি কি আমায় এতই পাগল পেয়েছ যে, শৃঙ্খল হ'য়ে তোমার গতিরোধ ক'রব ? এখন কি যেতে চাও ?

শঙ্কর । বিলম্ব করলে কি যেতে পারব ! অক্ষুট কণ্ঠধরে যে তোমার সঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ ক'রেছি কল্যাণী !

কল্যাণী । সত্যি কথা । আমারও ত তাই । রমণীর স্বভাবতঃ দুর্বল হৃদয় । আবার কি করতে কি ক'রে ব'সবো ! এস তবে কুলদেবতার আশীর্বাদী ফুল তোমার হাতে বেঁধে দিইগে ।

শঙ্কর । আমি কি পারব ক'নে বউ ?

কল্যাণী । আবার ক'নে বউ ! তা'হলে পারবে না । প্রথম থেকে আত্মহারা হ'লে, না পারবাবই ত সম্ভাবনা । পারবে না কেন ? পারতেই হ'বে । শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ক'রে, পরশুরামের বিজয়ে, বহলায়ামে যে জানকীরত্ন লাভ ক'রেছিলেন, প্রজার অন্ন যদি অন্নানবদনে

গর্ভাবস্থায় তাঁকে বনবাস দিতে পারেন, বিনাক্লেশে, নিজের অজ্ঞাতসারে আমাকে লাভ ক'রে তোমার নিজের ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারবে না। মনে ক'রেছ, যত শীঘ্র পার, যাত্রা কর—তুমি আমার পানে চেয়ো না—কিন্তু দোহাই, তোমার মুখের অন্ন ফেলে উঠে গে'ছ।

শঙ্কর। বেশ—চল।

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর—প্রাসাদ-মন্দির-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়

বিক্রম। হাঁহে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আগ্রায় রওনা ক'রে দিয়েছ ত ?

বসন্ত। তা' না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথা কইতে পাচ্ছি ! সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্যন্ত চুকিয়ে দিয়েছি।

বিক্রম। বেশ ক'রেছ ভাই। ও-টেই হ'চ্ছে আসল কাজ। সদন মালগুজারী খাজাজীখানায় আগে আনুজ্ঞাম ক'রে তার পরে যা খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, মার দেবতা-অর্চনাই বল—দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ-শান্তি, ক্রিয়া-কলাপ এ সব পরের কথা। জমিদারী বজায় থাকলে ত এ সব।

বসন্ত। তা আর ব'লতে। তার উপর চারিদিকে শত্রু !

বিক্রম। চারিদিকে শত্রু। এই সোণার রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছো, বন কেটে নগর বসিয়েছো—এ পাকা আমটির ওপর অনেক কাঠবিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত। তবে আমরা খাড়া থাকলে কাকে ভয় ?

বিক্রম। বস, বস ! খাড়া থাকলে কাকে ভয় ? তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর বুঝাব কি ! দায়ুদ খাঁর সঙ্গে বছকালের সর্বনাশ

হ'য়েছে। আমাদের বাপ-পিতামহের পুণ্যবলে ক্ষতি না হ'য়ে উল্টে লাভ হয়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটি যাতে বজায় রাখতে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটি ত নয়, যেন সোনা। ভাল রকম আবাদ ক'রতে পারলে সোনা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হ'বে ভাই? তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন বিপদের কোনও ভয় দেখি না। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে চলা—সেটা তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন। ছেলেপিলেগুলো কি তেমন মিলে মিশে চ'লতে পারবে! বিশেষতঃ আমার বাপধন যেকোনো উদ্ধত প্রকৃতি, তাকে ত একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত। সে কি মহারাজ! প্রতাপকে উদ্ধত-প্রকৃতি দেখলেন কখন?

বিক্রম। না, না—তা এখনও দেখি নি বটে! তবে কি জান কিছু চঞ্চল।

বসন্ত। চঞ্চল, না শান্ত?

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও শান্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে!

বসন্ত। চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা। বিশ্বাস নেই বরং তাদের। প্রতাপ চঞ্চল! প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখতে পাওয়া যায়!

বিক্রম। হ্যাঁ-হ্যাঁ—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে, তবে কি না, তবে কি না—যতটা ব'লছ, ততটা যে ঠিক বুঝেছ—বসন্ত! একেবারে বাবাজীকে তুমি যে—বুঝেছ, ভাই—

বসন্ত। আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন নাকি?

বিক্রম। হা হা! একেবারে যে সন্দেহ—হা হা তবে কি না—

বসন্ত। কেন দাদা! প্রতাপের উপর আপনি অন্তায় সন্দেহ ক'রলেন? এ রাজ্যের যদি কেউ মর্যাদা রাখতে পারে ত সে এক প্রতাপ।

বিক্রম। যাক—যাক—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান

দাঁও। দুর্গা দুর্গম হবে, দুর্গা দুষ্খ হবে। যাক্—যাক্, বিক্রমপুর বাকলা থেকে তুমি যে ব্রাহ্মণ কাযস্থ সব ঘানাবে ব'লেছিলে, তার ক'রনে কি ?

বসন্ত। আনাতে লোক ত পাঠিয়েছি।

বিক্রম। বেশ বেশ। গোবিন্দদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে সঙ্গে যশোবে ব্রাহ্মণ-কাযস্থরও প্রতিষ্ঠা কব। বস, তা ত'লেই ঠিক হবে। দেবতা-ব্রাহ্মণ কুটুম্ব-নারায়ণ আনাও, প্রতিষ্ঠা করানও। তা ত'লেই মঙ্গল হবে। দুর্গা দুর্গম হবে। তা ত'লেই যাও ভাই, প্রাণকৃত্য মাংগে।

বসন্ত। আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দেশ করে দেবেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ—তু'জনে পরামর্শ ত'রে যা কর্তব্য হয় কণা যাবে।

বসন্ত। যথ্য আজ্ঞা—

ঐস্থান

বিক্রম। এমন ভাই পেলে, বাদমাগিরি পেলেও তার হাতে মাথা বেখে নিশ্চিত হ'বে যুমুতে পাবি। কিন্তু ছেলেকেই আমার বিষম ভয়। প্রতাপের কোষ্ঠিব বে রকম ফল শুনেছি, তাতে পুত্রহাত ক'রেও আমার হর্ষে বিবাদ। ঠিকুজীতে যখন ব'লেছে—প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হ'বে, তখন কি সে কথা মিথ্যে হ'বার যো আছে ? যাক্, আব ভেবেই বা কি ক'রব। ছ'দিনের দিন বিধাতা স্মৃতিকা-ঘরে ব'সে কপালে যা আঁক কেটে গেছে, সে ত ঝামা দিখে ঘষলেও আর উঠবে না। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুষ্খ হরে। তবে কি না—তবে কি না—পিতৃদ্রোহী সন্তান—জেনে শুনে ঘরে রাখা---দুধ-কলা দিয়ে কালসর্প পোষা। দুর্গ্যা—বসন্তকে যে, ছাই এ কথা ব'লতেই পারছি না! আর বলতেই বা কি হ'বে, বসন্ত ত বুঝবে না। যাক্—তারা শিবসুন্দরি! ভেবে আর কি ক'রব? কালী কালভয়বারিণী মা!—তবে একটা স্মৃতি হ'য়েছে। বসন্ত পরম বৈষ্ণব।—স্বয়ং বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দদাস তার সহায়। ছেলেটাকে কৌশল ক'রে

তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। ভায়া! আবার তাকে নিরামিষ ধরিয়েছে—
গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেক এগিয়েছে। এখন মা
কানীর ইচ্ছায়, ছেলটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব ক'রতে পারলেই
আমি নিশ্চিন্ত হই।—ভবানন্দ!

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। মহারাজ!

বিক্রম। দেখে এস ত প্রতাপ কোথায়?

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমূলে ব'সে মালা জপ করছেন।

বিক্রম। বেশ বেশ! আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিতে কেমন
দেখুছ বল দেখি?

ভবা। ওঃ! কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপমুখে কি বলব
মহারাজ! হাতের মালা ঘুরতে না ঘুরতেই ছুঁচক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে
জল। যেন উচ্ছাসতী নদীতে বান ডেকে গেল।

বিক্রম। বেশ, বেশ।

ভবা। হয় ত ব'লে বিশ্বাস ক'রবেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও
বুঝি এত ভক্তি দেখি নি।

বিক্রম। বেশ, বেশ—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দ-
দাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও!

ভবানন্দের প্রস্থান

বেশ হ'য়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছে। তুলসীতলায়
যখন বসিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি! তুলসীর গন্ধ দু'দিন না
টুকলে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে নিরামিষ হ'য়ে যাবে।
বস্—বস্ আর ভয় কি। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুষ্থ হরে। তবু রজের
ওপর একটু রসান চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিয়ে গোবিন্দদাস
বাবাজীর ছুঁচক্ষু দিয়ে দিই!

ভৃত্যের প্রবেশ

যা'-ত রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আসতে বল ত ।

ভৃত্যের প্রস্থান

গোবিন্দদাসের প্রবেশ

গোবিন্দ । শ্রীগোবিন্দ !—অধীনকে স্বরণ ক'রেছেন কেন মহারাজ ?

বিক্রম । এস বাবাজী এস—এই অনেক দিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনি নি—তাই বুঝেছো বাবাজী ! সংসার চক্রে—ঘুরে ঘুরেই ম'র্চ্ছি । কাছে সুধার সাগর থাকতেও, একটু যে চাকবো, তাও পায়ছি নি । বাবাজী ক্ষণেকের জন্ত একটু কৃষ্ণনাম শুনিয়ে দাও ।

গোবিন্দ । শ্রীগোবিন্দ !—মহারাজ, নরাধম আমি । আজও পর্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে ম'র্চ্ছি । আমি যে মহারাজকে আনন্দ দিতে পারি, সে ভরসা আমার কই ? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে চেয়েছেন ; এই আমার বহু ভাগ্য ।

বিক্রম । বাবাজি ! যে ব্যক্তি সাধু, তার কি অহঙ্কার থাকে । যাক—বাবাজী একটা গেয়ে ফেল ।

গোবিন্দ । কি গাইব, অনুমতি করুন ।

বিক্রম । যা হোক একটা—ভাল কথা, সেই যে সেদিন বিঘাপাতর আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কানে বড়ই মধুর লেগেছিল ।

গোবিন্দ । যে আজ্ঞে—

গীত

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,

হৃত মিত রমণী-সমাজে ।

তোহে বিসরি' মন, তাহে সমপিনু,

অব মঝু হব কোন কাজে ॥

মাধব ! হাম পরিণাম নিরাশা ।

তু'হ জগতারণ, দীন দয়াময়,

অত-এ তোহারি বিশোয়াশা ॥

বিক্রম। বা! বা! কি মধুর! কি ভাব—তাতল মৈকতে—
তাতে আবার বারিবিন্দু সম—যেন তপ্তখোলায় বালি—পড়্‌লুম মটর—
হলুম ফুটকড়াই—বা! বা! কি সুন্দর উপমা! তার ওপর আবার বারি
বিন্দুটি প'ড়েছে কি—অমনি চড়াঙ—খোলা একেবারে চৌচাকলা।
মহাজন না হ'লে এ কথা বলে কে? সূত—মিত—রমণীসমাজে! বা!
বা! কি চমৎকার!—তাতে রমণীসমাজে যত জ্বালা হোক আর না
হোক বাবাজী! মাঝখান থেকে এক সূতোর জ্বালায় অস্থির হয়ে
প'ড়েছি! বাবাজী! সূতো এখন কাছি হ'য়ে কোন্ দিন গলায় ফাঁস
না লাগায়।—ওরে। প্রতাপকে ডেকে আনতে ব'ললুম, তার ক'রলি কি?
গোবিন্দ। তবে কিনা তিনি দয়াময়!

বিক্রম। এই!—যা ব'লেছো বাবাজী! তবে কিনা তিনি দয়া-
ময়!—সেই সাহসেই বেঁচে আছি!—ওরে! দেরি ক'রছিস কেন?
প্রতাপকে আনতে দেরি ক'রছিস কেন?

সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন

গোবিন্দ। (উঠিয়া) হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!—কি ক'রলে?

বিক্রম। ওরে! এ কি রে! ওরে, এ কাজ কে ক'রলে রে!
ওরে এ জীবহত্যা কে ক'রলে রে! দোহাই বাবাজী—যেয়ো না!

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ! অধীন আর এখানে থাকতে
পারবে না। যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত
নয়। হা গোবিন্দ! কি ক'রলে! এস্থান

বিক্রম। ওরে, এ জীবহত্যা কে ক'রলে রে!

ধনুর্কাণ হস্তে প্রতাপের প্রবেশ

এ কি প্রতাপ! এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে ক'রলে? নিশ্চিন্ত হ'য়ে
নির্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুনছিলুম—তাতে বাধা কে দিলে প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ক'রেছি।

বিক্রম । না—না । তুমি কেন এ কাজ ক'রবে ! এই শুনলুম, তুমি তুলসীমঞ্চ ব'সে হরিনাম জপ ক'রছিলে । এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি ক'রবে কেন !

প্রতাপ । কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হ'য়ে বুল্লুম আমি হরিনাম জপের ষোগ্য নই ; অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্ম দু'দিন পরে যাকে রাজদণ্ড হাতে ক'রতে হ'বে, *[পররাজ্য-লোলুপ দুর্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয়-ভিখারী দুর্বলকে রক্ষা ক'রতে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধ'রতে হ'বে,]* অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম তার নয় । শক্তি-অভিমানী যশোর-রাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয় । তাঁর কাছে কর্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, *[তাঁর মনস্তষ্টির জন্ম অঞ্জলিপূর্ণ শত্রুশোণিতে মহাকালীর তর্পণ ।]* পিতা ! তাই আমি এই শোণিত-পিপাসু বাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার ক'রেছি ।

ধনুর্ক্ষাপ হস্তে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর । মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি ক'রেছি ।

বিক্রম । তাই ত বলি—তাও কি কখন হয় ! ব্রাহ্মণের মর্যাদা রাখেতে প্রতাপ আমার, পিতৃসম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়েছে । এই শুনলুম, তুমি পরম বৈষ্ণব হ'য়েছো । তুমি এমন কাজ ক'রবে কেন !

প্রতাপ । না পিতা । মিথ্যা নয় । এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্বে আমি আর কখন দেখি নি । আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হয়েছে ।

শঙ্কর । না মহারাজ ! মিথ্যা কথা ! এই উড্ডীয়মান বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হ'য়েছে ।

প্রতাপ । সাবধান ব্রাহ্মণ ! রাজার সম্মুখে মিথ্যা ক'রো না ।

শঙ্কর । সাবধান রাজকুমার ! বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না । এ কার্য্য আমি ক'রেছি ।

প্রতাপ । মিথ্যা কথা, আমি করেছি ।

শঙ্কর । ভাল, বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি ? সম্মুখেই পক্ষী প'ড়ে আছে । পরীক্ষা কর । কার শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হ'য়েছে, এখনি বুঝতে পারা যাবে ।

প্রতাপ । বেশ, তাতে আপত্তি কি !

শঙ্কর । ধর্ম্মাবতার যশোরেশ্বরের সম্মুখে—তাঁর সম্মুখে পরীক্ষা, সুবিচারেরই প্রত্যাশা করি । কিন্তু রাজকুমার, পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর । যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ হ'য়েও আমি কায়স্থকুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাসত্ব স্বীকার ক'রবো । আর আমি হ'তে যদি এ কার্য সাধিত হয়, তা হ'লে প্রতিশ্রুত হও রাজকুমার, তুমি অবনত-মস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'রবে !

প্রতাপ । বেশ, প্রতিজ্ঞা ক'রলুম ।—কিন্তু ব্রাহ্মণ ! পরীক্ষায় মীমাংসা হ'বে কি ক'রে !

শঙ্কর । তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে শরসন্ধান ক'রেছ ?

প্রতাপ । আমি পাখীর পক্ষ ভেদ ক'রেছি ।

শঙ্কর । আর আমি মস্তক চূর্ণ ক'রেছি ।

ধনুর্কাণ হস্তে বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া । আর আমি হৃদয় বিদ্ধ ক'রেছি ।

বিক্রম । এ কি ! এ কি অপূর্ব মূর্তি ! এ কি হেঁয়ালি ! কে তুমি ?
এ সমস্ত কি প্রতাপ !

প্রতাপ । তাই ত ! এ কি অপূর্ব মূর্তি ! কিছুই ত জানি না মহারাজ এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্তমাতঙ্গলাঞ্জন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব রণোন্নাদন বেশ আর কখনও ত দেখি নি মহারাজ ! কে তুমি মা ? কোথা থেকে এলে ? কেন এলে ?

শঙ্কর । যথার্থ-ই কি এমি মা ! দুর্বলপীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধা-ভিন্ন-অন্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁচেছে মা !

বিজয়া । এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন । এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন । আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষী-হৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত ! কিন্তু জানতে পারি কি ব্রাহ্মণ ! কেন তুমি এই শ্বেনপক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছিলে ?

শঙ্কর । বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্বল-করে লক্ষ্য-বেধের শক্তি আছে কিনা পরীক্ষা ক'রছিলুম ।

প্রতাপ । আর আমি দেখ্‌লুম মা ! হিন্দুস্থানের এ সীমান্তপ্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিষ্ক্রিপ্ত বাণ কখন কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছিতে পারে কিনা ।

বিজয়া । আর আমি দেখ্‌লুম, মহারাজের প্রাসাদশিরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাধে বিচরণ ক'রছে । তাদের সেই আনন্দের সংসার ছারখার ক'রবার জন্য একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে । মহারাজ ! বিশ বৎসর পূর্বে এমনি একটি সূখের সংসার যবনের অত্যাচারে ছারখার হ'য়েছিল । তা'র ফলে একটা ব্রাহ্মণকন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী—কুমারী কপালিনী । কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠলো । প্রতিশোধ-বাসনায় কল্পিত কর হ'তে আপনা-আপনি শর ছুটে গেল । পাখীর হৃদয় বিদ্ধ হ'ল । এই নাও প্রতাপ, পাখী নাও । এই ত্রিধা-বিভিন্ন বিহঙ্গম তোমার বিজয়-পতাকার চিহ্ন হো'ক ।

প্রহান

শঙ্কর । এ কি মা ! দেখা দিয়ে যাও কোথায় ! সর্বনাশী । আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়-হীন ক'রিস্ কেন ?

প্রতাপ । এ কি মা বিজয়লক্ষ্মি ! হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে একটা নূতন জীবনের আভাস দিয়ে আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস্ কোথা ?

শঙ্কর । রাজকুমার ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য ।
প্রতাপ । ব্রাহ্মণ ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার
দাসাশুদাস ।

পরস্পরে আলিঙ্গন ও প্রস্থান

বিক্রম । ওরে ওরে—কে কোথা রে ! ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা
রে ! কি হ'ল রে !

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—পথ

গোবিন্দদাস

গোবিন্দ । এ আমাকে কি দেখা'লে দয়াময় ! শান্তির ভিখারী আমি
কাতর কণ্ঠে তোমার কাছে আত্মনিবেদন ক'রলুম, তার ফলে কি ঠাকুর
আমাকে এই দেখতে হ'ল ! না, না—প্রভু যে আমার শুধু প্রেমময় নন,
তিনি যে আবার দর্পহারী । এ মধুর কৃষ্ণনাম আমি দীন-দরিদ্রে বিলাই
না কেন ; কেন আমি ঐশ্বর্যময়, তমোময় রাজার কাছে ?—সে ত দীন
নয়, সে ত কৃষ্ণনামের ভিখারী নয় । সে যে মান-যশের কান্দাল—কামিনী-
কাঞ্চনে চির-আসক্ত । আমি কি তবে নামের জন্ত নাম করি, না রাজ-
সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্ত ? নইলে দয়াময়ের নাম স্বরণে এমন শোণিতময়
ফল দেখলুম কেন ? রক্তাক্ত-কলেবরে গতাসু পক্ষী আমার চরণপ্রান্তে
নিপতিত হ'ল !—প্রভু ! এ মর্ষবেদনা যে আর আমি সহ ক'রতে পারি
না । দয়াময় ! এ দাসের প্রতি করুণা কর—চরণে আশ্রয় দাও—
চরণে আশ্রয় দাও ।

পশ্চাদিক হইতে পুষ্পভূষিতা বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া । (গোবিন্দের পৃষ্ঠে হাত দিয়া) গোবিন্দ !

গোবিন্দ । য'্যা—য'্যা—এ কি দেখি ! এ কি দেখি । কথা কি

কানে বেজেছে জননি ! সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিতে কি আজ তার কাছে এসেছি মা !

বিজয়া । দুঃখ কেন গোবিন্দ !—তোমার ঠাকুর কি শুধু বাঁশীর ঠাকুর—অসির নয় ? একুশ দিনের ঠাকুর আমার স্তনপানে পুতনা-নিধন ক'রেছেন । দুই বৎসরের শিশু মৃগালবাহু-বেষ্টনে তৃণাবর্ত সংহার ক'রেছেন । ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নৃত্যের ছল ক'রে প্রতি পদক্ষেপে কালীয়ের এক এক ফণা চূর্ণ ক'রেছেন । গোবিন্দ । দেখ, দেখ—চেয়ে দেখ—কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে অর্জুন-সারথির মূর্তি দেখ । *[যেখানে দুর্বলের উপর অত্যাচার, সেখানে মা আমার অত্যাচারী-দলনে সংহার-মূর্তি !]* বৃন্দারণ্যে ব্রজেশ্বরীর সহবাসেই তিনি রাসবিহারী । গোবিন্দ, গোবিন্দ ! এখানে তুমি নিজে কেঁদে মাকে আমার কাঁদিও না । বৈষ্ণবী আনন্দ-ময়ীকে দু'টি দিনের জন্ত সংহারিণী মূর্তি ধ'রতে লাও । বড় অত্যাচার—উঃ ! বড় অত্যাচার !—গোবিন্দ ! বাপ, বৃন্দাবনে যাও ! এই দেখ বক্ষ বিদ্ধ—শতধা ছিন্ন—বড় যাতনা । আমার অনুরোধ—বৃন্দাবনে যাও ।

গোবিন্দ । যথা আজ্ঞা জননি ! অজ্ঞান আমি, প্রভুর লীলা না বুঝতে পেরে সন্দেহ করি । অধম সন্তানের প্রতি কৃপা কর মা—কৃপা কর ।

বিজয়া । আশীর্বাদ করি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হোক ।

এস্থান

প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ

প্রতাপ । কি হ'ল ভাই শঙ্কর ! মা যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল ।

শঙ্কর । ভয় কি ভাই ! মায়ের পূজার ফলে যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তা'তে এই বুঝছি যে, মা যখন একবার কৃপা ক'রেছেন, তখন সে কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি না ।

প্রতাপ । তাই যদি, তবে মা কোথায় গেল—একবার যে দেখা দিলে ! ভাই । শুধু একটিবার মাত্র যে, অলঙ্করণ-রঞ্জিত, শক্রহৃদয়-

শাগিত-নিযুক্ত—সে চবণকমল—শুধু যে একবার দেখলুম। আর দেখতে পেলুম না কেন ? শঙ্কর, শঙ্কর ! তোমায় পেলুম, তোমার মাকে আর পেলুম না কেন ? মা, মা ! কই মা—কোথা মা !

শঙ্কর। ভাই, ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর। এই যে, এই যে—বাবাজী। বাবাজী ! ধনুর্দ্ধরা, বরাভয়করা একটি বালিকাকে এ পথে যেতে দেখেছো ? গোবিন্দ। মাকে খুঁজুছ—তোমরা কি আমার মাকে খুঁজুছ ?

গীত

ঢল ঢল কাঁচা অঞ্জের লাবণী অবনী বহিমা যায় ।
 ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা পায় ॥
 মালতী ফুলের মালাটি গলে হিম্মার মাঝারে ছলে
 উড়িয়া পড়িয়া মাঠাল ভ্রমর খুরিয়া ঘুরিয়া বলে ॥
 হাসিয়া হাসিয়া অঞ্জে দোলাইয়া মরাল গমনে চলে ।
 না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ বলে ।

পঞ্চম দৃশ্য

যশোহর—প্রাসাদ-মন্দির-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়

বসন্ত। কি দেখলেন, কি শুনলেন ? প্রতাপ কি আপনার অমর্যাদা ক'রেছে ?

বিক্রম। আরে মন্দভাগ্য, বুঝেও বুঝতে পারুছ না ! যা ব'লছি, ইচ্ছাপূর্বক কানে তুলুছ না !

বসন্ত। আপনি কি ব'লছেন, আমি যে তার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না !

বিক্রম। আর বুঝবে কি ? বোঝবার কি আর কিছু রেখেছে ।

শাস্ত্রবাক্য, বিশেষতঃ জ্যোতিষবাক্য—ও কি আর মিথ্যে হবার বো আছে ?
কোষ্ঠির ফল—বিধাতার লিখন—খণ্ডায় কে ?

বসন্ত । শাস্ত্রবাক্য, জ্যোতিষবাক্য কি ? এ সব আপনি কি বলছেন ?

বিক্রম । আর বলব কি—তোমার শেষ বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে, একেবারে বাক্য-রোধ । যাক—যা হ'বার তা হ'বেই—নইলে বসন্তের বুদ্ধি লোপ পা'বে কেন ? ওরে ভাই ! তোকে যে আমি শুধু ভাইটি দেখি না । বল, বুদ্ধি, আশা, ভরসা—সমস্ত যে তুই । তোর জন্মেই যে আমার যত ভাবনা । বন কেটে নগর বসালি—রাশি রাশি অর্ধ ব্যয় ক'রে বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় দীঘি, সরোবর, সুন্দর সুন্দর বাগান—সব রচনা ক'রলি, কিন্তু বুদ্ধির দোষে ভোগ ক'রতে পেলি নি । কানুনগো-গিরি কাজ ক'রেছিলুম—নাউদ খাঁব পয়সাষ ঐশ্বর্য লাভ ক'রলুম—এখন দেখছি ত নাউদের সঙ্গে সব যায় ! যাক, তারা শিব-সুন্দরি ! কলম পিস্তে এসেছিলি—কলম পিসেই চ'লে গেলি !

বসন্ত । প্রতাপ কি আমাকে হত্যা ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছে ?

বিক্রম । তুমি প্রতাপকে মনে কর কি ?

বসন্ত । আমি ত তাকে শিষ্ট, শাস্ত, ধর্মভীরু, বংশোজ্জ্বল সন্তান বলিই জানি ।

বিক্রম । বস, তবে আর কি—তবে আমারই বা এত হাঁক-পাঁক ক'রবার দায়টা কি পড়ে গেছে ! কালী করুণাময়ি !—ওরে আমার অপের মালাটা দিয়ে যা ।

বসন্ত । আমি ত জানি, গুরুজনে—বিশেষতঃ আমাকে তার যতটা ভক্তি, এমন ভক্তির সিকিও যদি আমার সম্মানগণের থাকত, তা হ'লে আমার মতন সুখী আর জগতে থাকত না ।

বিক্রম । বা রে জ্যোতিষ—বা রে তোর লেখা ! যে ঘটনাটি ঘটাবে আগে থাকতে পাকচক্র ক'রে, ধীরে ধীরে তা'র আবছারাটুকু জাগিয়ে

তুল্ছ । হায় হায় ! হ'ল কি ! তারা শিবসুন্দরি !—ওরে—আরে ম'ল, ওরে ! তবে আর আমি কেন সংসার-চিন্তায় জরজর হ'য়ে ভেবে মরি । (ভৃত্যের মালা লইয়া প্রবেশ ও বিক্রমের হস্তে দিয়া প্রস্থান) আমার শেষাবস্থা । টানাটানি ক'বে বড় জোর না হয় ছ'চার দিন বাঁচব ! আমার জন্মে ভাবনা কি ! মম্বতেই যখন হ'বে, তখন রোগে খাপি খেয়েই মরি, কি অপঘাতে টপ ক'রেই মরি—আমার দুই-ই সমান । তারা শিবসুন্দরি ! কি আশ্চর্য্য ! হ'ল কি । কালে কালে এ সব হ'ল কি ! গাছের ফল গাছেই রইল—বোঁটা গেল খসে—মাঝখান থেকে বোঁটাটি গেল খসে ! বসন্ত রইল, তার ছেলেরা রইল, মাঝখান থেকে পুত্রস্নেহ ভাইপোর ঘাড়ে প'ড়ে গেল ! বিধাতার মায় না হ'লে এ অসম্ভব ব্যাপার ঘটেবে কেন ? যাক—এখন আমি নিশ্চিত । দুর্গা দুর্গম হরে, দুর্গা দুষ্খ হবে । আহা, যশোর ত নয়—ইন্দুভুবন, মাটি ত নয়—যেন মণিকাঞ্চন, গাছ ত নয়—যেন হরিচন্দন । যাক—তারা শিবসুন্দরি !

বসন্ত । বৃদ্ধবয়সে দাদার দেখছি বুদ্ধিব্রংশ হ'য়েছে ! নইলে একমাত্র সন্তান—বংশের প্রদীপ—তার ওপব বিষদৃষ্টি হ'বে কেন ?

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা । মহারাজ ! গোবিন্দদাস বাবাজী যশোর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন ।

বসন্ত । সে কি !

বিক্রম । ওই ! সব যা'বে বসন্ত ! সব যা'বে !—কেউ থাকবে না । যাদের নিষে যশোর, তা'দের মধ্যে একটি প্রাণীও থাকবে না ।

বসন্ত । গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন !—কি অভিমানে তিনি আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন ভবানন্দ ?

বিক্রম । অমর্যাদা, অমর্যাদা । সাধুপুরুষ—আমার স্মৃথে—

চোখের উপরে গা-ময় রক্তের ছিটে ! হরিণাম ভেঙ্গে গেল—ভক্তি গেল, ভাব গেল ! সাধুপুরুষের তা হ'লে আর রইল কি ? কাজেই তাঁর যশোর বাস আর সইল না । দুর্গা দুর্গম হরে !

ভবা । না মহারাজ ! কেউ তাঁর অমর্যাদা করেনি । তিনি দেবাদিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছেন ।

বিক্রম । যা যাবেনই ত । দেবতাবাও ক্রমে ক্রমে তল্লি-তল্পা নিয়ে যশোর থেকে স'রে পড়েন আর কি !

ভবা । কে এক যশোরেশ্বরী তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ ক'রেছেন ।

বসন্ত । যশোবেশ্বরী ! সে কি ! তিনি আবার কে ?

বিক্রম । তিনি কে—(হাস্ত) তিনি কে ? দু'দিন পরেই জানতে পারবে ভাষা তিনি কে ! তিনি সাধুপুরুষকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবনে, আর আমাদের দু'ভাইকে পাঠাবেন সোঁদববনে । বাঘেব তাড়ায় কেওড়া গাছের উপর ব'সে থাক, আর সূ'দ্বী গরণের ফল খাও ।—ভবানন্দ তুমি এখন যেতে পার । (ভবানন্দের প্রশ্ন) বসন্ত ! প্রাণের ভাইটী আমার ! এখনও বলছি সময় থাকতে প্রতিকার কর । নইলে কিছু থাকবে না । কোষ্ঠীব ফল মিথ্যে হ'তেই পারে না । আগে থাকতেই তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে । বসন্ত ! পশ্চিমে কালবৈশাখী কালো মেঘ ফুস্ ক'রে মাথা তুলেছে ! দেখতে পাবে—দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর ঝড়—আকাশ কড়-কড়—রক্তবৃষ্টি—শিলাপাত—বজ্রাঘাত !—কালী কালভয়বারিণী মা !

বসন্ত । কোষ্ঠিতে ব'লেছে কি ?

বিক্রম । প্রতাপ পিতৃবাতী হ'বে তোমাকে মারবে, আমাকে মারবে । আমাকে মারে তাতে ক্ষতি নেই । কিন্তু বড় দুঃখ বসন্ত ! তোমাকে সে রাখবে না । আজ তাঁর প্রথম নিদর্শন । প্রতাপের বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ—আমার সম্মুখে জীবনাশ, সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্তি ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত পরেই রণরঙ্গিণী চণ্ডী ! বসন্ত—বসন্ত ! যা দেখেছি, তোমার সম্মুখে ব'লতেও ভয় পাচ্ছি !

বসন্ত । গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন !

বিক্রম । যাবেন না ত কি বাণের খোঁচা খেয়ে প্রাণ দেবেন ! একি কাহ্ননগোর কলম রে ভাইজী ! যে—এক খোঁচায় একেবারে চৌষটি পরগণা গেঁথে উঠলো ! হিসেব-নিকেশ চোস্তু—একটু বেলমাটি পর্যন্ত ঝ'রে পড়'বার ঘো নেই । এ বাবা হাতের তীর—ছাড়লুম ত অমনি হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেল । তাগ্ ক'রলুম হ'রেকে, লাগলো গিয়ে শঙ্করাকে ! যেখানে এত তীর ছোঁড়াছুঁড়ি ; সেখানে গোবিন্দদাস বাবাজী থাকবেন কেমন ক'বে ।—তারা শিবসুন্দরি !

বসন্ত । আপনার অভিপ্রায় কি ?

বিক্রম । প্রতিকার—সময় থাকতে থাকতে প্রতিকার । যদি রাজ্যের মুখ চাও—যদি নিজের বংশধরের মুখ চাও—যদি আমার মুখ চাও, তা হ'লে আগে থাকতেই প্রতিকার কর ।

বসন্ত । প্রতিকার কেমন ক'রে ক'রবো ?

বিক্রম । আর কাজ নেই—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—দুর্গ্যা !

বসন্ত । প্রতাপকে কি বন্দী ক'রে রাখতে বলেন ?

বিক্রম । আর কেন ভাই—ছাড় না । ও কথায় আর দরকার কি ? শিবে শঙ্করি । আমি যেন বন্দী ক'রতেই ব'লছি—বন্দী ক'রে ফল কি ? বন্দী ক'রলে উল্টো বিপত্তি ।—তারা শিবসুন্দরি । আর বন্দী ক'রেই বা ক'দিন রাখবে ?

বসন্ত । তবে কি আপনার অভিপ্রায়, বাবাজীকে হত্যা করা !

বিক্রম । দুর্গ্যা দুর্গম হরে—দুর্গা দুষথ্ হরে—

বসন্ত । বলেন কি মহারাজ !

বিক্রম । যাক্—যাক্—তুমি বাকলা থেকে আত্মীয়বন্ধুগুলোকে আনবার ব্যবস্থা কর । বাগুটের ঘোষেদের আনাও, গোবরগঞ্জের বোসেদের আনাও—আটাকাটীর গুহদের আনাও—আর ভাল ভাল

বংশের যে কেউ আস্তে চায়, সম্মানের সহিত এনে যশোরে প্রতিষ্ঠা কর ।

বসন্ত । যাগ-যজ্ঞ ক'রে, কত দেবতার কাছে মানত করে যে সন্তান লাভ করলেন তাকে আপনি হত্যা করতে চান ?

বিক্রম । আরে ভাই যেতে দাও—যেতে দাও । শিবে শঙ্করি—ভাল, আর এক কাজ করলে ক্ষতি কি ? আমরা বুড়া হয়েছি, দুদিন বাদে প্রতাপেরই ঘাড়ে ত রাজ্যভার প'ড়বে । তা হ'লে কিছু দিনের জন্তে তাকে আগ্রায় পাঠাও না কেন ? আগ্রায় গিয়ে বাদশার পরিচিত হ'লে লাভ ভিন্ন ত ক্ষতি নেই । পাঁচজন বড়লোকের সঙ্গে দেখা-শোনা ক'রলে, কিছু জ্ঞানলাভও ক'রতে পা'রবে । সেই সঙ্গে দিন কয়েক আমাদের না দেখলে আমাদের প্রতি বাবাজীর একটু মায়াও প'ড়বে—মনটা সেই সঙ্গে একটু নরম হ'বে । কেমন, এ প্রস্তাবে তোমার মন আছে ত ?

বসন্ত । না থাকলেও, কাঁহাতক আপনার কথার প্রতিবাদ করি । এ প্রস্তাব মনের ভাল ।

বিক্রম । বস্, তাই কর—বসন্ত । আমার জন্তে নয়—শুধু তোমার জন্তে—তুমি যে আমার লক্ষণ ভাই । তারা শিবসুন্দরি ! বস্—তাই কর—প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাও—ভাল রকম নজর সঙ্গে দিয়ে দাও—ঘাতে বাদশার নজরে পড়ে ।

বসন্ত । যথা আজ্ঞা ।

বিক্রম । বস্—বস্—কালী কালভয়বারিণী মা ! করুণাময়ী ভবসুন্দরি !

যষ্ঠ দৃশ্য

যশোহর—রাজ-প্রাসাদের একাংশ

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়

গোবিন্দ । দেখলে ভাই, বাবার আক্কেল ।

ভবা । আমি ত ব'লেছি রাজকুমার, ছোটরাজার ঘাড়ে ভূত চেপে আছে ; কিংবা বড় রাজকুমার তাকে গুণ ক'রেছে । বড়রাজা নিজে বুঝেছেন, ছোটরাজাকে বোঝাবার এত চেষ্টা ক'রছেন, তবু উনি বুঝবেন না । প্রতাপের মত ছেলে তিনি আর পৃথিবীতে দেখতে পান না ।

গোবিন্দ । না । বাবা হ'তেই দেখছি সব যায় ।

ভবা । তার উপর প্রসাদপুর থেকে একটা গৌয়ারগোবিন্দ লোক এসে বড় রাজকুমারের সঙ্গী হ'য়েছে । সে লোকটা অতি বদ-মতলবী । দেশের লোক সব একজোট হ'য়ে তাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ! সে হ'ল ইয়ার ! তাতেই বুঝুন, প্রতাপের মতলবটা কি ।

গোবিন্দ । মতলব আবার কি ? কোন্‌দিন দেখ না আমাদের সর্বনাশ ক'রে বসে ।

ভবা । ছোটরাজাই ত এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, বড়রাজাকে চিন্ত কে ?

গোবিন্দ । এখনই বা চেনে কে ? বাবাই ত এ রাজ্যের ধর্ম্যতঃ রাজা । বড়রাজা, অস্ত্র কোন্‌ ধারে ধরতে হয়, এখনও জানেন না । চিরকাল কানুনগো-গিরি কাজ ক'রে এসেছেন । এখনও লোকে তাঁকে কানুনগো ব'লেই জানে । রাজা বলি তুমি আর আমি ।

ভবা । ছোট রাজা একদিন যদি না থাকেন, তা হ'লে কি এ রাজ্য চলে !

গোবিন্দ । একদিন ! এক দণ্ড না থাকলে চলে ! প্রকৃত রাজাই তিনি—প্রকৃত রাজাই তাঁর ।

ভবা । বড়রাজা যা টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশে বড় জোর একটা পরগণা কেনা যায় ।

গোবিন্দ । টাকাই বা পাঠিয়েছেন কার ? দাউদ খাঁ গোড় থেকে পালা'বার সময় বাবার হাতেই ত হীরে-জহরৎগুলো দিয়ে যায় । বলে যায়—“দেখ' ভাই ! যদি বাঁচি, তা হ'লে আমার সম্পত্তি আমায় ফিরিয়ে দিও । যদি মরি, তা হ'লে এ সম্পত্তি তোমার ।”

ভবা । উঃ ! কি বিশ্বাস !

গোবিন্দ । দেখ দেখি ভাই ভবানন্দ । প্রাপ্তধন এমন ক'রে কি কেউ পরহস্তগত করে ! বাবা যে কি বুঝেছেন, ঈশ্বরই জানেন । নিজে রাজ্যের সর্বসর্বা । আর সব রাজ-রাজড়ারা বাবাকেই চেনে, বাবাকেই ভয় করে । নিজে মহাবীর—‘গঙ্গাজল’ অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে ঘম পর্যন্ত বাবার কাছে আসতে সাহস করে না । সেই বাবা কি না বড়ো রাজার কাছে কেঁচো । বাবার এ মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল ভাই ?

ভবা । অতি ধার্মিকের সংসার করা উচিত নয় ।

গোবিন্দ । ধর্মই বা এতে তুমি দেখলে কোথায় ? নিজের ছেলে পুত্রের স্বার্থে ষিনি আঘাত করেন, তাঁকে তুমি ধার্মিক কেমন ক'রে বল বুঝতে পারি না ।

ভবা । কি জানেন রাজকুমার, বাল্যকাল থেকে দুই ভাইয়ে একত্র কি না—

গোবিন্দ । ভাই ! কিসের ভাই ! একি আপনার ভাই ।

ভবা । য্যা ! বলেন কি ! দুই ভাইয়ে সহোদর ন'ন !

গোবিন্দ । তবে আর বলছি কি ! জাঠ-ভৃত্তো ভাই ।

ভবা । বলেন কি ! এ ত আশ্চর্য ব্যাপার । কলিকালে এমন

ত কখন দেখি নি। এতকাল চাকরী ক'রছি, কই ঘুণাকরেও তা জানতে পারি নি !

গোবিন্দ। আমরাও কি জানতুম ! একবার বাবার অসুখ হয়, সেই সময় পিতামহের শ্রদ্ধা—আমায় ক'রতে হয়, তাতেই জানতে পেরেছিলুম।

ভবা। আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

গোবিন্দ। বল দেখি ভাই ভবানন্দ ! একে জাঠতুতো ভাই, তার আবার ছেলে। রাঢ়দেশে পিণ্ডিতে বাধে না। বাবার কি না সে হ'ল আপনার আর নিজের ছেলে হ'ল পর !

ভবা। ছোটরাণীমাকে সব ব'লেছি, দেখুন না কতদূর কি হয়।

গোবিন্দ। অধম্ম—অধম্ম ; বাপ চাচ্ছে ছেলেকে মারতে, আমার বাবার মাঝখান থেকে মেহরস উথলে উঠ'ল ! বাপের অধম্মজ্ঞান হ'ল না, অধম্মজ্ঞান হ'ল খুড়তুতো খুড়োর !

ভবা। চুপ চুপ—বড় রাজকুমার আসছেন।

গোবিন্দ। তাই ত, তাই ত ! এখানে এমন সময়ে !

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। গোবিন্দ ! খুড়োমহাশয় কোথায় ?

গোবিন্দ। কোথায়, তা ত ব'লতে পারি না। কেন, তাঁকে কি বিশেষ প্রয়োজন আছে ?

প্রতাপ। তিনি আমাকে কি জন্ত ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ ?

ভবা। এই এসে দাঁড়িয়েছি, আর আপনিও এসে পড়েছেন।

প্রতাপ। এই এসেছো ?

ভবা। এই আপনার সঙ্গে ব'লেও হয়।

প্রতাপ। তা হলে ছোটরাজা কোথা, তোমরা জানবে কেমন ক'রে !

ভবা। এই দাঁড়িয়ে আপনার কথাই ব'লছিলুম। আপনার কি হাতের তাগ্! ওড়া পাখী বিঁধে কিনা মাটিতে এসে লটপট।

প্রতাপ। তাতে আমার গৌরব নেই—

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। কেও প্রতাপ এসেছ ?

প্রতাপ। আজে হাঁ। (অভিবাদন) এ দীনকে স্মরণ ক'রেছেন কেন ?

বসন্ত। বিশেষ প্রয়োজন আছে। এস আমার সঙ্গে।

বসন্ত ও প্রতাপের প্রস্থান

গোবিন্দ। একবার ভক্তির ঘটটা দেখলে!

ভবা। সে আমি অনেক দিন ধ'রে দেখে আসছি, আপনি দেখুন।

গোবিন্দ। তা আমরা কি এতই পাপী যে, দেবী-দর্শনটা আমাদের বরাতে ঘটল না।

ভবা। ভানুমতীর বাচ্ছা—ভানুমতীর বাচ্ছা! প্রসাদপুর থেকে যখন একটা দেবা এসেছে, তখন অমন কত দেবী আসবে, তার একটা কি! তবে আমিও আত্মারাম সরকার, ছোটরাণীমাকে এক রকম বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রেছি। আমিও মামীমার খেল দেখিয়ে দেব।

বেগে রাঘব রায়ের প্রবেশ

রাঘব। দাদা! দাদা!—আর শুনেছেন?

গোবিন্দ। কি হে রাঘব! কি হে রাঘব?

রাঘব। বড় দাদা যে চ'ললো।

গোবিন্দ। চ'ললো? কোথায়?

রাঘব। বাবা তাঁকে আগ্রা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছেন।

গোবিন্দ। কে ব'ললে—কে ব'ললে?

ভবা। হে মা কালী—শিবভূর্গা—শিবভূর্গা !

গোবিন্দ। বল কি ! সত্যি ?

রাঘব। এই আমি আড়াল থেকে শুনে এলুম।

গোবিন্দ। ভবানন্দ !

ভবা। চলুন, চলুন। হে গোবিন্দ, গদাধর, গণেশ, কার্তিক,
দোহাই বাবা—দোহাই বাবা !—থুড়ি—হে কালু রায়, দক্ষিণ রায়, ভেড়া
বাবা, মোষ বাবা !

সপ্তম দৃশ্য

যশোহর-রাজপ্রাসাদ—বসন্ত রাযের মহল

বসন্ত রায় ও ছোটরাণী

ছোটরাণী। প্রতাপকে ভালবাস্তে অনিচ্ছা কার ? তবে ভাল-
বাসার ত একটা সীমা আছে। এই যে আপনি প্রতাপকে নিজের ছেলের
চেয়েও স্নেহ করেন, তাতেও আমি বরং সন্তুষ্ট। কেন না, কথায় কথায়
দেশে এই রাজার পরিবর্তন। চারিদিকে শত্রু। তার ওপর মগ
ও পটুগীজের উৎপাত। এরূপ সময়ে প্রতাপের স্তায় বীর পুত্রের ওপর
রাজ্যভার না দিবে কি আমার ছেলেদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিত
থাকতে পারব !

বসন্ত। বোঝ ছোটরাণী—বোঝ। সাথে কি আর প্রতাপকে
প্রাণের অধিক ভালবাস্তে ইচ্ছা হয় ?

ছোটরাণী। ভালবাস্তে ত আর আমি নিষেধ ক'রছি না, কিন্তু
ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে
অধিক আদর করে, তাকে বলে ডা'ন। বড় রাজার চেয়ে এই যে আপনি

ভাইপোর ওপর এই ভালবাসাটা দেখাচ্ছেন, মনে ক'রেছেন কি, প্রতাপ এ ভালবাসার মর্ম বুঝতে পারে? প্রতাপ যতই বুদ্ধিমান হ'ক, যতই জ্ঞানী হ'ক, সে যে বাপের চেয়ে আপনাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, এত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বসন্ত। সে বিশ্বাস তোমাকে ক'রতেই বা বলে কে? বাপের চেয়ে সে যে আমাকে অধিক শ্রদ্ধা ক'রবে সেটা আমারও ত অভিক্রটি নয়। আমার যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান সে যদি আমাকে দেয়, তা হলেই যথেষ্ট। আমি তার অধিক চাই না। যদি না দেয়, যদি সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে, তাতেই কি! আমার কর্তব্য আমি ক'রে যাচ্ছি ফলাফলের কর্তা ত আমি নই।

ছোটরাণী। কর্তব্য ক'রলে আমি কোন কথাই কইতুম না। এ যে আপনি কর্তব্যের অতিরিক্ত ক'রেছেন। বড়রাজা তা'কে আগ্রা পাঠাবার ইচ্ছা ক'রেছেন, প্রতাপও যেতে স্বীকৃত, মাঝখান থেকে আপনি অন্নজন ত্যাগ ক'রে ব'সে রইলেন; এটা দেখতে কেমন দেখায় না মহারাজ। লোকে দেখলে মনে ক'রবে কি। প্রতাপই বা দেখলে ঠাওরাবে কি! অবশ্য বড়রাজার আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। এ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র তিনিই আপনার মহৎ চরিত্রে সন্দেহ না ক'রতে পারেন। অপুরে যদি সন্দেহ করে, প্রতাপ নিজে যদি সন্দেহ করে, তা হ'লেই বা তার অপরাধ কি! আমি ত মহারাজ আপনার হৃদয়গত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী—আপনার মহৎ হৃদয়ের কোথায় কি রত্ন লুকান আছে, আমার ত কিছুই অবিদিত নাই—তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয়, মহারাজ বুঝি প্রতাপ সম্বন্ধে এতটুকু একটু অভিপ্রায় আমার কাছেও গোপন ক'রে রেখেছেন!

বসন্ত। দেখ ছোটরাণী! তবে বলি শোন। এ ভালবাসার আমার একটু স্বার্থ আছে। স্বার্থ-ই ছোটরাণী! এতকাল তোমার কাছে

একটি কথা গোপন ক'রে আসছি! সেটি বলি, শোন। আমরা বংশানুক্রমিক রাজা নই। আমাদের দুই ভাই হ'তেই এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই আবার শত্রু জয় ক'রে আমরা এ রাজ্য লাভ করি নি। পেয়েছি—নবাব-দপ্তরে চাকুরী ক'রবার পুরস্কার স্বরূপ। অর্থে রাজ্যক্রয়, সামর্থ্যে নয়। আমার সোনার রাজ্য—স্বর্গভূমি যশোর। কিন্তু ছোটরাণী! এমন রাজ্য হ'য়েও আমার মনে সুখ নেই। কি ক'রে যশোরের মর্যাদা রক্ষা হয়, কি ক'রে বংশানুক্রমিক এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি আমি অস্থির। রাজ্য উপার্জন ক'রেছি, কিন্তু রক্ষা ক'রবার উপায় জানি না। চিরকাল লেখাপড়া ক'রে কাল কাটিয়েছি; দপ্তরখানায় ব'সে কেবল হিসাব-নিকাশ ক'রে এসেছি। শত্রু এসে রাজ্য আক্রমণ ক'রলে কি ক'রে তার গতিরোধ ক'রতে হয়, তা ত জানি না। যে আমার যশোর রক্ষা ক'রতে পারে, সে যদি এতটুকু বালকও হয় ছোটরাণী, সেও আমার দেবতা। এ মহৎ কার্য ক'রতে পারে শুধু প্রতাপ। এখন বল দেখি ছোটরাণী, প্রতাপ আমার কে?

ছোটরাণী। যদি কোষ্ঠির ফল মিথ্যা হয়?

বসন্ত। যদি মিথ্যা না হয়—যদি প্রতাপ পিতৃঘাতী হয়। যদিই প্রতাপ হ'তে মহারাজের অনিষ্ট হয়, আমার জীবন নাশ হয়—এমন কি, আমার বংশ পর্যাস্ত নিস্মূল হয়, তথাপি প্রতাপ থাকলে একটি সামগ্রী—আমার একটি গর্ভের সামগ্রী অটুট থাকবে। সেটি এই বসন্ত রায়-প্রতিষ্ঠিত যশোর। সমস্ত ভোলবার জন্য আমি বৈষ্ণব-চূড়ামণি গোবিন্দদাসের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলুম। সেই গোবিন্দ আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! কেন গেছেন? মহাপুরুষ বলেছেন—বসন্ত রায় চেষ্টা ক'রলে সব ভুলতে পারে, তোমার মতন স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য—সব ভুলতে পারে, কিন্তু যশোরকে ভুলতে পারে না। রাণী! ব্যাকুল-ভক্ত-পূর্ণ বিশাল অরণ্যের ভিতর থেকে গগনস্পর্শী অটালিকা সকল

মাথায় ক'রে আমার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে ! স্বর্গ-প্রলোভনেও আমি সে যশোরকে ভুলতে পারলুম না ।

ছোটরাণী । তা আপনার কীর্তি বজায় রাখতে একমাত্র যোগ্য প্রতাপ ।

বসন্ত । যোগ্য একমাত্র প্রতাপ-আদিত্য । রাণি ! সেই প্রতাপের মঙ্গল কামনা কর ।

ছোটরাণী । তা কি না করি মহারাজ ! মা হ'য়ে সন্তানের মুখ চাই, দুর্বলহৃদয়া রমণী—মাঝে মাঝে স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, প্রতাপের অমঙ্গল কামনা একটি দিনের জন্তও আমার মনে উদয় হয় নি ।

বসন্ত । তা কি আমি বুঝতে পারি না ছোটরাণী ! বসন্ত রায় কি একটা অযোগ্য আধারেই এ হৃদয় গুস্ত ক'রেছে !

ছোটরাণী । তবে কি জানেন মহারাজ ! সন্তানগুলির জন্ত একটু ভাবনা হর । প্রতাপ কি তা'দের স্নেহচক্ষে দেখবে ?

বসন্ত । নীচ-ঈর্ষা-দ্বेष প্রতাপের হৃদয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে না । মুখে ভালবাসা জানিয়ে প্রতাপ অস্তুরে ঘৃণা পোষণ করে না । নইলে তা'কে এত ভালবাসতুম না ।

ছোটরাণী । তা হ'লেই হ'ল ! কি জানেন মহারাজ ! সন্তান ত ! দশ মাস দশ দিন গর্ভে ত ধারণ ক'রেছি ।

বসন্ত । কিছু ভয় নেই । যাক, প্রতাপের যাত্রার আয়োজন এই বেলা থেকে ক'রে রাখ ।

ছোটরাণী । আগ্রা যাত্রার দিনস্থির ক'রলেন কবে ?

বসন্ত । কবে আর কি । কালই শুভদিন । আজ রাত্রি-প্রভাতেই কুমার আগ্রা যাত্রা ক'রবে । আমার একান্তই ইচ্ছা নয়, তাকে এই অন্ন বরসে আগ্রা পাঠাই । বাদশার সহর—নানা প্রলোভন । কি ক'রব—

দাদার জেন। আমিও এদিকে প্রতাপের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিত মনে হরি-স্বরূপে নিযুক্ত ছিলাম। দাদা তাতেও বাদ সাধলেন। আবার 'গঙ্গাজল' কোষমুক্ত ক'রে দিন কতক রাজ্য পরিদর্শন ক'রে ঘুরতে হ'বে দেখছি। যাক—আর কি ক'ব্ব? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, বড়রাজা আপনাকে স্বরণ ক'রেছেন।

বসন্ত। চল যাচ্ছি। তা হ'লে রাণী! মাসুলিক কর্মের ব্যবস্থা কর।

উত্তরের প্রস্থান

ছোটরাণী। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোচ্চোগ)

ভবানন্দ ও গোবিন্দের প্রবেশ

ভবা। (গোবিন্দকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। হাঁ মা! দাদার আগ্রা যাওয়া ঠিক হ'ল ?

ছোটরাণী। হ'ল বই কি।

গোবিন্দ। কোন্ পথে যাবে ?

ছোটরাণী। তা আমি কেমন ক'রে জানিব ?

গোবিন্দ। পথের মাঝখানে সে কাজটা—সেটাও ঠিক হ'য়ে গেল ?

ছোটরাণী। কোন কাজ ?

গোবিন্দ। আঃ! আশে পাশে শত্রুর লোক কান খাড়া ক'রে রয়েছে। সে কথা কি আর পাড়া জানিয়ে ব'ল্ব ? যাক—তা সে কাজে যাবে কে ? ভাল রকম খেলোয়াড় না হ'লে ত পারবে না, আর এক আধ জনেরও ত কর্ম নয়।

ছোটরাণী। এ সব কি ব'ল্ব গোবিন্দ! মনে মনে ছুরতিসন্ধি আঁটছ ? মনে ক'রেছো, তোমার বাপ না তোমার মত নীচাশয় ?

গোবিন্দ । তা হ'লে দাদা বুঝি আশ্রা সহরে বেড়াতে যাচ্ছে ?

ছোটরাণী । তা নয় ত কি ?

গোবিন্দ । ও হরি ! দাদা চ'ল্লো আমোদ ক'রতে !

ছোটরাণী । আমোদ ক'রতে নয় রে মূর্খ ! বাদশার সঙ্গে পরিচিত হ'তে ।

গোবিন্দ । তা হলেই হ'ল । দাদা আমোদ ক'রতে আশ্রা চ'ল্লো, আর আমরা মালা ঠুকতে ঘরে প'ড়ে রইলুম !

ছোটরাণী । যাবার যোগ্য হ'লে তুমিও যেতে পারবে ।

গোবিন্দ । ও হরি ! তাই এত ফিসির ফিসির ! আমি মনে ক'রেছি, কাজ হাঁসিল ক'রবার পরামর্শ হ'চ্ছে ।

ছোটরাণী । ষাট্—ষাট্ ! ছি-ছি—অমন পাপচিন্তা মনের কোণেও স্থান দিও না । কোন্ দুর্ভুঙ্কি তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছে ?

ভবা । দোহাই রাণীমা ! আমি নই ।

ছোটরাণী । ছিঃ ব্রাহ্মণ ! প্রতাপ না তোমায় ভালবাসে ?

ভবা । বেঁচে আছি মা—তঁার ভালবাসার জোরেই বেঁচে আছি ।

ছোটরাণী । মনে কখনও এমন পাপচিন্তা স্থান দিও না ।

ভবা । দোহাই রাণীমা ! আপনাদের আশ্রয়ে এসে অবধি, আমি চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, তা পাপই বা কি আর পুণ্যই বা কি ?
নিন্, রাজকুমার ! চ'লে আসুন । ছি ! এ কি—কথা !—এ কি—
কথা !—ছি—ছি—ছি ।

অষ্টম দৃশ্য

যশোহর—প্রাসাদ-কক্ষ

বিক্রমাদিত্য ও শঙ্কর

বিক্রম । হাঁ ঠাকুর ! তোমার নাম কি ?

শঙ্কর । শ্রীশঙ্কর দেবশর্মা—উপাধি চক্রবর্তী ।

বিক্রম । বাড়ী কোথা ?

শঙ্কর । প্রসাদপুর ।

বিক্রম । কোন্ জেলা ?

শঙ্কর । নদে' ।

বিক্রম । যা' ! নদে'র লোক হ'য়ে তুমি কি না খোঁচাখুঁচি বিত্তে শিখেছ ! যে দেশে রঘুনন্দনের জন্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম, সে দেশের লোক হ'য়ে কি না লেখা-পড়া শিখলে না ! ছ্যা ছ্যা ! যে রকম চালাক-চতুর দেখছি, পড়া-শুনা ক'রলে এত দিনে একটা দিগ্গজ পণ্ডিত হ'য়ে পড়তে ।

শঙ্কর । ভাল পড়াশুনা করবার অবকাশ পাই নি ।

বিক্রম । তা পাবে কখন ! ও খোঁচা হাতে দেখলে মা-সরস্বতী আস্বেন কেন ? ব্রাহ্মণের ছেলে, শুধু সন্ধ্যো-আহ্নিক, পূজো-আচ্ছা শাস্ত্রচর্চা করবে ! লোকে দেখলে ভক্তি ক'রবে ! তোমাদের কি ও দানবী বিত্তা শোভা পায় ! ভাল, পারস্য দপ্তরের লেখাপড়া জান ?

শঙ্কর । সামান্ত ।

বিক্রম । বস ! তবে আর কি ! ওই সামান্ততেই মেদিনী কেঁপে যাবে । ওই কলম আর মাথা—এই দুই নিয়েই বাঙ্গালীর গৌরব । কাগজে সামান্ত গোটা দুই আঁচড় টানতে শিখেছিলুম, তার ফলে একটা রাজ্যকে রাজ্যই লাভ হ'য়ে গেল । তোমার খোঁচাখুঁচি বিত্তা শিখলে

কি আর এ সব হ'ত ? মোগলের কাছে মামদোবাজী কি ঢাল-তলোয়ারে চলে ? বাপ ! এক একটার চেহারা কি ! তা'দের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কি টিংটিঙে ভেতো-বান্দালীর কাজ !—ও সব দুর্ক্বুন্ধি ছেড়ে দাও ;—দিয়ে কলম ধর । আজ কলম ধ'রে বান্দালী এত বড় । দায়ুদ খাঁ লড়ায়ে হেরে গেল—মোগল এসে গোড় দখল ক'রে ব'সল । যিনি যিনি তোমার মতন খোঁচাখুঁচি বিষ্ঠে শিখেছিলেন, সব একেবারে মোগল মিয়াদের হাতে খচাখচ । আর আমার কি হ'ল ! আমি আপনার তেজে একটা জঙ্গলের ভেতব লুকিয়ে—সেখানে ব'সে গাছের আড়াল থেকে উকি মেরে দেখে ছিলাম ।

শঙ্কর । কাকে দেখেছিলেন ?

বিক্রম । মোগল মিয়াদের—আবার কাকে ? সমস্ত মুলুকটাই দেখে ছিলাম । মোগলরা বান্দালা দখল ক'রে কি করে, তাই দেখে ছিলাম । হীরে-জহরৎ, বাগানবাড়ীতে ত আর মুলুক হয় না । আর কতকগুলো সেপাই পল্টন ছমকি মেরে ঘুরে ম'লেও মুলুক হয় না । মুলুক হয় এই কাগজে । দেশ লুটপাট করা হচ্ছে এক—আর রাজ্য জয় ক'রে ভোগদখল, সে আর এক । তাতে কাগজ চাই হিসেব-নিকেশের মাথা চাই । বান্দালা মুলুক রেখে আসছে বান্দালী । এক দিন একজোটা হ'য়ে বান্দালী কলম ছাড়ুক দেখি, অমনি মিয়া সাহেবদের বান্দালা ভুস্ ক'রে দরিয়ায় বুড়ে যাবে । রাজা টোডরমল একজন হিসেব-নিকেশি বুদ্ধিমান লোক । সে বান্দালা দখল ক'রে দেখলে সব আছে, কেবল মুলুক নেই । কাগজপত্র সব আমার হাতে । তখন নিজে খুঁজে খুঁজে সেই জঙ্গলে এসে আমাকে খোসামোদ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—বুঝেছ ? নিয়ে দেওয়ানী-খানার বসিয়ে খাতির দেখে কে ? তারপর দেখ, কলমে খোঁচা মারতে শিখে কি না পেয়েছি । ও সব পাগলামী ছাড় । বান্দালীর ছেলে, শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছ । খোঁচাখুঁচি ছেড়ে—মাথা খেলাও ।

শঙ্কর । যে আজ্ঞে, এবার থেকে মাথাই খেলা'ব ।

বিক্রম । হাঁ, মাথা খেলাও, তুমিও আমার মতন রাজ্য ক'রতে পারবে । আগ্রা যাও, দিল্লী যাও, জয়পুর, কাশ্মীর, নাগপুর যাও, গিয়ে দেখ—এক একটা রাজার সিংহাসনের পাশে এক একটা শিড়িঙ্গে বাঙ্গালী ব'সে আছে । খাতির কত ! রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে হাত ধ'রে বসায় । শুধু মাথা আর কলম । বাঙ্গালীর কলমের একটি খোঁচায় রাজ্যশুদ্ধ লোপাট । বাঙ্গালী-শক্তি জগতে দুর্লভ । কলম চালাও, মাথা খেলাও, এমন কত যশোর তোমারও পায়ে গড়াগড়ি খাবে ।

শঙ্কর । মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য ।

বিক্রম । তোমার বাপ-মা আছেন ?

শঙ্কর । আজ্ঞে—না !

বিক্রম । স্ত্রী-পুত্র ?

শঙ্কর । সংসারে একমাত্র স্ত্রী আছে ।

বিক্রম । তাঁকে কার কাছে রেখে এসেছো ?

শঙ্কর । ভগবানের কাছে ।

বিক্রম । আঃ—হুর্ক্বু কি ! বোমা ঠাকুরগকে বাড়ীতে একলা ফেলে পালিয়ে এসেছ । ও বসন্ত ! এ পাগ্লা ঠাকুরের ব্যাপার শুনেছ ?

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত । কি ক'রেছেন ঠাকুর ?

বিক্রম । ক'রবেন আর কি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে একলা বাড়ীতে ফেলে উনি যশোরে পালিয়ে এসেছেন । বা ! বা ! ছেলে-বুদ্ধি আর কাকে বলে ! শীগ্গির লোক নাও, লঙ্কর নাও, মাকে আনতে পাঠাও ।

বসন্ত । তাই ত ! এমন কাজ ক'রলেন কেন ?

শঙ্কর । কি ব'লবো মহারাজ—অদৃষ্ট ।

বিক্রম । বসন্ত ! বুঝতে পারছি, এ ছোকরা হ'তে হবে না । তুমি লোক পাঠাও । ঘর দাও, জমি দাও । আর দেখ, ঠাকুরকে নগুরখানায় একটা কাজ দাও । এখন না পারে, তুমি নিজে হাতে-কলমে শিখিয়ে দাও । কেমন বাবাজী ! বৌমাকে আন্তে লোক পাঠাই ?

শঙ্কর । সে আসবে না ।

বসন্ত । বেশ—আপনি যান্ ।

শঙ্কর । আমি যাব না ।

বিক্রম । বস্ ! দুর্গা দুর্গম হরে ।

বসন্ত । কেন—যাবেন না কেন ?

বিক্রম । তাই ত বলি, বাবাজীর আমার পাগল পাগল ভাব কেন ! বাবাজী আমার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন । আঃ ! ও ঝগড়া ঘর ক'রতে গেলে হ'য়েই থাকে । কিন্তু সে কতক্ষণ ? মা'তে কি আর মা আছেন ! এতদিন তোমার অদর্শনে তাঁর রাগ কোথায় গেছে, তার কি আর ঠিক আছে ! গিয়ে দেখগে, বাড়ীতে তাঁর চোখের জলে এত দিনে নদী হ'য়ে গেল । ভাল বসন্ত ! তুমি নিজেই না হয় মা-লক্ষ্মীকে আন্বার ব্যবস্থা কর ।

শঙ্কর । মহারাজ ! আপনারা যা'কেই পাঠান, আমি না গেলে সে আসবে না ।

বিক্রম । তা হ'লে তুমিই যাও । কিসের অভিমান ? কার ওপর অভিমান ? স্ত্রী—সহধর্মিণী—ধর্ম-কর্মে, যাগ-যজ্ঞে একমাত্র সঙ্গিনী—তার ওপর অভিমান ক'রলে সংসার চ'লবে কেন ? সুখ পাবে কেন ? কাজে হাত আসবে কেন ? খেতে ক'চি হবে কেন ? কাছে ব'সে এটা নয় সেটা, সেটা নয় : এটা, জেদ ক'রে খাওয়ারে কে ? যাও বাবা ! মাকে আমার নিয়ে এস । বশোর পবিত্র হোক ।

শঙ্কর । মহারাজের অনুমতি, আমি আর না ব'লতে পারি না !

তা হ'লে আগ্রা যাবার পথে হ'য়ে যাব। আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে অমনি রাজকুমারের সঙ্গে চ'লে যাব।

বিক্রম। উ ! তুমিও আগ্রা যাবে ?

বসন্ত। নইলে কার সঙ্গে প্রতাপকে আগ্রা পাঠাব ! ভগবান্ তাকে সঙ্গী দিয়েছেন।

বিক্রম। বটে ! তাই তুমি বৌমাকে আনতে নারাজ।

শঙ্কর। মহারাজ ! দশ বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ হয়। এ বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন গ্রামের বাইরে পা দিই নি। বড় যাতনায় চ'লে এসেছি ! মহারাজ ! অত্যাচার দেখা সহিতে না পেরে, স্ত্রীকে একলা ফেলে আপনাদের আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে এসেছি। আশ্রয় পেয়েছি, আদর পেয়েছি। দোহাই মহারাজ ! আর আপনারা আমাকে পরিত্যাগ ক'রবেন না !

বিক্রম। বস্—বস্ ! মাকে আনবার ব্যবস্থা কর।

প্রতাপের আবেশ

শঙ্কর ! প্রতাপকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রলুম। সঙ্গে রেখো, স্মৃদ্ধি প্রদান ক'র—স্মৃদ্ধি প্রদান ক'র। তারা শিবসুন্দরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোহর—রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুর

কাত্যায়নী ও প্রতাপ

কাত্যায়নী । শুনুম, আপনি নাকি দাসীকে ফেলে আশ্রয় চাচ্ছেন ?

প্রতাপ । এইতেই বোক, কিরূপ প্রাণ নিয়ে আমি যশোর পরিত্যাগ করছি ।

কাত্যায়নী । এমন অসমবে দূর দেশে যাবার প্রয়োজন ?

প্রতাপ । ছোটরাজার ইচ্ছা হয়েছে, আমায় যেতেই হবে, তাতে প্রয়োজন অপ্রয়োজন নেই ।

কাত্যায়নী । পিতারও কি মত ?

প্রতাপ । পিতা ও ছোটরাজার হাতের খেলার পুতুল । তাঁর আবার মতামত কি ?

কাত্যায়নী । কবে যাওয়া হবে ?

প্রতাপ । কবে কি ! আজ—এখন ! বিদায় নিতে এসেছি ।

কাত্যায়নী । সত্য কথা ! না রহস্য ?

প্রতাপ । একরূপ গুরুতর কথার তোমার সঙ্গে রহস্যের প্রয়োজন !

কাত্যায়নী । তবে শেষ মুহূর্তে জানিয়ে, দেখা দিয়ে, এ অভাগিনীকে মর্ষবেদনা দেবার কি প্রয়োজন ছিল ?

প্রতাপ । ব'লবার অবকাশ পেলুম কই ।—কথা হয়েছে কাল, চ'লেছি আজ !—অল্প রমণীর মত আমি-বিচ্ছেদে কাঁদতে তোমার ঘরে আনি নি । এনেছি, আমার অল্পপস্থিতিতে আমার স্থান অধিকার করে

কার্য্য ক'রতে। এখন তোমাকে কি ব'লতে এসেছি, শোন। তুমি সহধর্ম্মিণী, পরামর্শে মন্ত্রী, বিবাদে সাঙ্ঘনা, চিন্তায় অংশভাগিনী। তোমাকে কিছু গোপন করার আমার অধিকার নেই। আগ্রা আমাকে যেতেই হবে! শুনলুম, আমাকে জ্ঞানলাভের জন্য কিছুকাল সেখানে থাকতেও হবে। তবে সেখানে গিয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করি আর নাই করি, যাবার পূর্বে এই যশোরেই আমি অনেক শিক্ষা লাভ ক'রলুম; বুঝলুম, কপট-ভালবাসায় গা ঢেলে এতকাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি—রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস ক'রেও আমি দীন হ'তে দীন। আজ আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃহীন। মায়াময়ী প্রেমময়ী ভার্য্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুতুল কন্যা—এমন অপূর্ব সম্পদের অধিকারী হয়েও আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী! খুল্লতাতে এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ ক'রবো,—তোমাদের ত্যাগ ক'রবো,—কোন অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন্ অপরিচিত পরগৃহে নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা ক'রবো। শুধু চিন্তা—বিরহ-সহচরী চিন্তা! আমাকে আশ্বস্ত ক'রতে আমি, পীড়ন ক'রতে আমি—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঞ্চিত, দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত, সাগরতুল্য গভীর, ধরণীতুল্য দুর্ভর চিন্তা—কেবল চিন্তা।

কাত্যা। আমি কেন ছোটরাজার পায়ে ধ'রে তোমাকে যশোরে রাখার অনুমতি ভিক্ষা করি না?

প্রতাপ। ভিক্ষা!—ছি—প্রতাপের প্রাণময়ী তুমি, তার গর্ব্বিত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। তোমার ভিক্ষা! সে যে আমার। ভিক্ষা কি আমিই ক'রতে পারতুম না?

কাত্যা। তা হ'লে কি হবে! কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাকব! যখন বুঝতে পারছি—প্রভু আমার ছলে নির্বাসিত, তখন এ কণ্টকময় স্থানে পুত্র-কন্যা নিয়েই বা কেমন ক'রে বাস ক'রব?

প্রতাপ । যেমন ক'রে হ'ক থাকতেই হ'বে । তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি আগ্রা থেকে ফিরব । কিন্তু এমন মূর্তিতে ফিরব না । এই রাজ-পরিচ্ছদের আবরণে পরমুখাপেক্ষী দাসমূর্তি নিয়ে আমি আর যশোরে পদার্পণ করব না । তুমি পুত্র-কন্যা নিয়ে অতি সাবধানে দিন যাপন ক'রো । যতদিন না ফিরি ততদিন পর্য্যন্ত বিন্দুমতীকে খণ্ডরানয়ে পাঠিয়ে না । উদয়াদিত্যকে একদণ্ডের জন্তেও কাছ ছাড়া ক'রো না । সর্বদা চোখে চোখে রাখবে । আমি বসন্ত রায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না ।

উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ

উদয় । বাবা ! আপনি নাকি আগ্রা যাবেন ?

প্রতাপ । কে তোমাকে ব'ললে ?

উদয় । রাঘব কাকার কাছে শুনলুম ।

বিন্দু । আগ্রা যাবে । আগ্রা কি বাবা ?

প্রতাপ । আগ্রা একটা সহর ।

বিন্দু । সহর ! তা এও ত আমাদের সহর । সহর ছেড়ে সহরে কেন যাবে বাবা ?

প্রতাপ । দরকারে যাব মা ! যতদিন না ফিরি ততদিন তোমরা সর্বদা তোমাদের মায়ের কাছে থাকবে ! দেখ উদয় ! তোমার কাকাদের সঙ্গে বড় বেশী মিশো না । তোমার ছোটদাদার কাছেও ঘন ঘন যাবার প্রয়োজন নাই ।

কাত্যা । ছোটরাজা কি বুঝেছেন যে, আপনি তাঁর ওপর সন্দেহ ক'রেছেন ?

প্রতাপ । না, তা বুঝতে দিই নি । সহজে বুঝতে দেবও না । আমি আমার কর্তব্যপালনে ত্রুটি ক'রব কেন ?

উদয় । আমরা না গেলে যদি আপনার ওপর সন্দেহ করেন ?

প্রতাপ । কি ব'লে উদয়াদিত্য ? নিরুত্তর কেন ? আবার বল । বুঝতে পেরেছ ? বেশ—বড় সস্তুষ্ট হ'লুম । তা হ'লে তোমাকেই বলি । সন্দেহ কবেন,—নিরুপায় । তথাপি তোমাদেব ত জীবনরক্ষা হ'বে ।

উদয় । আমাদের তুচ্ছ জীবনের জন্ত আপনার মহচ্চরিত্রে অন্তের সন্দেহ আসবে !

প্রতাপ । তোমার কথায় আজ পবন পরিতুষ্ট হ'লুম । এমন হৃদয়বান্ পুত্র তুমি, তোমাকে আব আমি কি উপদেশ দেব । ভগবানেব ওপর আত্মনির্ভব ক'বে কার্য্য ক'রো । ঈশ্বর ! আমাব প্রাণেব পুতুলি—আমার জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নেব জ্যোতি—অঙ্গেব প্রাণোন্মাদকর স্পর্শসুখ—হৃদয়ের আবেশময়ী তৃপ্তি—সমস্ত, সমস্ত, তোমার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম । বিদলিত করাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, নিজে ক'রো, তোমার রচিত এ উদ্যান-কুসুম—তোমার চরণ-রেণু-স্পর্শে চিবসৌভময় হ'য়ে থাকুক । দেখো দয়াময় । যেন সোণাব বর্ণে পিশাচচন্দ্র বঞ্জিত না হয় ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহবেব প্রাস্তব

গোবিন্দদাস

গোবিন্দ । যাক্—আর কেন ? প্রভুব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক । যশোর ত্যাগ ক'রতে যখন আমি আদিষ্ট, তখন আব যশোবেব মায়া কেন ? যশোর ! সুন্দর যশোর ! যশোবে অবস্থান ক'রেই আমি শান্তি পেয়েছি । মা আমাকে গোবিন্দেব কৃপালাভেব আশীর্বাদ ক'রেছেন ! * [আহা ! কি দেখ'লুম, মাযেব সে মধুর মূর্ত্তির ছায়া, এখনও যে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে আবৃত ক'রে রেখেছে ! তার মায়া কেমন ক'বে ত্যাগ করি । মারা মায়া—বিষম মায়া ! জন্মভূমির প্রেমে আমি এমন আকৃষ্ট যে, প্রাস্তদেশে এসেও যেতে যেতে, যেতে পারছি না । তবু চ'লে এসেছি,

এক পা এক পা ক'রে এতদূর অগ্রসর হ'য়েছি। কিন্তু শেষে এসে আমার এত দুর্বলতা কেন? আর আমার পা চ'লছে না কেন? যশোরকে ফিরে দেখতে এত সাধ কেন] * যাব বৃন্দাবনে, ব্রজের রজে গড়াগড়ি খাব, প্রভুর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে জীবন সার্থক ক'রুব—হা হতভাগ্য মন! এমন প্রলোভনেও তুমি আকৃষ্ট হ'চ্ছ না! কেন? এখানে কি আছে? যশোরের ভিক্ষালব্ধ অন্ন কি এতই মধুর! জন্মভূমির লবণাক্ত জলেও কি এত মাদকতা! জন্মভূমির শ্যামতরুচ্ছায়া কি এতই শীতল?

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। যথার্থ ব'লেছ গোবিন্দ! জন্মভূমির কি এতই মায়া! জন্মভূমির কোলে কি এত কোমলতা! কোন্ বৈকুণ্ঠের কোন্ শিরীষ-কুসুমের এ শয্যা বিরচিত গোবিন্দ! যে—কমলাঙ্গয়ার হৃদয়-আসন ত্যাগ ক'রে ঠাকুর আমার মাঝে মাঝে এই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে আসেন। বলতে পার গোবিন্দ? মায়ের বুকে একটি কুশাকুর বিদ্ধ হ'লে, সে কুশাকুর শত বজ্রের বলে কেমন ক'রে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! মায়ের নামে বৃষ্টি ব্রজের বাঁশীর সকল সুরই মাখান আছে! নইলে, সংসারত্যাগী হরিপদাশ্রয়ী তোমার পর্য্যন্ত এমন চাঞ্চল্য কেন?

গোবিন্দ। আবার এলি মা! দেখা দিলি!—এত করুণা!—কিন্তু করুণাময়ী! আর কেন আমাকে লজ্জা দাও! এই ত যশোর ছেড়ে চ'লোছি মা! এক পা—এক পা ক'রে এই ত যশোরের শেষ সীমায় পা দিয়েছি। এখনও কি আমাকে অবিশ্বাস কর?

বিজয়া। তোমাকে নয় বাপ! অবিশ্বাস করি আমাকে! সাধুসঙ্গ—অমরাবতীর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না, এমন মহামূল্য ধনের প্রলোভনে,—চোখের সামনে, হাতের সন্নিধানে, বহুকণ কাছে থাকলে কি ছাড়তে পারুব?

* [গোবিন্দ। এ রণরঙ্গিনী মূর্তিতে কি এতই তৃপ্তি পেলি মা!

বিজয়া । কি করি বাপ্ ! উপায়ান্তর নাই । পদে পদে যেখানে নারীর অমর্যাদা ; যে দেশের কাপুরুষ সে অমর্যাদা দেখে—শুনে শুধু চীৎকার ক'রতে জানে, অন্য প্রতিকার জানে না, সেখানে অবলা মর্যাদা রক্ষার ভার নিজে গ্রহণ না ক'রলে—ক'রবে কে ?] *

গোবিন্দ । বেশ তবে দাঁড়া । দেখতে বুঝি বড় সাধ হ'য়েছিল, তাই দেখা দিলি । কিন্তু তুই আজ রণরঙ্গিনী । হাতের বাঁশী অসি ক'রে বনমালায় মুণ্ডমালা পরে মা আমার কপালিনী !

গীত

যশোদা নাচ'তো তোরে ব'লে নীলমণি ।
 সে রূপ লুকা'লি কোথা করাল-বদনী শ্রামা ।
 গগনে বেলা বাড়িত,
 রাণী কেঁদে আকুল হ'ত
 একবার তেমনি তেমনি ক'রে নাচ দেখি মা ॥
 বামে তাখেইয়া তাখেইয়া—
 থিয়া থিয়া থিয়া বাজিত নুপুর-ধ্বনি,
 সে বেশ লুকা'লি কোথা করাল-বদনী । (শ্রামা)
 শ্রীদামাদি সঙ্গে নাচতিস্ মা সঙ্গে,
 চরণে চরণ দিবে একবার নাচ্ দেখি মা ;
 অসি ছেড়ে, বাঁশী নিয়ে একবার নাচ্ দেখি মা ;
 মুণ্ডমালা কেলে, বনমালা গলার দিবে
 একবার নাচ দেখি মা ।

করাল-বদনী শ্রামা ॥

এহান

বিজয়া । যাক্—এইবার আমি নিশ্চিত্ত । গোবিন্দের হরি-সঙ্কীর্ণনে একবার গা ঢাললে আর কি প্রতাপ হ'তে অত্যাচারের প্রতিকার হ'ত ! শক্তিময় বৈষ্ণব সঙ্গে প'ড়লে আর কি প্রতাপ রাজদণ্ড হাতে ক'রতে ইচ্ছা করত । প্রতাপ যদি না জাগ্রত হয়, তা হলে সতীর সতীত্ব কে রাখবে ? পটু'গীজদের হাত থেকে অপহৃত বালিকাদের কে উদ্ধার ক'রবে ? দস্যুর

আক্রমণ থেকে নিরীহ দুর্বল প্রজাকে রক্ষা ক'রে, কে তাদের মুখের গ্রাস নিশ্চিন্ত মনে মুখে তুলে দেবে ? সে এক প্রতাপ । সে প্রতাপের হাতে অসির ঝঙ্কার—মহাকালীর মূলমন্ত্র—দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক !

* [সে প্রতাপের মুখের অভয়বাণী বাঙ্গালীর দুর্বল হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করুক ।] * অসহ—অসহ ! আর দেখতে পারি না—জন্মভূমির শ্রামল বক্ষে দিন দিন গভীর শেলাঘাত আমি আর সহ ক'মতে পারি না । মা করালবদনে ! দুর্বল-রক্ষণে দানব-দলনে চিরপ্রসারিত দশহস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলাম ! একবার দেখা । যে করে মহিষাসুরের প্রকাণ্ড মস্তক শৈলসম অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছিলি, সে বাহু একবার দেখা । প্রচণ্ড মাতৃপীড়ক যে বাহুর শেলাঘাতে বিভিন্নহৃদয় হ'য়ে রক্ত বমন ক'রেছে, সে বাহু একবার দেখা ।—আয় মা ! জটাজুটসমাযুক্তা অর্ধেন্দুকৃতশেখরা লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্নেন্দুসদৃশাননা—আয় মা ! প্রসন্নবদনা দৈত্যদানবদর্পহা, শত্রুকয়করী, সর্বকামপ্রদায়িনী—আয় মা ! উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচণ্ডবল-হারিণী—নারায়ণী—একবার আয় মা ।

গীত

এস ফিরে এস ফিরে এসো গো ।

একবার পূর্বকাশে মধুর হাসি হাস গো ।

এসেছিলি শুনি কানে,

কবে হয় কেবা জানে,

কদাচ কখন গানে ভাস গো ।

বহু দিন গেছে আপ,

বক্ষে শক্তি অবসান,

কেমনে হবে মা তোর আবাহন গান

তথাপি শঙ্করী এস,

ভগ্ন হৃদয়ে বসো

ভূমি যে অশান ভালবাস গো ।

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর । মা ! আরতির সময় উপস্থিত ।

বিজয়া । সুন্দর !

সুন্দর । কেন মা ?

বিজয়া । ওই দূরে একখানা ধ্বংসবে পা'ল দেখা যাচ্ছে না ?

সুন্দর । হাঁ মা ! একখানা বজ্রা ?

বিজয়া । বজ্রা ! কার বজ্রা ?

সুন্দর । রাজা বসন্ত রায়ের । একখানা বজ্রা নয় মা ! আরও অনেক বজ্রা ওই সঙ্গে ছিল । রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য আগ্রা যাচ্ছেন । রাজা তাকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন । তেহাটার মোহানা পর্য্যন্ত এসে রাজা ফিরে যাচ্ছেন । রাজকুমারের বজ্রা ভৈরব ছেড়ে খোঁড়ের প'ড়েছে ।

বিজয়া । আগ্রা যাবে, তা চূর্ণী দে না গিয়ে খোঁড়ের প'ড়ল কেন ? একেবারে দু'দিনের ফের ! এমনটা ক'রলে কেন ?

সুন্দর । কেন, তা ত বলতে পারলুম না মা !

বিজয়া । হঁ ! তুমি প্রতাপকে দেখেছ ?

সুন্দর । আজ্ঞে মা ! দেখেছি ।

বিজয়া । সঙ্গে কেউ আছে—দেখেছ ?

সুন্দর । সঙ্গে অনেক লোক ।

বিজয়া । তা নয়—সঙ্গী ?

সুন্দর । এক ব্রাহ্মণ ।

বিজয়া । ভাল, সুন্দর ! চাকরী ক'রবে ?

সুন্দর । এই ত মায়ের চাকরী ক'রছি ! আবার কা'র চাকরী ক'রব মা ?

বিজয়া । সেও মায়ের চাকরী । সুন্দর ! আমার ইচ্ছা—তুমি

রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্যের কার্য্য কর। তা হ'লে আমারই কার্য্য করা হ'বে। যাও—যত শীঘ্র পার, রাজকুমারের কাছে উপস্থিত হও।

সুন্দর। এখনি ?

বিজয়া। শুভকার্য্যে বিলম্ব ক'রবার প্রয়োজন কি ?

সুন্দর। আমি গরীব, রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পারিব কেন মা ?

বিজয়া। মায়ের নাম ক'রে শুভযাত্রা কর। মা-ই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সুন্দর। আমি ত শুধু ছিপের হা'ল ধরতে জানি। আর ত কোন কাজ জানি না মা।

বিজয়া। ছিপের হা'লই ধরবে। যশোরের রাজকুমার—তার ঘরে কি একখানাও ছিপ নেই !

সুন্দর। বেশ—তা হ'লে চল্লুম। পায়ের ধুলো দাও। (প্রণাম করণ)

বিজয়া।- তোমার মঙ্গল হোক। তবে দেখ—খোড়ের ধাকতে প্রতাপকে ধ'রো না। খোড়ে ছেড়ে ভাগীরথীতে পড়লে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। প্রতাপ স্থানের নাম জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লবে—যশোর। অধিকারীর নাম ক'রলে, ব'লবে—যশোরেখরী। কিন্তু সাবধান। আর কিছু ব'লো না। যশোরেখরীর স্থান নির্দেশ ক'রো না।

সুন্দর। ষো ছকুম।

তৃতীয় দৃশ্য

খোড়ে নদীতীর

প্রতাপ ও শঙ্কর

প্রতাপ। তুমি কি মনে কর—ছোটরাজার মুখেও যা, মনেও তাই ?

শঙ্কর। আমার ত তাই বিশ্বাস।

প্রতাপ। তুমি সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ। 'কারহ-বুদ্ধিতে প্রবেশ করা

তোমার সাধ্য কি ? আমাকে আগ্রা পাঠাবার কি অভিপ্রায়, আমি ত সহস্র চেষ্টাতেও বুঝতে পারলুম না। আগ্রায় গিয়ে আমি কি এত জ্ঞান লাভ করব ?

শঙ্কর। অবশ্য আগ্রার ঐশ্বর্য্য দেখলে, নানা দেশের ভাল মন্দ পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে, কিছু জ্ঞানলাভ হ'বে বই কি।

প্রতাপ। পথে আসতে আসতে যা দেখলুম, তাতেও যদি জ্ঞানলাভ না হয়, ত' সে জ্ঞান কি আগ্রা গেলে লাভ হবে ? কি দেখলুম ! জনাকীর্ণ নগর জঙ্গল হ'য়েছে। বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের বাসস্থান। নদী-তীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান বড় বড় বন্দর জনশূন্য। *(দেবমন্দির বিধর্মীদের আমোদ উপভোগের স্থান হ'য়েছে।) * এইরূপ বাসন্তী সন্ধ্যায় যে স্থানের আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাকত, সেখানে এখন শৃগালের বিকট চীৎকার। ষার গৃহে অন্ন ছিল, যে প্রজা অর্থে সামর্থ্য স্বচ্ছল ছিল, দেশের অরাজকতায়, তার গৃহেই এখন হাহাকার ! দুর্বলের সহায় হ'তে, সতীর মর্যাদা রাখতে, নিরয়ের অয়ের ব্যবস্থা করিতে—এ সব কাজের যদি একটাও সম্পন্ন করিতে না পারলুম, তখন রাজার পুত্র হ'য়েও আমি করলুম কি।

শঙ্কর। আমার বিশ্বাস, সত্বদ্বেশে ছোটরাজা আপনাকে আগ্রা পাঠাচ্ছেন।

প্রতাপ। হ'তে পারে ! তুমি জান, আর তোমার ছোটরাজাই জানেন। কিন্তু আমি ত সত্বদ্বেশের বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারলুম না। তুমি যাই বল শঙ্কর, আমার ধারণা কিছু অন্তরূপ ! বড়রাজা ছোটরাজাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছোটরাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ করছেন। আমাকে ষশোর থেকে নির্বাসিত করে নিজে শক্তি-সঞ্চয়ের চেষ্টায় আছেন ! আমাকে বঞ্চিত করে ষশোরে নিজের ছেলের প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

শঙ্কর । যথেষ্ট কারণ না পেয়ে, আগে থাকতেই ছোটরাজার ওপর সন্দেহ করা আপনার জায় শক্তিমানের কর্তব্য নয় ।

প্রতাপ । তবে আমি যশোর ছাড়লুম কেন ? দেশে যে সহস্র কার্য র'য়েছে । বিনিদ্র হ'য়ে প্রতি মুহূর্তে কার্য ক'রলে সমস্ত জীবনও যে কার্য নিঃশেষিত হ'ত না ! সে সব কিছু না ক'রে আমি আশ্রয় চল্লুম কেন ? বুঝতে পারলে না শঙ্কর ! ছোটরাজার যদি সদভিপ্রায়ই থাকত, তা হ'লে কি তিনি আমার হাত থেকে ধনুর্কাণ ছাড়িয়ে তাতে হরিনামের মালা জড়িয়ে দেন !

শঙ্কর । (স্বগতঃ) সর্বনাশ ! ধার্মিক, স্বার্থশূন্য, দেবহৃদয় বসন্ত রায় সম্বন্ধে প্রতাপের যদি এই ধারণা, তা হ'লে উপায় ! তা হ'লে ত ভবিষ্যৎ ভাল বুঝি না । কি করি ! প্রতাপের এ ধারণা দূর ক'রতে হ'লে পিতার চরিত্র পুত্রের কাছে প্রকাশ ক'রতে হয় । তাই বা কেমন ক'রে করি ! কঠিন সমস্যা ! বসন্ত রায়ের কাছে সে দিনের কথা গোপন রাখতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।—(প্রকাশ্যে) রাজকুমার ।

প্রতাপ । কি ? বল !

শঙ্কর । আমার একটা অমুরোধ রাখ বে ?

প্রতাপ । যোগ্য হ'লে অবশ্য রাখব ।

শঙ্কর । অযোগ্য হ'লেও রাখতে হ'বে । নিজমুখে স্বীকার ক'রেছ—তুমি দাসামুদাস । আর আমার বিশ্বাস—যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য কথা ব'লে আর প্রত্যাহার করে না ।

প্রতাপ । বুঝতে পেরেছি, তুমি মনে ক'রেছ, আমি খুল্লতাতের উপর ঈর্ষা পোষণ ক'রছি ।

শঙ্কর । প্রতাপ-আদিত্যকে আমি এত হীন জ্ঞান করি না । তবে আমার অমুরোধ—যতদিন খুল্লতাত হ'তে তোমার জীবনের আশঙ্কা না কর ততদিন পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেক কার্য তোমার মঙ্গলের

জন্মই বোধ ক'রতে হবে। ছোটরাজা যেন কোনও ক্রমে তোমার ভিতরে ভক্তিহীনতার চিহ্ন দেখতে না পান।

প্রতাপ। না শঙ্কর! তা ক'রব না! তা কিছুতেই ক'রব না! তা ক'রলে অবনত-মস্তকে পিতৃব্য মহাশয়ের আদেশ পালন ক'রতুম না। তাঁর এক কথায় আমি যশোর ছাড়তুম না।

শঙ্কর। যুবরাজ! অমর্যাদা ক'রেছি, ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। অমর্যাদা! শঙ্কর, তোমার ঘৃণাও যে আমার মর্যাদা। আমি যে তোমায ব্রাহ্মণ দেখি না শঙ্কর! সহোদর জ্ঞান করি।

শঙ্কর। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। *[আপনিই বাঙ্গালা স্বাধীন ক'রবার যোগ্যপাত্র।]* আশীর্বাদ করি, স্বাধীন সার্বভৌম মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হোক।

প্রতাপ। তবে মাতৃভূমির কার্য ক'রতে যদি ভক্তিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়?

শঙ্কর। সে ত আর আপনার হাত নয়! তা যদি হয়, তখন বুঝব, সে মহামায়ার ইচ্ছায়!

সুন্দরের প্রবেশ

প্রতাপ। এ আমরা কোথায় এসেছি, ব'লতে পার বাপু?

সুন্দর। যশোরে এসেছেন।

প্রতাপ। সে কি! যশোর যে আমরা দু'দিন ছেড়ে এসেছি!

সুন্দর। এই ত যশোর।

শঙ্কর। আমি পথ ঘাট বড় চিনি না। কাজেই কোথায় এসেছি, বুঝতে পারছি না।

প্রতাপ। এ যশোর কা'র অধিকার?

সুন্দর। যশোর আবার ক'টা আছে! এই ত এক যশোর।

প্রতাপ । ভাল, এ যশোর কার অধিকার ?

সুন্দর । মা যশোরেখরীর ।

প্রতাপ । যশোরেখরী !

সুন্দর । আপনারা কোন্ দেশের লোক ? যশোরেখরীর নাম জানেন না !

শঙ্কর । মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না ?

সুন্দর । হ'তে পারে । কিন্তু আজ আর হয় না । মায়ের মন্দির এখান থেকে বিশ ক্রোশ পথ তফাৎ ।

শঙ্কর । মায়ের মন্দির ! বাড়ী বল ।

সুন্দর । মন্দিরই বলুন, আর বাড়ীই বলুন । আমরা মূর্খ মানুষ, মন্দিরই ব'লে থাকি । দেখতে চান, আজ এখানে নহর ক'রে থাকুন ।

প্রতাপ । না—তা হ'লে আজ আর নয়—ফিরে এসে ! আমি আর এক মায়ের মন্দির দেখবার সঙ্কল্প ক'রে চলেছি ।

শঙ্কর । প্রসাদপুর জান ?

সুন্দর । জানি ।

শঙ্কর । এখান থেকে কতদূর ?

সুন্দর । বিশ ক্রোশ !

শঙ্কর । তা হ'লে ত আজ আর কোনও মতে হয় না মহারাজ ! আজ ত আর কোনও মতে প্রসাদপুরে পৌছান যায় না ।

প্রতাপ । বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়েই আমার সঙ্কল্প রাধতে পারলুম না । তা হ'লে কি আমাদের হ'তে কোনও কার্য হবার আশা রাধ ?

শঙ্কর । কি ক'রব বলুন, পথে ঝড়ে প'ড়ে সব গোলমাল হ'য়ে গেল । নইলে ত আজই প্রসাদপুরে পৌছবার কথা ?

প্রতাপ । আজ কি কোন রকমে পৌছান যায় না ?

শঙ্কর । পৌছবার ত কোনও উপায় দেখি না ।

সুন্দর । গোলামকে যদি হুকুম ক'রেন, তা হ'লে ছপূরের পূর্বেই পৌছে দিতে পারি ।

প্রতাপ । পার ?

সুন্দর । মা যদি মনে করেন, পথে যদি ঝড়-ঝাপটা না হয়, তা হ'লে, তার পূর্বেও পারি ।

প্রতাপ । তা যদি পার ভাই, তা হ'লে তুমি যা নিয়ে সন্তুষ্ট হও তাই দিতে প্রস্তুত আছি ।

সুন্দর । তা হ'লে কিন্তু হজুরকে বজ্রা ছেড়ে গোলামের ছিপে উঠতে হ'বে ।

প্রতাপ । বেশ, তাতে কি ! তুমি ছিপ প্রস্তুত কর ! শঙ্কর ! তা হ'লে আর কেন, প্রস্তুত হও ।

সুন্দরের প্রহান

শঙ্কর । ব্যস্ত হ'বেন না মহারাজ ! ভাবতে দিন ।

প্রতাপ । আবার ভাবাতাবি কি ? ভাবতে হয় তুমি ভাব, আমি দুর্গা ব'লে রওনা হই । মায়ের প্রসাদ আমার অদৃষ্টে আছে, তুমি আটকালে হবে কি ?

শঙ্কর । ছিপে ত বেশী লোক ধ'রবে না । বড় জোর আপনি আর আমি ।

প্রতাপ । ভালই ত । বেশী লোক নিয়ে গিয়ে মাকে রাত্রিকালে বিপদে ফেলব কেন ?

শঙ্কর । সে অসম্ভব নয় মহারাজ ! এ পথ বড় সুগম নয় । বড়ই ডাকাতির ভয় ।

সুন্দরের পুনঃ প্রবেশ

সুন্দর । হজুর ! ছিপ প্রস্তুত ।

প্রতাপ । এরই মধ্যে প্রস্তুত ?

সুন্দর । আজে । হজুর শুধু উঠলেই হয় ।

শঙ্কর । আরও ছিপ দিতে পার ?

সুন্দর । আজ্ঞে পারি । ক'খানা চাই—ছকুম করুন ।

শঙ্কর । যদি পঞ্চাশ খানা চাই ?

সুন্দর । পঞ্চাশ খানা ! বেশ—তাও পারি । এখনই কি দরকার
হুজুর ?

শঙ্কর । বেশ, এখনি ।

সুন্দর । যে আজ্ঞা । তা হ'লে একবার নাগ্ৰা দিতে হ'বে ।

প্রতাপ । থাক্, আর নাগ্ৰা দিতে হ'বে না । এ পথে কি ডাকাতির
ভয় আছে ?

সুন্দর । আজ্ঞে, অল্প-স্বল্প আছে ।

প্রতাপ । তা হ'লে একখানা ছিপ নিয়ে যেতে কেমন ক'রে সাহস
ক'রুছিলে ?

সুন্দর । আজ্ঞে, সাহস হুজুরের শ্রীচরণ, আর গোলামের বোটে ।

শঙ্কর । তা হ'লে তোমরাই ?

সুন্দর । আজ্ঞে, ঠিক আমরাই নয়, তবে—হাঁ হুজুর যখন ব'লছেন
তখন—হাঁ ।

প্রতাপ । হাঁ কি ? তোমরা কি ?

সুন্দর । আজ্ঞে—বোম্বটে ।

প্রতাপ । তোমরাই ডাকাত ?

সুন্দর । আজ্ঞে—গোলাম ডাকাতির সর্দার ।

প্রতাপ । এ পৈশাচিক ব্যবসায় ত্যাগ করতে পার না ?

সুন্দর । আজ্ঞে—ত্যাগ ক'রব ব'লেই ত মহারাজের আশ্রয় নিতে
এসেছি ।

প্রতাপ । আশ্রয় কেন—তোমরা আমার হৃদয় নাও । ডাকাতি
পরিত্যাগ কর ।

সুন্দর । যো হুকুম । (প্রণাম করণ)

শঙ্কর । তা হলে ক'খানা ছিপ হুকুম কস্ব ?

প্রতাপ । তা হ'লে আর বেশী কেন ? যে ভয়ে বেশী দরকার তা'ত চুকে গেল ।

সুন্দর । বেশ—গোলামকে হুকুম করুন—দশখানা শতী ছিপ সঙ্গে নিই । তা হ'লে দশ শতকে হাজার লোক আপনার সঙ্গে থাকবে, কাজ কি ! মনে যখন খটকা উঠেছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল ।

প্রতাপ । তোমার নাম কি ?

সুন্দর । আজ্ঞে—গোলামের নাম সুন্দর ।

প্রতাপ । বেশ, সুন্দর ! তুমি দশখানা ছিপ প্রস্তুত কর ।

সুন্দর । যো হুকুম ।

সুন্দরের বংশীধ্বনি ও দস্যুগণের প্রবেশ

দশ শতী ।

দস্যুগণ । যো হুকুম ।

দস্যুগণের প্রস্থান

সুন্দর । তা হ'লে আস্তে আজ্ঞা হয় হুজুর !

প্রতাপ । চল ।

সুন্দরের প্রস্থান

শঙ্কর ! আগ্রা যাবার মুখে সুন্দর আমার প্রথম লাভ । তার পর মায়ের প্রসাদ । তারপর—মা যশোরেশ্বরী ! জানি না, তুমি কে ? কোথায় ? সুন্দর তোমার অনুচর । জানি না, তুমি কেমন শক্তিময়ী ! এ কি তোমারই লীলাভিনয় ? তা হ'লে কোথায় আমার গতির পরিণাম ? মা ! তোমারই সেই অজ্ঞাত অধিষ্ঠান-ভূমির উদ্দেশে তোমার অধম সন্তান প্রণাম করে ।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের বাটীর সম্মুখ

সূর্যাকান্ত

সূর্য্য । নবাবের লোক দুই দুইবার দাদার ঘর লুটতে এসে, হেরে পালিয়েছে । তার পর আজ মাসখানেক হ'ল সব চূপ । কোন সাড়া-শব্দ নেই । এতটা চূপ ত ভাল নয় ! নবাব যে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে হেরে অপমানিত হয়ে চূপ ক'রে থাকে, এটা ত' কোনও মতে বিশ্বাস হয় না । সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হ'য়ে নায়েবের কাছারী লুট ক'রেছে । নায়েব, ত'শীলদার, কারকুন, গোমস্তা—সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে । সবাই জানে—তাদের দাদার বলে বল । হতভাগ্য প্রজা দেশত্যাগের সময় দাদার অজ্ঞাতসারে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে । দাদা নিজে কিছু জানেন না । কিন্তু নবাবের লোক সকলেই ত জানে, এ বিদ্রোহিতার মূলে শঙ্কর চক্রবর্তী । প্রতিশোধ নিতে দুই দুইবার দাদার ঘর আক্রমণ ক'রেছে ! গুরুর কৃপায় দুই দুইবার তা'দের হটিয়ে দিয়েছি । কিন্তু এমন ক'রে ক'দিনই বা গুরুর ঘর রক্ষা করি । যারা আমার বিপদে সহায়, দুই দুইবার বুক দিয়ে যারা আমাকে বিপদে রক্ষা ক'রেছে, তারা সকলেই গরীব । দিন আনে, দিন খায় । ক'দিনই বা তারা না খেয়ে আমার ঘর আগলাতে ব'সে থাকে ? কাজেই তাদের রেহাই দিয়েছি ! কিন্তু রেহাই দিয়ে অবধি আমার প্রাণ কাঁপছে ! যদি নবাব আবার আক্রমণ ক'রতে লোক পাঠায় ! যদি কি ! নিশ্চয় পাঠা'বে । নবাব কি অপমান ভুলে গেল ? চারদিক নিস্তর । প্রকাণ্ড ঝড়ের পূর্ব-লক্ষণের মত চারিদিক নিস্তর ! যদিই প্রবল বেগে ঝড় আসে । আমি যে মাতুরক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছি ! যদি রক্ষা ক'রতে অপারগ হই ! মা ভবানী—মনে ক'রতেই প্রাণ কেঁদে উঠে । মাকে যদি হারাই,

সমস্ত বাজালা পেলেও তা'র বিনিময় হ'বে না। হাজার সের খাঁর শিরশ্ছেদ ক'রলেও প্রতিশোধ হ'বে না। মা রক্ষা কর—সতীরাগী ! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষা কর। কি খবর ?

সুখময়ের প্রবেশ

সুখ। খবর ঠিক, যা ভয় ক'রেছ, তাই। সের খাঁ হুকুম দিয়েছে, —যে তোমাকে বেঁধে আনবে, সে হাজার টাকা বকসিস্ পাবে ! যে মাকে রাজমহলে হাজির করতে পারবে, সে প্রসাদপুর জায়গীর পাবে।

সূর্য্য। তা হ'লে ত বড়ই বিপদ !

সুখ। বিপদ বৈ কি !—এবারে এমন ভাবে আসছে, যাতে শুধু হাতে আর ফিহতে না হয়। এবারে বিশেষ রকম আয়োজন।

সূর্য্য। কবে আসবে ব'লতে পার ?

সুখ। আজ কালের মধ্যে। উছোগ, আয়োজন সব ঠিক ! তারা কেবল এতদিন অন্ধকারের সুযোগ খুঁজছিল। আজকে অমাবস্যা, কাল প্রতিপদ। হয় আজ, না হয় কাল।

সূর্য্য। তা হ'লে ত আরও বিপদ। লোকজন ত কেউ নেই।

সুখ। কেউ নেই ! সবাই প্রায় অগ্রদ্বীপের মেলায় বেচাকেনা ক'রতে গেছে।

সূর্য্য। তা হ'লে তুমি এক কাজ কর। মাকে এই বেলায় সরিয়ে নিয়ে যাও !

সুখ। যাব কোথায় ?

সূর্য্য। আপাততঃ যেখানে নিরাপদ বোধ কর। তার পর যশোরে—দাদার কাছে।

সুখ। আর তুমি ?

সূর্য্য। মাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারলে পাপিষ্ঠলোকে শঙ্কর চক্রবর্তীর ঘর লুটতে আসার মজাটা টের পাইয়ে দিই। তেঁতুল গাছের

ঝোপ থেকে তীর ছুঁড়বো। শালারা সাত রাত খুঁজলেও বার ক'রতে পারবে না। একটাকেও ফিরতে দেব না।

সুখ। তা হ'লে আমি মাকে নিয়ে যাই ?

সূর্য্য। এখনি! বিলম্ব করলে বিপদ ঘটতে পারে।

সুখময়ের প্রস্থান

মা! রক্ষা কর, জগজ্জননী সতীরানি। পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের মর্যাদা রক্ষা কর!

সুখময়ের মাতার প্রবেশ

সু, মা। এই যে সূর্য্য! হাঁ-রে সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। কেন মাসী ?

সু, মা। বলি গাঁয়ে আছিস, না শঙ্কর বামুনের মত পালিয়েছিস ?

সূর্য্য। কেন, হ'য়েছে কি ?

সু, মা। আমি মনে ক'রলুম, শঙ্কর বামুন বউ ফেলে পালা'ল, তোরাও দেখাদেখি দেশত্যাগী হ'লি।

সূর্য্য। কেন—পালা'ব কেন—কার ভয়ে পালা'ব ?

সু, মা। যদি না পালা'বি, তা হ'লে এমনটা হ'ল কেন ?

সূর্য্য। কি হ'য়েছে ?

সু, মা। গাঁয়ে থাকতে আমার মাই-দুধের অপমান ক'রলি ?

সূর্য্য। আরে মন্ন, হ'য়েছে কি ?

সু, মা। লোকে বলে—গয়লা-বউ! শঙ্কর, সূর্য্য তোর দিগ্গজ্জ ছেলে, তোর আবার ভাবনা কি ? তোরা থাকতে আমার অপমান !

সূর্য্য। কে অপমান ক'রলে ?

সু, মা। সুখোকে বঞ্চিত ক'রে তোদের দুধ খাওয়ালুম—সুখো একলা খেলে এতদিনে কুস্তকর্ণ হ'য়ে যেত !

সূর্য্য । আরে মন্, হ'ল কি ?

সু, মা । গয়লা-বুড়ো বেঁচে থাকলে কি, কেউ আমাকে একটা কথা ব'লতে পারবে ?

সূর্য্য । কে কি ব'লেছে ?

সু, মা । তোর পঞ্চাননতলার পাঁঠার মুড়ি নিয়ে লড়াই । এক দিকে হাজার লেঠে আর এক দিকে তোর মেসো । পাঁঠার মুড়ি নিয়ে টানাটানি আর লড়ালড়ি । তোর মেসোর লাঠি খেলা দেখে হাজার লেঠেলের তাক লেগে গেল । পাঁঠার মুড়ি ধড় ছেড়ে তোর মেসোর হাতে এসে 'ব্যাঃ ব্যাঃ' ক'রতে লাগল ।

সূর্য্য । বলি, কি হ'ল বল !

সু, মা । হরিপুরের বোসেদের বাড়ী ডাকাতি ।—সে কি যেমন তেমন ডাকাতি । বোসেদের দেউড়ীতে কুক মেরে লাঠি ঘুরলে, আর মদন ঘোষের নূতন ঘরের দেওয়াল ঝন্ ঝন্ ক'রে ভেঙ্গে গেল । বোসেরা ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে প'ড়ল । বুড়োর তখন জ্বর । জ্বরে ধুকতে ধুকতে বুড়ো ছুটলো । আর এগারটা ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠানে না ফেলে, আবার জ্বরে ধুকতে লাগল ।

সূর্য্য । না—এ বেটা বড়ই ভোগালে ।

সু, মা । তবু সে তালপুকুর চুরির কথা কই নি—তোর বাপ তখন কেষ্টগঞ্জের নায়েব । একদিন এমনি সন্ধ্যাবেলায় হম্‌কো-ধম্‌কো হ'য়ে ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে পড়ল ! ব'ললে—'ফগলাথ দাদা, ফতেপুরের ফাইমণি বাবুর একটা পুকুর চুরি ক'রতে পার ?' তোর মেসো ব'ললে—'খুব পারি ।' তোরে আর কি বলবো রে বাবা ! সেই এক রাত্রে ভেতরে তালপুকুর বুজিয়ে, মাঠ ক'রে তাতে মটর বুন, তোর না হ'তে বাড়ী এসে খড় কাটতে ব'সে গেল । সেই তার তোর খাকতে আমার কিনা অপমান ! আমার বাড়ীতে পেয়াল চোকে ।

সূর্য্য। কখন?

সু, মা। কেন—এই অপরাহ্নে! কল্যাণী ব'লেছিল—‘মাসী অনেক দিন চুল বাধি নি। চুলে জটা হয়েছে, ছাড়িয়ে দে।’ আমি শুধু খেয়ে উঠে, একটা পান মুখে দিয়ে কালান্দীর মতন জাবর কাটতে কাটতে বৌমার চুলের গোড়ায় হাতটি দিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা পেয়াদা এসে উপস্থিত। এসেই, আমার স্মুখে বৌমার গায়ে হাত দিতে চায়।

সূর্য্য। তারপর তারপর?

সু, মা। তারপর আবার কি! ভাগ্যি কাস্তে বঁটা কাছে ছিল, তাইতে ত মান রক্ষা হ'য়েছে।

সূর্য্য। যাক—গায়ে হাত দিতে পারে নি ত?

সু, মা। ইস্! গায়ে হাত দেবে! আমি শঙ্কর চক্রবর্তীর মাসী—আমার স্মুখে তার বৌয়ের গায়ে হাত দেবে! যে বেটা হুম্বকি মেরে' এসেছিল, তার নাকটা বঁটা দিয়ে চেঁচে নিয়েছি। যে বেটা হাত তুলেছিল, তাকে জন্মের মত মুলো ক'রে দিয়েছি! আর এক বেটা তামাসা ক'রেছিল, বেটার কানে এক মোচড়! বেটা ‘বাপরে মারে’ ক'রে পা'লাল, কিন্তু কান বাবা আমার হাতে অটিকে রইল।

সূর্য্য। বড় মান রক্ষা করেছিচ্ মাসী!

সু, মা। বলিস্ কি! মান রাখব না—আমি কেমন লোকের মাসী, কেমন লোকের ইন্দ্রী। তবে জানিস্ বাপ্ সূর্য্যিকান্ত। আমি গেরস্তোর বৌ—পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া—বড় নজ্জা করে।

সূর্য্য। যাক—আর তোকে ঝগড়া ক'রতে হ'বে না, আমি আর ধর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সু, মা। তা হ'লে আমি এখন একবার বাইরে যেতে পারি

সূর্য্য। যা।

সু, মা। দেখিস্, যেন দেউড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্ নি! অরাজক
—অরাজক। নইলে শঙ্কর চক্রবর্তীর ঘরে পেয়াদা ঢোকে।

প্রহান

সূর্য্য। এ ত' দেখছি ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। কেন মা?

কল্যাণী। তুমি নাকি আমাকে স্থানান্তরে যেতে আদেশ ক'রেছ?

সূর্য্য। কেন, তুমি ত সব জান মা। একটু আগেই ত ব্যাপার
বুঝতে পেরেছ। বিশেষতঃ আজ অমাবস্যা, তার ওপর আকাশে
দুর্যোগের লক্ষণ, লোকবলও আজ বেশী নেই—আমি আর সুখময়।

কল্যাণী। কোথায় যাব?

সূর্য্য। সুখময় যেখানে তোমায় নিয়ে যাবে।

কল্যাণী। সে স্থানে কি বিপদের ভয় নেই?

সূর্য্য। (স্বগতঃ) এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন!

কল্যাণী। চূপ ক'রে রইলে কেন—বল?

সূর্য্য। অবশ্য আপাততঃ নিরাপদ।

কল্যাণী। আমি যাব না সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। আজকের দিনটে নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারলে কাল আমি
তোমাকে যশোরে পাঠিয়ে দিই।

কল্যাণী। যশোরে পাঠানই যদি আমার স্বামীর অভিপ্রায় থাকত,
তা হ'লে তিনি কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন না? . প্রসাদপুরের
টিকটিকিটিকে পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন; আমাকে ঘরে ফেলে
রেখে গেলেন কেন? স্বামী কি আমার এতই নির্বোধ যে, ফেলে যাবার
সময় এটা বুঝতে পারেন নি, তাঁর স্ত্রী বিপদে প'ড়তে পারে? আর যদি
বিপদে পড়ে ত তাকে রক্ষা ক'রতে কেউ নেই।

সূর্য্য । দোহাই মা ! দাদার ওপর অভিমান ক'রো না ।

কল্যাণী । অভিমানই করি, আর যাই করি, সূর্য্যকান্ত ! আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না ।

সূর্য্য । মা সন্তানের ওপর দয়া কর ।

কল্যাণী । না সূর্য্যকান্ত ! এ দয়ামায়ার কথা নয়—ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা । অন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে আমি যে নিরাপদ হ'ব, যখন তুমি এ কথা ব'লতে পারছ না, তখন তুমি বীর হ'য়ে কেমন ক'রে আমার জন্তে অপর এক পরিবারকে বিপদে ফেলতে চাও ? এই কি তোমার গুরুর অভিপ্রায় ?

সূর্য্য । মা ! আমি সন্তান ! আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমার অনুরোধ রক্ষা কর ।

কল্যাণী । এ অন্তায় অনুরোধ সূর্য্যকান্ত ! তার চেয়ে তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর । তুমি এই স্বেচ্ছায় গৃহীত ভার পরিত্যাগ কর । আমি তুচ্ছ রমণী—আমার জীবন-মরণে দেশের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই । তুমি বেঁচে থাকলে দেশের অনেক কাজ ক'রতে পারবে । তুমি আমা হ'তে ও আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী ।

সূর্য্য । দোহাই মা ! যাও আর না যাও, সন্তানকে আর মর্ষ্মপীড়া দিও না ।

কল্যাণী । অভিমানে নয় সূর্য্যকান্ত ! যে কার্যের ভার নিয়ে স্বামী আমাকে ফেলে গেছেন তাতে কোন্ সাহসে তাঁর ওপর অভিমান করি ! তবে কোথায় যাব—কেন যাব ? মৃত্যু ? বল দেখি সূর্য্যকান্ত ! মৃত্যুর যোগ্য এমন পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে ? তা হ'লে স্বামীর ঘর—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ—এমন স্থান ত্যাগ ক'রে কোন্ অপবিত্র স্থানে ম'রতে যাব কেন ? সূর্য্যকান্ত ! বাপ্ ! আশীর্বাদ করি—দীর্ঘজীবি হও ; তোমার দেহ বজ্রের স্থায় কঠিন হোক—স্পর্শে পিশাচের অঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক, তুমি আমাকে এ স্থান ত্যাগ ক'রতে অনুরোধ ক'রো না ।

সূর্য্য । তবে পায়ের ধুলো দাও । ঘরে যাও—দোর বন্ধ কর ।

কল্যাণী । মা শঙ্করী তোমাকে রক্ষা করুন ।

সূর্য্য । সুখময় !

সুখময়ের প্রবেশ

সুখময় । চূপ,—দাদা ! শীগ্গির অস্ত্র নাও, মা স'রে যাও, বড়ই বিপদ ।

কল্যাণী । মা শঙ্করী ! তোমার মনে এই ছিল !

সূর্য্য । ভয় নেই মা ! এ দু'জন সন্তানের জীবন থাকতে, কেউ তোমার অস্ত্র স্পর্শ ক'রতে পারবে না ।

কল্যাণী । তোমরাও নিশ্চিন্ত থাক বাপ ! কল্যাণী বাম্নীর দেহে প্রাণ থাকতে কোন শয়তান তার গায়ে হাত দিতে পারবে না ! তোমরা কেবল যথাশক্তি আমার স্বামীর মর্যাদা রক্ষা কর ।

শপ্তম দৃশ্য

প্রসাদপুর—পথ

প্রতাপ ও শঙ্কর

প্রতাপ । এই ত তোমার প্রসাদপুর ?

শঙ্কর । প্রসাদপুর বটে, কিন্তু রাতও দুপুর ।

প্রতাপ । তা হোক, প্রসাদ আমাকে আজ পেতেই হ'বে ।

শঙ্কর । এ যে অত্যাচার ! এত রাত্রে কোথায় কি পা'ব ?

প্রতাপ । সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না । মায়ের কাছে সন্তান যাচ্ছে, ভাবতে হয়, মা ভাববেন ! কমল !

কমলের প্রবেশ

তোমার কাছে যে পেটরাটা রেখেছিলুম ?

কমল । সেটা এই হুজুরের কাছে রেখেছি মহারাজ !

শঙ্কর । এ সব আবার কি মহারাজ ?

প্রতাপ । দেখ শঙ্কর ! বাল্যকাল হ'তে আমি মাতৃহীন । বড় আক্ষেপ—কখন তাঁর সেবা করতে পাই নি । যদি ভাগ্যবশে আবার তাঁকে লাভ করতে চ'লেছি, তখন শুধু-হাতে কেমন করে তাঁর চরণ স্পর্শ করি !

শঙ্কর । মহারাজ ! এ ত' ভালবাসা নয়—এ যে উৎপীড়ন !

প্রতাপ । স্বেচ্ছাচারী বাজালার ভূঁইয়াদের উৎপীড়ন কে না সহ করে শঙ্কর ? যাও ভাই ! আমি মাতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি এনেছি ! প্রাণ ধ'রে স্ত্রীকেও দিতে পারি নি, সমস্ত আজ মায়ের চরণে অঞ্জলি দেব । যাও, আর বেশী রাত ক'রো না । আমি ক্ষুধার্ত্ত ।

শঙ্করের প্রস্থান

কমল ! সবাইকে ব'লে দাও, তারা যেন কোলাহলে গ্রামবাসীদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে ।

কমল । ব্যাঘাত ক'রবে না কি ? গ্রামে হৈহৈ রৈরৈ প'ড়ল ব'লে ।

প্রতাপ । কারণ ?

কমল । সব শালা বোম্বটে চুলবুল ক'রছে, গোলমাল বাধ'লো বাধ'লো হ'য়েছে ।

প্রতাপ । কেন ?

কমল । আর কেন—স্বভাব । মুখে তারা একখানা বজ্রা দেখেছে—আমীর ওমরাওয়ার বজ্রার মতন বজ্রা । শিকারী বেড়াল—তারা কি তাই দেখে চুপ ক'রে থাকতে পারে ? সব শালার গৌফ ন'ড়ছে । আপনি স'রবেন, আর বজ্রাও লুট হ'বে । ওই যে সর্দার আসছে ।

সুন্দরের প্রবেশ

প্রতাপ । সুন্দর ! নদীতে একখানা বজ্রা দেখলে ?

সুন্দর । আজ্ঞে হজুর—দেখলুম ?

প্রতাপ । কার বজ্রা—জেনেছ ?

সুন্দর । আজ্ঞে হজুর—জেনেছি । আর জেনে হজুরকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি ।

প্রতাপ । কার বজ্রা ?

সুন্দর । আজ্ঞে হজুর—আমার বাবার ।

প্রতাপ । তোমার বাপ বর্তমান আছে ?

সুন্দর । আজ্ঞে—নেই জানতুম, এখন দেখি আছে । বজ্রার মাঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—কার বজ্রা ? ভেতর থেকে কে বললে—“তোমার বাবার” । হজুর ! হুকুম করুন, বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ।

জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক । আপনি কে মহাশয় ?

প্রতাপ । আমি একজন বিদেশী ।

পথিক । কোন উপায়ে এক সতীর ধর্ম রক্ষা ক'রতে পারেন ?

প্রতাপ । সে কি রকম ?

পথিক । ব'লবার সময় সেই । এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হ'ল । এই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ—নাম শঙ্কর চক্রবর্তী—তার স্ত্রী সতীমূর্তি । দুরাশ্রয় ত'নীলদার তাঁকে অপহরণ ক'রতে এসেছে । রাজমহলে নবাবের কাছে পাঠাবে । সে ব্রাহ্মণ বাড়ী নেই, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে রক্ষা করুন ।

প্রতাপ । শঙ্করের ঘরে দস্যু ! লোক কত ?

পথিক । অন্ধকার—ঠিক ক'রে ত বলতে পারছি না, তবে চার পাঁচশোর কম নয় ।

কমল । মহারাজ !

পথিক । মহারাজ ! (পদতলে পড়িয়া) দোহাই মহারাজ ! রক্ষা করুন । সে ব্রাহ্মণ এ গ্রামের প্রাণ, তার সর্বস্ব লুপ্ত হ'চ্ছে, দোহাই মহারাজ ! রক্ষা করুন ।

সুন্দর । তা হ'লে এও সেই ত'নীলদারের বজ্রা !

প্রতাপ । সুন্দর ! এখনি বজ্রা আটক কর ।

সুন্দর । যো হকুম !

প্রতাপ । কমল ! আমার হাতিয়ার ? (কমলের হাতিয়ার প্রদান)

পথিক । মহারাজ ! তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আমি সোজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই ।

প্রতাপ । বেশ—চল ।

পথিক । রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ! দৈবর আপনাকে রাজরাজেশ্বর ক'রবেন ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের অন্তঃপুর

সূর্য্যকান্ত ও কল্যাণী

সূর্য্য । আর ত তোমাকে বাঁচাতে পারি না মা ! অগণ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ । আমরা সবে দুইজন । যথাশক্তি প্রবেশপথ রোধ ক'রেছি । সুখময় আহত, আমারও শরীর ক্ষতবিক্ষত । পাষাণেরা দেউড়ীর কবাট ভেঙ্গে ফেলেছে । বাড়ীতে ঢুকেছে । আর যে রক্ষা ক'রতে পারি না মা !

কল্যাণী । কি ক'রবে বাপ ! আমার অদৃষ্ট ! মানুষে যা না পারে, তুমি তাই ক'রেছ । আমার পানে আর চেও না । সূর্য্যকান্ত ! তুমি আত্মরক্ষা কর ।

সূর্য্য । এ কি মা ! মৃত্যুকালে আর বাক্যযজ্ঞনা দাও কেন ? যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ কোন ছুরাআকে এ ঘরে প্রবেশ করতে দেব না ।

কল্যাণী । গুরুভক্ত বীর ! পুত্রাধিক প্রিয় যে তুমি । আমার চোখের সম্মুখে তোমার এ দেব-দেহ পিশাচের অন্ত্রে খণ্ডিত হ'বে ! অকৃত্রিম গুরুভক্তির কি এই পরিণাম !

সূর্য্য । আমার জন্ম ভাব্‌বার সময় নেই মা ! (নেপথ্যে কোলাহল)
ওই গেল !—সুখময় আহত অবস্থাতেই মাঝের দোর রক্ষা ক'রছিল, তাও
গেল ! কি হবে মা, কি হ'বে ! বুঝতে পারছি, আমারও মৃত্যু । কিন্তু
মা, তারপর ? আমার সকল পূজা—সমস্ত সাধনা—পিতৃতুল্য গুরু—তোর
পত্নী তুমি—তোমাকে পিশাচে অপহরণ ক'রবে !

কল্যাণী । অপহরণ ক'রবে !—কাকে ?—আমাকে ? ভয় নেই
সূর্য্যকান্ত ! প্রাণ থাকতে কি শঙ্কর-গৃহিণী—বাধিনী অপহৃত হয় ? তবে
তোমার মর্যাদা । মা সতীকুলরাণি ! ভক্তবৎসলে ! গুরুভক্তের মর্যাদা
রক্ষা কর মা—রক্ষা কর ।

নেপথ্যে বন্দকের শব্দ ও কোলাহল

সূর্য্য । এ কি হ'ল, বন্দুক ছোঁড়ে কে ?—(ঘন ঘন বন্দুক-শব্দ ও
অর্ধনাদ-শব্দ) এ কি হ'ল—এ কে এল !

কল্যাণী । মুখ রেখো মা ! দোহাই মা ! আর ব'লতে পারছি না—
মুখে বাক্য আসছে না । অন্তর্যামিনি ! মন বুঝে আশ্রয় দাও ।

সূর্য্য । আমি চল্লুম ! তুমি দরজা দাও । যদি না ফিরি, নিজের
ভার নিজে গ্রহণ কর' প্রস্থান

কল্যাণী । দোহাই দীনতারিণি । আমার স্বামী চিরদিন তোমার
সেবাতেই কাল কাটিয়েছে । তোমার মানবী মূর্ত্তি সহস্র সতীর মর্যাদা
রক্ষা ক'রেছে ! দোহাই মা ! তোমার চির ভক্তকে পদাশ্রয় হ'তে ফেলে
দিও না । (দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

সূর্য্য । (নেপথ্যে) মা ! মা ! আত্মরক্ষা কর—আমি বন্দী ।

কল্যাণী । ইচ্ছাময়ি ! এই কি তোর ইচ্ছা ? আমার মৃতদেহ
পিশাচে স্পর্শ করবে ? ভাল—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ! (অস্ত্রগ্রহণ—
দ্বারভঙ্গ-শব্দ) কিন্তু আত্মহত্যা ক'রব কেন ? শঙ্কর আমার স্বামী,
আমাতে কি সে দানবনাশিনী শক্তির একটিমাত্র কণারও অস্তিত্ব নেই ?

হার ভঙ্গ করিয়া নবাব অমুচরগণের প্রবেশ

১ম অমু। বস্! ইয়া আল্লা! কেয়া তোফা বিবিসাহেব ঠিক আছে।
বিবিসাহেব! সেনাম। নবাব তোমার জন্তে তঞ্জাম পাঠিয়েছেন—
উঠবে এস।

কল্যাণী। আগে তোদের নবাবকে তার শস্ত্র দিয়ে সে তঞ্জামের
পাপোস্ প্রস্তুত ক'রতে বল, তবে উঠব।

১ম অমু। তবে বেয়ানবী মাফ্ হয়—আমাকে জোর ক'রে তোমাকে
তুলে নিয়ে যেতে হ'ল।

কল্যাণী। সাবধান শয়তান! যদি জীবনে মমতা থাকে, তা হ'লে
আর এক পদও অগ্রসর হ'স্নি।

অমু। তবে রে শয়তানি!—(আক্রমণোচ্চোগ)

প্রতাপের প্রবেশ, বন্দুক শব্দ ও অমুচরগণের পতন

কল্যাণী। এখনও বলছি ফের—নরাদম—শয়তান (প্রতাপকে
আক্রমণোচ্চোগ)

প্রতাপ। মা! মা! আমি সন্তান। আমাকে হত্যা করো না।

বেগে শব্দের প্রবেশ

শঙ্কর। কল্যাণি! কল্যাণি!—

কল্যাণী। য্যাঁ য্যাঁ—তুমি! তুমি!—প্রভু কোথা থেকে?

শঙ্কর। পরে শুনবে। রাজ-অতিথি সম্মুখে, চল, তাঁর আতিথ্য-
সৎকার ক'রবে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোহর—পথ

প্রতাপ

প্রতাপ। দীর্ঘকাল অসুস্থিতির পর আবার আমি যশোরে ফিরে এলুম। স্নিগ্ধ, চিরশান্তিময় মাতৃভূমির কোড়ে আবার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলুম। যশোরের এ সলিল-সিক্ত মৃত্তিকাস্পর্শে কি আনন্দ! কেদারবাহিনী মৃদু-কল-নাদিনী সহস্রতটিনী-সেবিত যশোরের শ্যাম-প্রান্তর! কিছুতেই তোমাকে ভুলতে পারলুম না। আগ্রার ঐশ্বর্যময়ী হেম-অট্টালিকা, নন্দন-লাঞ্জন অম্বরাগার উদ্যান, কিছুতে কোন প্রলোভনে আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য্য ভোলাতে পারে নি। মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোদ্দীপকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য জড়ান আছে, তা ত জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার—আবার নমস্কার! কিন্তু কি করি, কেমন করে, যশোরের মর্যাদা রক্ষা করি? ক'রতেই হ'বে—যেমন ক'রে হো'ক করতেই হবে। [* মান যাক্, যণ যাক্, প্রতিষ্ঠা যাক্ তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রু-পদদলন থেকে রক্ষা ক'রতেই হ'বে।) *

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

কতদূর কি ক'রে উঠলে সূর্য্যকান্ত ?

সূর্য্য। পাঁচ হাজার সৈন্য মাতলার জহলের ভেতর রেখে এসেছি।

প্রতাপ। অত দূরে রেখে এলে প্রয়োজন মত পাবে কেন ?

সূর্য্য। মহারাজের আদেশমাত্র এখানে এনে উপস্থিত ক'রব।

পঞ্চাশতানা শতী ছিপ নিয়ে সুন্দর বিজ্ঞাধরীর এ পারে অবস্থান ক'রছে। হুকুমমাত্র দেখতে দেখতে ঐ পাঁচ হাজার সৈন্ত যশোরে এসে উপস্থিত হ'বে। এত সৈন্ত যশোরের কাছে রাখলে পাছে কেউ সন্দেহ করে, এই ভয়ে কাছে আনতে সাহস করি নি।

প্রতাপ। রাজমহলের সংবাদ কিছুরেখেছ ?

সূর্য্য। রেখেছি। সের খাঁ প্রতিশোধ নেবার জন্য পঞ্চাশ হাজার সৈন্ত যশোরে রওনা ক'রেছে।

প্রতাপ। সে সম্বন্ধে করছ কি ?

সূর্য্য। হাজার গুপ্তসেনা নিয়ে মামুদকে তাদের গতির উপর লক্ষ্য রাখতে ব'লেছি। পাঁচ হাজার সৈন্ত নিয়ে সুখময় বারাসতে অবস্থান ক'রছে। শালকের পশ্চিমে আছে ঢালীপতি মদন।

প্রতাপ। ছোটরাজা সের খাঁর খবর রেখেছেন ?

সূর্য্য। শুনেছি, সের খাঁ-প্রেরিত দূত যশোরে এসেছে। রাজা নাকি অর্থ উপঢৌকন নিয়ে সের খাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। টাকা দেওয়া হ'য়েছে কি ?

সূর্য্য। এখনও হয় নি! তবে কা'ল টাকা দেবার শেষ দিন। আজ থেকে সাত দিনের ভেতর টাকা রাজমহলে পৌঁছান চাই।

প্রতাপ। তুমি এখনি যাও। যত শীঘ্র পার, যশোরের ধনাগার অবরোধ কর। সাবধান! যশোরের এক কপর্দকও যেন সের খাঁর নিকটে উপস্থিত না হয়। সের খাঁর গতিরোধের ভার আমি নিজহস্তে গ্রহণ ক'রলুম।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

সূর্য্যকান্তের প্রস্থান

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। মহারাজ!

প্রতাপ। কি খবর ?

সুন্দর । সেনাপতি কোথায় গেলেন ?

প্রতাপ । তিনি যশোরে গেলেন ! কি ব'লতে চাও, আমাকে ব'লতে পার। আমি এখন সেনাপতি ! সের খাঁর ফৌজের কি সন্ধান পেয়েছ ?

সুন্দর । নবাব শালুকে এসে পৌঁছেছে ।

প্রতাপ । তার ভাগীরথী পার হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ।

সুন্দর । যো হুকুম ।

এহান

শঙ্করের প্রবেশ

প্রতাপ । শঙ্কর ।

শঙ্কর । মহারাজ !

প্রতাপ । তুমি আমার মনস্ত্বষ্টির জন্তে আমাকে 'মহারাজ' বল, না, তোমার বিশ্বাস—আমি মহারাজ !

শঙ্কর । যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য এ বঙ্গদেশের মহারাজ নাম ধারণের একমাত্র যোগ্য পাত্র ।

প্রতাপ । যোগ্য পাত্র ত আমি এখনও মহারাজ নই কেন ?

শঙ্কর । পিতা খুল্লতাত বর্তমানে সেটা কেমন ক'রে হয় মহারাজ ?

প্রতাপ । তা আমি জানি না। তুমি আমাকে 'মহারাজ' ব'লে সম্বোধন কর । কেন কর, তা তুমি ব'লতে পার । কিন্তু আমার চোখের ওপরে, যদি যশোরের অর্থ লুণ্ঠিত হয়—পিতা, খুল্লতাত অবনত-মস্তকে সের খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমার কার্যের জন্তে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তুমি কি আমাকে মহারাজ ব'লতে মনে মনেও কুণ্ঠিত হ'বে না ।

শঙ্কর । আমি যে এ কথার কি জবাব দেব, তা ত বুঝতে পারছি না মহারাজ !

প্রতাপ । আবার 'মহারাজ' ! বেশ—আমিও তোমাকে আমার শুল্ক-রাজস্বের মন্ত্রি প্রদান ক'রলুম ।

শঙ্কর। আকাশও শূন্য। কিন্তু তার গর্ভে অনন্ত কোটি উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড।

প্রতাপ। যদিই আমি মহারাজ, তখন আমার কার্যের জন্তে আমি আবার কা'র কাছে কৈফিয়ৎ দিব ?

শঙ্কর। আপনার অভিপ্রায় কি ?

প্রতাপ। সের খাঁ কি ক'রছে, তা জান ?

শঙ্কর। জানি।

প্রতাপ। সে কি ! তুমিও এ সংবাদ রেখেছ !

শঙ্কর। মহারাজ, আপনি আমার মর্যাদা রাখতে নিজের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ পান্ নি ! দেশমধ্যে প্রচারিত হ'য়েছে, নবাবের হাত থেকে আপনি প্রসাদপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নীকে রক্ষা ক'রেছেন। মহারাজ, আমি আপনার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রেখে কি নিশ্চিত থাকতে পারি ! শুনুম, সের খাঁ আপনাকে শান্তি দেবার জন্তে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'রতে আসছে।

প্রতাপ। কিন্তু ছোটরাজা যশোর রক্ষার কি উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন, জান কি ?

শঙ্কর। জানি। তিনি এক কোর টাকা ও পাঁচটি সুন্দরী রমণী নবাবকে দান ক'রে তা'কে তুষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। রমণী !—কই, এ কথা ত শুনি নি শঙ্কর !

শঙ্কর। কল্যাণীকে বন্দিনী করতে এসেছিল। আপনার জন্তে পারে নি। তাই আক্রোশে নবাব যশোর আক্রমণ ক'রতে আসছে। এ সকল রমণী সেই কল্যাণীর বিনিময়। অবশ্য ছোটরাজার সহুদেহে আমি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ ক'রতে পারি না। পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত সৈন্তের অধিনায়ক রাজমহলের মামলৎদার সের খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করা হস্তমেয় যশোরেশ্বরের বাতুলতা মাত্র। সেখান থেকে আপনাকে বন্দী করে রাজমহলে পাঠাবার জন্যে রাজা বসন্ত রায়ের ওপর পরোয়ানা পাঠায়। আপনাকে রক্ষা করার জন্যেই ছোটরাজা এ কার্য্য করেছেন।

প্রতাপ। রমণী!—নবাবের উপভোগ্য্য করার জন্যে যশোর থেকে রমণী পাঠাতে হবে। বলতে পার, তার ভেতর স্বেচ্ছায় যাচ্ছে ক'জন?

শঙ্কর। তা জানি না। কিন্তু একটি রমণী ধর্মনাশ ভয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শুনুম, রাণী কাত্যায়নী তাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

প্রতাপ। এ রমণী কোথায়?

শঙ্কর। অনুমতি করেন, আনতে পাঠাই।

প্রতাপ। তাকে আশ্রয় দেবার কি ব্যবস্থা করেছে?

শঙ্কর। আশ্রয়-দাতা—মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

প্রতাপ। শঙ্কর! এই সকল ধর্মনাশ-ভীতা অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত যশোরে আমাকে আধিপত্যের গৌরব করে বেঁচে থাকতে হবে!

শঙ্কর। কি আর ক'রবেন!

প্রতাপ। কি ক'রব? ক'রব কি!—ক'রেছি। যে দণ্ডে প্রসাদপুরে আমি নবাবের শক্রতা ক'রেছি, ভবিষ্যতের চিন্তা করে সেই দণ্ড হ'তেই আমি প্রতীকারেরও চেষ্টা করে এসেছি। এই দেখ শঙ্কর! সেই চেষ্টার ফল। (ফারমান প্রদর্শন)

শঙ্কর। কি এ মহারাজ?

প্রতাপ। বাদশাহ আকবর-দত্ত ফারমান। সম্রাটকে কথায় কার্য্যে তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে আমি যশোর-শাসনের অনুমতি পেয়েছি। এখন থেকে আমি যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

শঙ্কর। আমিও কারমনোবাক্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় কামনা করি।

প্রতাপ । যে বন্দিনী রাজা বসন্ত রায়ের অত্যাচার থেকে আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস ।

কমলের প্রবেশ

কমল । মহারাজ—মহারাজ !

প্রতাপ । কি, কি—ব্যাপার কি ?

কমল । এই ছজুর যে বিবিকে আমার কাছে জিন্মা ক'রে রেখে এসেছিলেন, সেই—

শঙ্কর । সেই কি ?

কমল । আমার কাছটাতে তা'কে বসিয়ে রেখে চ'লে এলেন—
তারপর—

শঙ্কর । তারপর কি ?

কমল । কি দেখলুম—আমি কি দেখলুম !

প্রতাপ । এ কি কমল ! তুমি উম্মাদের মত আচরণ ক'রছ কেন ?

কমল । আজ্ঞে—কি যে, আমি কিছুই ব'লতে পারছি না যে
মহারাজ ! কি দেখলুম—কি দেখলুম !

প্রতাপ । কাঁপছ কেন ? স্থির হও । স্থির হ'য়ে বল—ব্যাপার কি ?
তুমি কি কোন দৈবী বিভীষিকা দেখেছ ?

কমল । আজ্ঞে মহারাজ ! ছজুর যেই আমার কাছে মেয়েটিকে রেখে চ'লে এলেন, অমনি সে ডুকুরে ডুকুরে কাঁদতে লাগল । আমি তাকে কত অভয় দিলুম । মহারাজের গুণের কথা—ছজুরের গুণের কথা—সব ব'লে তাকে কত আশ্বাস দিলুম । তবু ঘোমটার মুখ ঢেকে বিবিসাহেব কাঁদতে লাগল । তখন কি করি, আমি ছজুরকে খুঁজতে এলুম,—দেখা পেলুম না । আবার ফিরে গেলুম । গিয়ে দেখি—বিবিসাহেব নেই । এদিকে ওদিকে চারিদিকে খুঁজলুম—কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না । প্রাণে বড় ভয় হ'ল ! রাজি অন্ধকার—চারিদিকে ঘন

বন—কাছে বসিয়ে ছুঁপা গেছি, কি না গেছি, ফিরে এসে দেখি বিবিসাহেব নেই!—প্রাণে বড়ই ভয় হ'ল। তবে কি বিবিসাহেবকে বাধে নিয়ে গেল! কেমন ক'রে আপনার কাছে মুখ দেখাব, এই ভাবনায় আকুল হয়ে পড়লুম। তখন আবার খুঁজলুম—বন আতিপাতি ক'রে খুঁজলুম। কোথাও তা'র সন্ধান পেলুম না। কত ডাকলুম—“বিবিসাহেব বিবিসাহেব।” ব'লে কত চীৎকার করলুম, সাড়া শব্দ কিছুই পেলুম না। হতাশ হয়ে ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় বনের ভেতর থেকে কে যেন ব'লে উঠল—‘কমল!’—ফিরে চেয়ে দেখি—জনাব! সে কি দেখলুম! আমি ব'লতে পা'রব না—আমি আর তা দেখতে পা'রব না। দেখে মূর্ছা গিচ্ছলুম। আমি আর তা দেখতে পা'রব না। আপনারা দেখতে চান সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোরেশ্বরীর মন্দির

চণ্ডীবর ও বিজয়া

বিজয়া। চণ্ডীবর! আজ এই ঘোরা দিগন্তব্যাপিনী অমানিশায় এই শাদ্দূল-রব-মুখরিত অরণ্যমধ্যে মায়ের আমার কোন্ রূপ ধ্যানে নিযুক্ত আছ?

চণ্ডী। কেন মা। চিরদিন মায়ের যে মুখ দেখে আমি আত্মহারা—কালিন্দীর তরঙ্গসদৃশ শামল সৌন্দর্যের যে উচ্ছ্বাসে মা আমার সমস্ত সংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছেন, সে রূপ ভিন্ন আবার অন্য কোন্ রূপে মাকে আমার দেখতে আদেশ কর জননী?

বিজয়া। না বাপ! মায়ের অন্য কোন্ রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। তবী শ্রামা শিখরিদশনা পকবিদ্যাধরোগী—

বিজয়া। উহ! অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী । যা কন্দেমুতুয়ারহারধবলা যা খেতপদ্মাসনা
 যা বীণাবরদগুমণ্ডিত ভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃত্তা ।
 যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
 সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজ্যাড্যাপহা ॥

বিজয়া । বঙ্গে সরস্বতীর কুপার অভাব নেই । বিজাপতি, চণ্ডীদাস
 প্রভৃতি কবিগণের বীণার কোমল ঝঙ্কারে বঙ্গ-গগন প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত
 পূর্ণ থাকবে । চণ্ডীবর ! মায়ের অন্তরূপ কল্পনা কর ।

চণ্ডী । নানারত্ন বিচিত্রভূষণকরী হেমাঘরাড়ম্বরী
 মুক্তাহার বিলম্বমানবিলম্বদ্বক্ষোজকুস্তান্তরী ।
 কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
 ভিক্ষাং দেহি কুপাবলম্বনকরী মাতার্নপূর্ণেশ্বরী ॥

বিজয়া । আর কেন চণ্ডীবর ! এখনও দেহি ? মা আমার দিতে
 বাকি রেখেছেন কি ! যমুনাঙ্গলসম্পূর্ণা অমৃতরূপিণী ভাগীরথী ঝাঁর
 কর্ণহার, চিরতুয়ারধবলিত হিমাচল ঝাঁর শিরোভূষণ, চিরশ্যামল শশ্যসম্পদ
 ঝাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিলকুস্তলা,
 অনন্তপ্রসারী নীলাম্বু রাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা ঝাঁর মেখলা, সে বঙ্গমাতার
 কিসের অভাব চণ্ডীবর ! ঝাঁর জলে স্বর্ণ, ফলে সুধা, শশ্যে অনন্ত দেশের
 অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, ঝাঁর অঙ্গে শিরীষ-কুসুমের কোমলতা,
 ঝাঁর ললাটে শশী-সূর্য্য-করোজ্জ্বল, ঝাঁর সমীরণ মধু-গন্ধ-কুসুম-শীকরবাহী,
 সে বঙ্গের জন্ত আর ধনরত্ন ভিক্ষা কেন ? চণ্ডীবর ! মায়ের অন্তরূপ
 ধ্যান কর ।

চণ্ডী । বর্হীপীড়াভিরামাং মৃদমদতিলকাং কুণ্ডলাক্রান্তগুণ্ডাং
 কঞ্জাক্ষীং কঙ্কুর্কণ্ঠাং স্থিতসুভগমুখাং স্বাধরে স্তম্ভবেণুন্ম ।
 শ্রামাং শাস্তাং ত্রিভঙ্গাং রবিকরবসনাং ভূষিতাং বৈজয়ন্ত্যা
 বন্দে বৃন্দাবনস্থাং সুবতিশতবৃত্তাং ব্রহ্মগোপালবেশাম্ ॥

বিজয়া । উ হুঁ ! তবে গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রলুম কেন ? চণ্ডীবর ! মাঘের আর কোন রূপ কল্পনা কর ।

চণ্ডী । এ কি মা কপালিনী ! বিজয়লক্ষ্মী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কোন্ মহাপুরুষকে সমর-সজ্জায় সাজিয়ে দিচ্ছ মা ! (উঠিয়া)

কালী করালবদনা বিনিক্ষান্তাশিপাশিনী ।

বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ॥

বিজয়া । বল চণ্ডীবর ! আবার বল—আবার বল ।

চণ্ডী । দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুকমাংসাত্তৈভরবা ।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভাষণা ।

নিমগ্নারকুনয়না নাদাপূরিতদিঙ্ মুখা ॥

বিজয়া । আহা কি সুন্দর !—চণ্ডীবর ! মাকে দেখাও—মাকে দেখাও । বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর ।

চণ্ডী । নিশুভ্ত-শুভ্তহননী মহিষাসুরমর্দিনী ।

মধুকৈটভহস্তী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥

অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাঙ্গশ্চ ধারিণী ।

অপ্রোচা টেচবুপ্রোচা চ বুদ্ধা মাতা বলপ্রদা ॥

বিজয়া । চণ্ডীবর ! মাঘের পূজার ব্যবস্থা কর । রক্তনিষিক্ত অগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনীর আবাহন কর । ডাক—যুক্তকরে মাকে ডাক । 'মা মা' বলে চীৎকার ক'রে যোগমাযার নিদ্রা ভঙ্গ কর । মা আমার আর একবার আসুন ! আর একবার তাঁর অভয়বাণী দুর্বল বাঙ্গালী-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক । * [বল মা প্রচণ্ডবলহারিণী ! একবার বল !—বহুকাল পূর্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা ক'রতে, ইন্দ্রাদিদেবগণ-সম্মুখে যে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সম্মানগুলোকে গুনিয়ে আর একবার বল—

ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি ।

তদা তদাবতীৰ্য্যাচং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥]

প্রতাপ, শঙ্কর ও কমলের প্রবেশ

কমল । এগিয়ে যান মহারাজ ! আমি মুসলমান । হিন্দুর দেবতার কাছে আমি ত যেতে পার্‌ব না । (অশ্বেষণ)

প্রতাপ । তোমারই জীবন সার্থক । তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ । আমরা অন্ধ । তাই কমল ! আমরা কিছু দেখতে পেলুম না ।

শঙ্কর । আর দেখবার প্রত্যাশা কই । (অশ্বেষণ)

কমল । হতাশ হবেন না । এইখানে দেখেছি, ঠিক এইখানে । সে এক অপূর্ণ আলোক ! এমনটী আর কখনও দেখি নি । তার গায়ের চারদিক থেকে যেন গ'লে গ'লে প'ড়ছে । আহা !—মহারাজ । সে কি দেখলুম । আর একটু এগিয়ে যান । তা হ'লে বুঝি দেখতে পাবেন । আমি একটু দূরে থাকি । কি জানি, আমি থাকলে তিনি যদি আর না দেখা দেন ।

প্রতাপ । না কমল । তুমি থাক । তুমি ভাগ্যবান্ ; তুমি থাকলে তোমার ভাগ্যে আমরা দেখতে পেলোও পেতে পারি । নইলে পাব না ।

শঙ্কর । তাই ত মহারাজ ! এখানে যে এক অপূর্ণ কুঞ্জ দেখছি ! এই অপূর্ণ কুঞ্জমধ্যে—মহারাজ ! একি দেখি !—কি অপূর্ণ পাষণময়ী দেবী-প্রতিমা !

কমল । ওই ।—জনাব ওই !

প্রতাপ । তাই ত শঙ্কর ! এ কি বিচিত্র ব্যাপার ! মায়ের অঙ্গ-জ্যোতিতে যথার্থ-ই যে সমস্ত বন আলোকিত হ'য়ে উঠল !

কমল । হুজুর ! এগিয়ে যান । এগিয়ে দেখুন, যা ব'লেছি, তা ঠিক কি না । আমি আর যাব না, একটু দূরে থাকি !

এহান

চণ্ডী । কেন তুমি ?

প্রতাপ । আপনি কে ?

চণ্ডী । আমি এই স্থানাধিকারী ।

প্রতাপ । এটা কোন্ দেবতার স্থান ?

চণ্ডী । যদি হিন্দু হও, তা হ'লে এ প্রশ্ন নিশ্চয়োজন । যদি হিন্দু না হও, তা হ'লে এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়োজন ।

প্রতাপ । মাতৃমূর্তি ত দেখছি । কিন্তু মাযের কি একটাও নির্দিষ্ট নাম নেই ?

চণ্ডী । যশোরেশ্বরী ।

প্রতাপ । ইনিই যশোরেশ্বরী ?

চণ্ডী । ইনিই যশোরেশ্বরী ।

শঙ্কর । তা হ'লে উভয় বন্ধুতে শুভলগ্নে ভাগ্যবশে যাকে দেখেছিলুম তিনি কে ?

চণ্ডী । তিনি এই পাষণময়ীব প্রতিবিম্ব ।

বিজয়া । (অগ্রগমন) না মহারাজ—সেবিকা ।

প্রতাপ । এট য়ে,—এই য়ে স্বরূপিণী পাষণী ।

বিজয়া । মহারাজ ! নিদ্রিতা পাষণীকে জাগরিতা কর । মহাকালীর মূলমন্ত্রে তুমি এই পাষণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর । কল্যাণী !

শঙ্কর । কল্যাণী !—কল্যাণী এখানে !

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী । মহারাজ ! আপনার বিপদের কথা শুনে, আমরা মাযের পূজা দিতে এসেছি ।

প্রতাপ । আমরা ?

বিজয়া । কল্যাণী আছে, আরও আছে । ভগিনী ! আলোক প্রজলিত কর । (আলোক জালিল)

কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য, বিন্দুমতী ও সহচরীগণের প্রবেশ

প্রতাপ । একি—মহিষী !

কাত্যায়নী । হাঁ মহারাজ—দাসী । মহারাজ ! বড় বিপত্তা হ'য়ে পুত্র-কন্যা নিয়ে আজ মায়ের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি ।

প্রতাপ । সে কি—তুই বিপত্তা !

কাত্যায়নী । বড়ই বিপত্তা । স্বামিনিন্দা শ্রবণের মত বিপদ স্ত্রীলোকের আর কি আছে ! সতী শ্রবণমাত্রেই দেহত্যাগ ক'রেছিলেন ।

প্রতাপ । তোমার বিপদ—

কাত্যায়নী । বড় বিপদ—আপনি কি নবাবের অত্যাচার থেকে কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে রক্ষা ক'রেছিলেন ?

শঙ্কর । (কল্যাণীকে দেখাইয়া) মা ! সে ব্রাহ্মণকন্যা আপনারই সম্মুখে ।

প্রতাপ । আমি রক্ষা করি নি—মা যশোরেশ্বরী রক্ষা ক'রেছেন ।

কাত্যায়নী । যিনিই করুন, কিন্তু যশোরে দুর্নাম রটেছে আপনার ।

শঙ্কর । দুর্নাম রটেছে !

কাত্যায়নী । কাজেই । নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'রতে আসছেন । কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে ? কোথায় বিশাল বঙ্গভূমির শক্তিমান অধীশ্বর, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক বনভূমির অতি তুচ্ছ জমিদার । কাজেই, এক সতীর মর্যাদা রাখতে যে সহস্র সতীর মর্যাদা যায় ! রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনাকে এ বিপদের কারণ নির্দ্বারক ক'রেছে । যশোর নগরী দেবহৃদয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের দুর্নামে পরিপূর্ণ । প্রাপ্তের যতনায় দাসী, মা যশোরেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে ।

প্রতাপ । মাকে প্রাণ ভ'রে ডাক । তিনিই রাণী কাত্যায়নীর মর্যাদা রক্ষা ক'রবেন ।

সহচরীগণের গীত

এস শুভদে বরদে শ্যামা ।

শক্তি পাবক, রসনা লক্ লক্
তারক দেব অভিরামা ॥

হিমগিরির শৃঙ্গে কঠোর তুষার তটভঙ্গে
ভাববিভঙ্গিনী এন রণরঙ্গিনী—

জয়া বিজয়া নদী সঙ্গৈ ।

এম অচিন্ত্য রূপ-ধা, বর-অভয়-করা তারা গো

কুপা হাস বকাশ-ত্রিযামা ।

এস আকুল গণিত হিমধামা ॥

প্রতাপ । মা ! তা হ'লে আশীর্বাদ কর, গায়ের কার্য্য ক'রতে
শুভযাত্রা করি ।

বিজয়া । এহঁ নাও, নাভদত্ত 'বিজয়া' অসি গ্রহণ কর ।

অসি প্রদান

প্রতাপ । প্রভু, আশীর্বাদ করুন ।

নতজানু

চণ্ডী । জয়োহস্ত । গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায বিজয়ায় চ । শত্রু-
পক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ ॥

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর—রাজোচ্চান

বিক্রমাদিত্য ও ভবানন্দ

বিক্রম । য্যা ! বল কি ! মালখানা লুট ক'রলে !

ভবা । আজ্ঞে মহারাজ, ঠিক লুট নয় ।

বিক্রম । আবার লুট নয় কেন ? মালখানার চাবি কেড়ে
নিয়েছে ত ?

ভবা । আজ্ঞে ।

বিক্রম । টাকা আটকেছে ত ?

ভবা । আজ্ঞে ।

বিক্রম । তবে আর লুটের বাকি কি ? সব লুট ।

ভবা । আজ্ঞে হাঁ—এক রকম লুট বহু কি ।

বিক্রম । লুট—সব লুট ! ভবানন্দ, সব গেল । ছেলে হ'তেই আমার সর্বনাশ হ'ল ! মান গেল—সম্রম গেল । মোগলের হাতে জবাই হ'তে হ'ল !

ভবা । উতলা হবেন না মহারাজ ! বড় রাজকুমার অতি বুদ্ধিমান, তিনি যখন এমন কার্য্য ক'রেছেন, তখন নিশ্চয় এর ভেতর একটা না একটা মানে আছে ।

বিক্রম । আর মানে আছে ! মতিচ্ছন্ন, ভবানন্দ ! মতিচ্ছন্ন । ও সব মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ । নইলে সে নবাবের সঙ্গে টেকা দিতে যায় ! গেল—গেল—সব গেল ! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কিছুই রইল না । দুর্জয় সন্তান—দুর্কর্ম ক'রেছে—আমরা কোথা হতভাগ্যকে রক্ষা ক'রবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছি—টাকা কড়ি, বাঁদী দিয়ে নবাবকে তুষ্ট ক'রছি—হতভাগ্য সন্তান কি না আমাদেরই ওপর বিদ্রোহী হ'ল ! সব পণ্ড ক'রুলে ! আজকে নবাবকে টাকা দেবার শেষ দিন । সেই টাকা আবদ্ধ হ'য়েছে ; সর্বনাশ হ'ল যে ভবানন্দ ! আমার যশোর গেল ! ক্রোধান্বিত নবাব পঞ্চাশ হাজার ফোজ নিয়ে ছুটে আসছে ! ভবানন্দ ! আমার এমন সাধের যশোর আর রইল না । যাক—তারা শিবসুন্দরী । ভবানন্দ—আর কেন ? কোপীন ধর । স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অশ্রুত ঘাও । যশোরের ভীষণ অবস্থা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি । এই বেলায় মানে মানে স্ত্রীপুত্র পরিবারের ধর্মরক্ষা কর । দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুঃখ হরে ।

ভবা । তাই ত মহারাজ ! ও কথাটা ত মনে ছিল না মহারাজ !

নবাব ত সত্য সত্যই আ'সবে বটে। তাই ত মহারাজ ! তা হ'লে কি করি মহারাজ ?

বিক্রম। আমার পানে আর চেও না ব্রাহ্মণ ! উপর দিকে চাও। তিনি বক্ষা না ক'রলে আমার বাবারও আর সাধি নেই। তারা—শিবসুন্দরি !

ভবা। যত নষ্টের মূল সেই বদ্মায়েস চক্রবর্তী বামুন।

বিক্রম। না ভবানন্দ। তার অপরাধ কি ?

ভবা। তাই ত—তাই ত ! তারই বা অপরাধ কি ! অপরাধ অদৃষ্টের।

বিক্রম। তাই বা কেন ?

ভবা। তাই ত—তাই বা কেন ! অদৃষ্টের অপরাধ কি !

বিক্রম। চোখের উপর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—তখন অ-দৃষ্ট কেন ?

ভবা। জল জল ক'রছে—অদৃষ্ট—দেখা যায় না ! শোনা কথা—শোনা কথা ! অদৃষ্ট বেচারিরই বা অপরাধ কি !

বিক্রম। সমস্ত নষ্টের মূল আমার কুলাজার সম্ভান !

ভবা। ঠিক ব'লেছেন মহারাজ ! সমস্ত নষ্টের মূল—

কমল, প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ

আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়।

বিক্রম। কেও ? প্রতাপ-আদিত্য !

প্রতাপের অভিবাদন

শঙ্কর। জয়োহস্ত মহারাজ !

বিক্রম। এ কি প্রতাপ ! একি গুলুম প্রতাপ ! বহুদিনের অদর্শন—কোথায় আমরা দুই ভাই তোমাকে দেখবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তা না হ'য়ে তোমাকে দেখে কি না লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট ক'রতে হ'ল !

শঙ্কর । মাথা হেঁট ক'রত হ'বে কেন মহারাজ । প্রতাপের অস্তিত্বে
আপনার বংশের গৌরব—আপনার পিতৃনাম সার্থক ।

ভবা । দু'শো বার, দু'হাজার বার ।

শঙ্কর । আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন ।

ভবা । বস—তাই করুন, সমস্ত লেঠা চুকে যাক । চক্রবর্তী মহাশয় !
তা হ'লে আমায় মালখানার চাবিটে দিয়ে ফেলুন । আমি সাল-তামামি
নিকেশগুলো ক'রে আসি । কাগজপত্র গুলো সব হাণ্ডল-মাণ্ডল হ'য়ে
আছে । হাবালে একেবারে সব মাটি । খেই ধ'রবার উপায় নেই !
দিন চাবিকাটিটে টপ্ ক'রে দিয়ে ফেলুন । আপনি সাদাসিঁদে লোক,
চিরকাল কুস্তিগিবি ক'রে কাটিয়েছেন, হিসেব-নিকেশের হাঙ্গামা কি
আপনার পোষায় ।

বিক্রম । একপ আচবন্দের অর্থ এক বর্গও যে বুঝতে পা'রলুম না
প্রতাপ ।

ভবা । আর বোঝবার দরকার কি ?

বিক্রম । এ তুমি পাগলের মত কি বলছ ভবানন্দ ! তুমি কি
বলতে চাও—এ পুত্রযোগ্য কার্য হ'য়েছে ?

ভবা । আজ্ঞে—আমি আজ্ঞে, উনি আজ্ঞে—যোগ্যও আজ্ঞে,
অযোগ্যও আজ্ঞে—

বিক্রম । যাক, যা ক'রেছ—ক'রেছ । নাও, এখন মালখানার চাবি দাও ।

সূর্যকান্তের প্রবেশ

প্রতাপ । সেনাপতি ! মালখানার চাবি ?

সূর্যকান্তের প্রতাপকে চাবি প্রদান

ভবা । (স্বগতঃ) আরে ম'ল ! সূর্য্যে—সে হ'ল সেনাপতি ! এ যে
এক-পা এক-পা ক'রে ন'দে জেলাটাই যশোরে এল দেখ'ছি ! সূর্য্যি গুহ
—সূর্য্যে—যাকে আমরা ক্যাব'লা বলতুম ! যা বাবা, সব মাটি !

প্রতাপ । এই নিন্—গ্রহণ করুন । কিন্তু তৎপূর্বে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, এ ধনাগার থেকে এক কড়া কড়িও আপনি পাপিষ্ঠ সের খাঁর নিকট প্রেরণ ক'রবেন না ।

চ'বি প্রদান

বিক্রম । তবে কি তুমি ব'লতে চাও, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে মোগলের গোঁচা খেয়ে অপঘাতে ম'রব !

প্রতাপ । যে পাষণ্ড শক্তির অপব্যবহার করে, অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর অত্যাচার ক'রতে অগ্রসর হয়, তার কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে মৃত্যু ভাল ।

বিক্রম । বল কি! আমার সোনার যশোর ইচ্ছানতীর জলে ভাসিয়ে দেব!

প্রতাপ । আর সোনা থাকবে না মহারাজ ! যশোরের অর্থে, যশোর-নারীর সতীত্বে যদি কানকীটের তর্পণ হয়—তখন এ যশোর নরক হ'তেও অপবিত্র হ'বে । সেরূপ পিশাচভোগ্য স্থানের নদীগর্ভে গমনই শ্রেয়ঃ ।

বিক্রম । তা—যদিই আমরা নবাবকে তুষ্ট ক'রবার চেষ্টা করি, সে ত তোমারই জন্ম ! তুমি অন্ডায় না ক'রলে আমাদেরই বা সের খাঁর এত ধোঁসামোদ ক'রবার কি দরকার ?

ভবা । রাম রাম ! টাকাগুলো নয় ছয় । একটা আধটা ? একেবারে একশো লাখ ! একে এই টানাটানির সময়—রাম রাম ! ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়—(স্বগত) ন বিপ্রায়-চ !

প্রতাপ । যদি অন্ডায় ক'রে থাকি, আপনি আমাকে শত সহস্রবার তিরস্কার করুন । তা ব'লে অন্ডের সমক্ষে মর্যাদারক্ষা—পুত্র কি পিতার কাছে প্রত্যাশা ক'রতে পারে না ?

বিক্রম । পথে যেতে যেতে—কাথাকার কে—তার স্ত্রী—

প্রতাপ । কে নয় মহারাজ ! (শঙ্করকে দেখাইয়া) এই ব্রাহ্মণ-সন্তান ।

বিক্রম । য্যা !

প্রতাপ । এই শঙ্করের গৃহিণী—তঁার ওপর অত্যাচার !

ভবা । য্যা !

বিক্রম । শঙ্করের গৃহিণী !

শঙ্কর । মহারাজ, অণ্ড কারও নয়—আপনার আশ্রিত এই ব্রাহ্মণ-সন্তানেরই ওপর অত্যাচার !

বিক্রম । তোমার ওপর অত্যাচার ! ইনি কে ? ইনি কে ?

দাসীর সহিত কল্যাণীর প্রবেশ

শঙ্কর । উনিই আপনার নন্দিনী ।

কল্যাণী । পিতা গৃহস্থের বউ প্রাণের যাতনায় লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়ে রাজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছে !

বিক্রম । এই আমার মা-জননী শঙ্কর-ঘরনী ! তোমাব উপর অত্যাচার !

করজোড়ে প্রণাম

কল্যাণী । পিতা নন্দিনী কি আশ্রয় দানের যোগ্যা নয় ?

বিক্রম । যোগ্যা নও, এমন কথা কোন্ মুখে ব'লব মা ! হিঁদু ব'লে ত আপনার পরিচয় দিই । ভক্তি থা'ক আর না থা'ক, অন্ততঃ হু' একবার মায়ের নাম মুখেও ত উচ্চারণ করি ! তুমি সেই মায়ের অংশ, তাতে ব্রাহ্মণ-কন্যা --তুমি আশ্রয়-দানের অযোগ্যা—এ কথা ব'লে আমার জিভ যে থ'সে যাবে মা ! 'তারা শিবসুন্দরি ! ভবানন্দ ! তুমি ছোট-রাজাকে ডেকে নিয়ে এস ।

ভবানন্দের প্রস্থান

ইচ্ছাময়ী তারা ! তোমারই ইচ্ছা মা ! তোমারই ইচ্ছা ! তোমারই ইচ্ছায় যশোর হয়েছে । আবার তোমারই ইচ্ছায় যদি সে যশোর যায় ত থাক !—প্রতাপ ! তুমি ছোটরাজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা' ভাল বিবেচনা

হয়, কর ! অপরাধ নেই—অপরাধ নেই । তোমার ক্রোধ হবার বিশেষ কারণ আছে । আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম ! মা-লক্ষ্মীকে অস্ত্রপুরে পাঠিয়ে দাও । দুর্গা দুর্গম হরে !

বিক্রম, কল্যাণী ও দাসীর প্রস্থান

প্রতাপ । ওদিকের সংবাদ কিছু জান সূর্য্যকান্ত ?

সূর্য্য । শুনলুম—মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত ক'রেছেন ।

প্রতাপ । যেমন সের খাঁ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শাল্কে পার হয়েছে, অমনি বন্দোবস্ত মত চারিদিক থেকে চার দল সৈন্য বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে । যশোর বিজয় করতে এসে, তারা উল্টে যে একরূপ ভাবে আক্রান্ত হবে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি । কাজেই সে আক্রমণের বেগ রোধ ক'রবার বিশেষ রকম বন্দোবস্ত ক'রতে পারে নি ! সম্মুখে পশ্চাতে উভয় পার্শ্বে, চারিদিক থেকে তীব্রবেগে আক্রান্ত হ'য়ে তারা তিন চার ঘণ্টার ভেতরেই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে ।

সূর্য্য । ভৃত্যকে শুধু স্বজাতিদ্রোহী ক'রতে যশোরে রেখে গেলেন । এ মোগল-জয়ের আনন্দ আমি অনুভব ক'রতে পা'রলুম না !

শঙ্কর । দুঃখ কেন সূর্য্যকান্ত ! দু'দিন পরেই সমস্ত বাঙ্গালাই যে হবে তোমার বীরত্বের লীলাভূমি ।

প্রতাপ । তোমারই শিক্ষিত সৈন্যের গুণে আমি এ বিপুলবাহিনীকে পরাজিত ক'রতে সমর্থ হ'য়েছি ।

সূর্য্য । সের খাঁর সৈন্যের অবস্থা কি ?

প্রতাপ । কতক দল ভাগীরথীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার অর্ধেকের উপর হত হয়েছে ! কতক দল বেড়া-জালে ঘেরা হ'য়ে ধরা প'ড়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় সের খাঁ ধরা পড়ে নি ; শরীর-রক্ষী সৈন্য নিয়ে সে বরাবর উত্তরমুখে পালিয়েছে ।

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় অসম্পূর্ণ থাকে না। সের খাঁ ধরা প'ড়েছে!

উভয়ে। ধরা প'ড়েছে!

সূর্য্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

প্রতাপ। যে ধ'রেছে সূর্য্যকান্ন! সে যদি আনাব যশোব নিয়ে সন্তুষ্ট হব, ও তাকে আনি যশোব দিতে প্রস্তুত আছি।

সূর্য্য। কে যে ধ'বেছে, তাব ঠিক ক'রতে পারি নি। মামুদ, মদন, সুখময়—তিনজনই নবাবকে অসম্বল ক'বেছিল, কিন্তু 'আমি ধ'রেছি'—এ কথা কেউ স্বীকার করতে চায় না। সুখময় বলে—'মদন ধ'বেছে,' মদন বলে—'মামুদ ধ'বেছে,' মামুদ বলে—'সুখময়, মদন নবাবকে গ্রেপ্তার ক'রেছে।'

শঙ্কর। মহারাজ! তারা যশোরপতির খেমেব ভিখাবা—বাজ্যের ভিখাবী নয়।

সূর্য্য। সুন্দর নবাবকে সঙ্গে ক'রে যশোবে আনছে। সুখময়, মদন বাজপুবী লুঠতে চ'লে গেছে।

প্রতাপ। তুমি এগিয়ে যাও। মর্যাদার সঠিত নবাবকে এখানে নিয়ে এস।

সূর্য্যকান্তের প্রস্থান

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। (ফারমান শঙ্করের হস্তে প্রদান) তুমি যশোরেশ্বর হ'য়েছো এ হ'তে খানদেব কথা আর কি আছে প্রতাপ! আমরা বৃদ্ধ হ'য়েছি। এখন অবসর গ্রহণ করতে পারলেই ত আমরা নিশ্চিন্ত।

প্রতাপ। মহারাজ বসন্ত রায়ের আনি একজন সামান্ত ভৃত্যমাত্র। শুধু কার্য্যানুরোধেই আমি যশোরেশ্বর নাম গ্রহণ ক'রেছি।

অভিবাদন

বসন্ত । না, তা কেন ? আমরা সানন্দ-চিত্তে তোমার হাতে রাজ্যভার প্রদান করছি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমাকে যখন যে কার্য্য করতে আদেশ করবে, আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি সে কার্য্য সম্পন্ন করতে চেষ্টা করব। আমাকে আজ থেকে তুমি যশোরের রাজকর্মচারী ব'লেই জ্ঞান কর'। তারপর শোন—নবাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কোলও অংশে সমকক্ষ নই মনে ক'রে, অর্থ ও ক্রীতদাসী উপঢোকন দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা ক'রেছি। এখন তোমার যেকোন অভিযুক্তি, আমি সেই মত কার্য্য করতে প্রস্তুত।

সের খাঁর দূতের প্রবেশ

দূত । আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব মহারাজ ? নবাব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তর শুনে যোগ্য কার্য্য করবেন।

বসন্ত । উত্তর আমি দেবার অধিকারী নই ! যাঁর জন্তে নবাবের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত, তিনি এই আপনার সম্মুখে। ইনিই এখন যশোর-রাজেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য ! উত্তর এঁর কাছেই শুনতে পাবেন।

দূত । ও ! মহারাজ বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে জুয়াচুরি বিছাটাও আঁহুড় ক'রেছেন দেখছি।

শঙ্কর । সাবধান দূত ! দূতের যোগ্য কথা কও। অন্য হ'লে এখনি আমি তার শাস্তি বিধান করতুম।

দূত । তুমি আবার কে ?

বসন্ত । উনি যশোরপতির প্রধান মন্ত্রী।

দূত । তা হ'লে দেখছি—এক সঙ্গে অনেক কমবখতের ম'স্ববার পালক উঠেছে।

প্রতাপ। শঙ্কর! এ দূতকে উত্তর দেবার ভার আমি তোমার উপরেই অর্পণ করলুম।

কমল। গোলাম কাছে থাকতে আপনারা জবাব দেবেন কেন? আওরতের ওপরেই যার জুলুম জবরদস্তী—এমন নবাব—তার দূত। তাকে ঠিক জবাব আপনারা দিতে পারবেন কেন? জবাব আছে এই কমল-মিয়ার কাছে। কি মিখা-সাংবে! জবাব নেবে? তা হ'লে এস, এই নাও। (পাহুকা উন্মোচন) আগ্রার নাগরা মিখা! একেবারে খাস বাদসার সহর—বড় মোলায়েম! রাস্তা হেঁটে তলা ক্ষয়ান আমার বড় একটা অভ্যাস নেই। এই নাও, তোমার মনিবকে বক্শিস্ করলুম। (নাগরা নিক্ষেপ)

বসন্ত। হাঁ—হাঁ!

দূত। বেশ! আমিও গ্রহণ করলুম।

অহান

বসন্ত। এ তোমরা কি করলে?

প্রতাপ। যে নরাধম অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর বলপ্রয়োগে অগ্রসর হয়, এই হ'চ্ছে তার উপযুক্ত উত্তর!

বসন্ত। তুমি যাই বল—আর যাই কর—আর যাই হও—তোমার এ বালকত্ব আমি অনুমোদন করতে পারলুম না। নবাবকে সংগ্রামে পরাস্ত করে যদি এ বীরত্ব দেখাতে পারতে, তখন তোমার এ অহঙ্কার সাজ্জত। বাঙ্গালায় বাক্যবীরের অভাব নেই। যাক—এখন রাজ-কার্যের ভার বুঝে নিতে চাও ত আমার সঙ্গে এস।

প্রতাপ। ব'লেছি ত মহারাজ। যশোরপতি বসন্ত রায়ের আমি একজন তুচ্ছ প্রজা। আপনি বর্তমানে আমি রাজ্যভার গ্রহণ করতে পারি, নিজেকে আমি এমন কার্যক্রম কখনও মনে করি না। দাসের প্রতি রুষ্ট হবেন না। তার মনের অবস্থা বুঝে ক্ষমা করুন।

বসন্ত । তা হ'লে যে কার্য সামান্য অর্থব্যয়ে মীমাংসিত হ'ত তার জন্তে তুমি কিনা রক্ত-শ্রোতে ধরনী ভাসাতে চ'ললে । নিজের স্ত্রী, পুত্র পরিবারবর্গকে বিপন্ন ক'রলে ! কাজটা কি বুদ্ধিমানের যোগ্য হ'ল প্রতাপ !

নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়

সঙ্গীমহ সূন্দরের প্রবেশ

সুন্দর । দাদাঠাকুর ! দাদাঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছি না যে !

শঙ্কর । এই যে ভাই সুন্দর !

সুন্দর । এই যে দাদাঠাকুর ! দাদাঠাকুর কাম্ ফতে ! মায়ের ওপর জুলুমের শোধ—শয়তান গ্রেফ্ তার ।

শঙ্কর । সম্মুখে মহারাজ—আগে তাকে সেলাম কর ।

সুন্দর । মহারাজ ! মহারাজ ! চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না জনাব ! মার্ফ্ করুন !

প্রতাপ । মার্ফ্ কি সুন্দর ! তোমরা আমার হৃদয়ের সার সম্পত্তি—আদরের ভাই !

সুন্দর । মহারাজের পায়ে পাগড়ী রাখতে, সে শয়তান এখনি আপনার কাছে আসছে । দীন দুঃখীর মা-বাপ ! আপনাদের এ ধ্বংস পরিশোধ হবার নয় । তবু গোলামদের ষৎকিঞ্চিৎ 'নজরাণা—নবাবের তাঁবু লুঠ ক'রে পাওয়া গেছে ।

সুন্দরের মুদ্রাধার রক্ষা

প্রতাপ । ভাই সব ! এ তোমাদের উপার্জিত সম্পত্তি তোমরাই গ্রহণ কর ।

সুন্দর । এ কি হুকুম করেন জনাব ! এ ত ষৎকিঞ্চিৎ ! সুখো মদনাকে রাজমহল লুঠ ক'রতে পাঠিয়েছি । দেখি, তারা কি এনে

উপস্থিত করে ! ইচ্ছা হয়—রাজমহলটা তুলে এনে, আপনার পায়ে কাঁচের
বসিয়ে দিই ।

প্রতাপ । সম্মুখে মহারাজ—এ সব উপঢৌকন তাঁকে প্রদান কর ।
তুমি আমি—সকলেই মহারাজের প্রজা !

শঙ্কর । যত শীঘ্র পার, মা যশোরেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা কর ।

প্রস্থান

বসন্ত । এ সব কি প্রতাপ ?

প্রতাপ । আপনার আশীর্বাদ ।

বসন্ত । ভিতরে ভিতরে এমন অদ্ভুত আয়োজন ক'রেছ প্রতাপ
যে, বাঙ্গালার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রলে ! তাঁকে পরাস্ত ক'রে বন্দী
ক'রলে ! আমি যে একটু আগে তোমাতে উল্লাস স্থির ক'রেছিলুম ।
কুলনাশন পিতৃদ্রোহী সন্তান জ্ঞানে মনে মনে আমি যে কত আক্ষেপ
ক'রছিলাম !—প্রতাপ ! বুঝতে পারছি না—তুমি কি ! বলতে
পারছি না—তুমি কে ! কোন্ সাগর সঙ্কেত এ নবোদ্ভূত জীবনযৌত
প্রবাহিত হ'বে—আমি কিছুই ত বুঝতে পারছি না প্রতাপ !

প্রতাপ । দাস আমি—আশীর্বাদ করুন, যাতে বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত
যশোরের মর্যাদা রক্ষা ক'রতে পারি । রাজা বসন্ত রায়ের কাছে
বাঙ্গালার নবাবকে আর যেন কর আদায় ক'রতে না আসতে হয় ।

নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়

বিক্রমাদিত্যের পুনঃ প্রবেশ

বিক্রম । ও বসন্ত ! ও বসন্ত—এল যে ! ও বসন্ত !

বসন্ত । ভয় নেই মহারাজ !

বিক্রম । তা ত নেই । কিন্তু—এল যে ! আল্লা-ল্লা ক'রে এল যে !

বসন্ত । আমাকে বিশ্বাস করুন—নিশ্চিত হ'ন । ও আমাদের পাঠান-
সৈন্য জয়োল্লাস দেখাচ্ছে । সের খাঁ আপনাকে সেলাম দিতে আসছে ।

বিক্রম । সত্য ?

বসন্ত । আপনি নিশ্চিত থাকুন, ঘবে বা'ন । নিশ্চিত হ'বে ঈশ্বর
আবাহন ককন । আন কায়মনোবাক্যে প্রতাপের মঙ্গল কামনা ককন ।

বিক্রম । বটে, বটে !—হুর্গা (ইত্যাদি)

অস্থান

শ্রীমানন্দ, শ্রীমাকান্ত ও সৈন্যদেষ্টিত সের খাঁর প্রবেশ

সের খাঁ চতুর্ক বসন্ত রায়ের সম্মুখে উকীল রক্ষা

ভা ।। (স্বগত) ধরে বাবা ! এ ক'রনে কি !

বসন্ত । প্রতাপ ?

প্রতাপ । বন্দী মর্গাবাজের যা অভিকটি ।

বসন্ত । আসুন নবাব, আমার সঙ্গে আসুন ।

বসন্ত রায়, সের খাঁ ও শ্রীমানন্দের প্রস্থান

প্রতাপ । ভাই সব । তোমরা সবাই যিনে মা যশোবেশ্বরী'র যশোরের
সীমা বৃদ্ধ কর । হিন্দু মুসলমান—এক মায়ের দুই সন্তান । এক অঙ্গে
ঐতিপাতিত, এক মেহ-বন-সিক্ত । বাল্যে ক্রাড়াই, ধোবনে মাতৃসেবা-
কার্যে প্রতিযোগিতায়, বার্কীক্যে আত্মোত্তার—এম ভাই সব—ধানবা
এক প্রাণ, এক মনে, মায়ের দুঃখ দূর করি । পরস্পরের সহায়তায় এঙ্গে
মহাযশোরের প্রতিষ্ঠা করি । মাতৃসেবা-কার্যে জার আনরা ব্রাহ্মণ নই,
শূদ্র নই, সেথ নই, পাঠান নই—বঙ্গ-সন্তান ।

সকলে । বঙ্গ-সন্তান ।

প্রতাপ । সেই মা—সেই বঙ্গের জয় ঘোষণা কর ।

সকলে । জয় বাঙ্গালার জয়—জয় যশোরেশ্বরীর জয় ।

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—কাছারী বাটী

গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ

গোবিন্দ । কি হ'ল ভাই ভবানন্দ ! দেখতে দেখতে এ সব কাণ্ড-কারখানা হ'ল কি !

ভবা । হবে আর কি ! চিরকাল যা হ'য়ে আসছে, তাই হ'য়েছে । দিন দুই তুম-তাড়াকি, তার পর সব ফাঁক ! থাকতে থাকবেন আপনারা—ও ত গেল ! দ্রোণ গেল, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী । আকবরের সঙ্গে লড়াই ! হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজারা কোথায় তল হ'য়ে গেল—কাবুল গেল, কাশ্মীর গেল, দ্বিবিড় গেল, ত্রাবিড় গেল, অমন মহাবীর মহারাণা প্রতাপ—সেই বড় সব ক'রলে । দায়ুদ খাঁ—বাজালার নবাব—তিন লাখ সৈপাই, দশ লাখ হাতী, বিশ লাখ ঘোড়া—সেই কোথা ভেসে গেল, তা প্রতাপ ! চক্রবর্তী হ'ল মন্ত্রী, গুহর বেটা হ'ল সেনাপতি । আর সুখো-মদনা হ'ল কিনা সুবাদার, আর মাম্দো বেটা হ'ল রেসেলদার হাসিও পায়, দুঃখও ধরে ! কালী তারা—কালকের ছোড়া—শ্রাংটো হ'য়ে আমার সম্মুখে চাল-ডিগ্ ডিগ্ খেলেছে—আজ তা'রা হ'ল লড়ায়ে ! ও গিয়ে রয়েছে—আপনি ঠিক জেনে রাখুন ।—উরুকুনির বিটি ফুরুকুনি—তার বিটি হীরে—এত ছালন থাকতেরে আল্লা অম্বলে গ্যালে জিরে ! মোগল গেল, পাঠান গেল, রাজপুত গেল, শিখ গেল—দুর্বলসিং ভেতো-বাজালী হ'ল কিনা লড়ায়ে !—গোবিন্দ—গোবিন্দ !

গোবিন্দ । কিন্তু এই বাজালীই ত সেরখাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারিয়ে দিয়েছে !

ভবা । তারা কি লড়াই ক'রেছে ! সুখো-মদনার সঙ্গে লড়াই—আমাদেরই যে লজ্জা করে ! তা তারা ত প্রকৃত যোদ্ধা । তারা যেমন

অস্ত্র ধরে নি। বড় বড় মাল, এই এমন পালোয়ান, কুস্তীগীর, কৌকড়া-চুলো যমদূত হাবসী—ম্বেলম্খাঁ, হনুমান সিং—হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরোর! —তারা না মেনীমুখো বাঙ্গালীকে দেখেই অস্ত্রশস্ত্র না ফেলে, গৌঁফে চাড়া দিতে দিতে, চোখ রাঙ্গিয়ে, হুম্‌কি মেরে কাজ সেরেছে।

গোবিন্দ। কাজ সারলে ত, হেরে ম'ল কেন?

ভবা। আমোদ—আমোদ। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে লড়াই ক'রতে আমরা আমোদ ক'রে হারি না? আমোদ—আমোদ!

গোবিন্দ। তাতে ত আর মানুষ ম'রে যায় না। এ যে অর্ধেকের ওপর নবাবের ফৌজ কাবার হয়ে গেছে।

ভবা। লজ্জায়—লজ্জায়! ভেতো-বাঙ্গালীর সঙ্গে লড়াই ক'রতে হ'ল ব'লে, লজ্জায় তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে ম'রেছে।

গোবিন্দ। আর নবাব যে ধরা প'ড়ল তার কি?

ভবা। কিন্তু তার গায়ে ত যাহু হাত দিতে পা'রলে না! যাহু সে দিকে খুব টনকো! ছোটরাজার হাতে ভার দিয়ে বলা হ'ল—'খুড়ো মহাশয়। আপনি যা করেন।' শেষ রক্ষা ক'রতে—ম্যাও ধ'রতে ছোটরাজা। ছোটরাজা নবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে—বুলিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে নবাবকে মানে মানে দেশে পাঠিয়ে দিলেন, তবে না দেশ রক্ষা হ'ল! নইলে সেই দিনেই ত সব গিছল। নবাবের একটা হুকুমের অপেক্ষা ছিল। ছোটরাজা না থাকলে হুকুম দিয়েছিল আর কি! আপনার দাদাকে কিছু বলুক আর নাই বলুক, ও বেটাদের ত কড়মড় ক'রে বেঁধে নিয়ে যেত।

গোবিন্দ। বাঁধত কে?

ভবা। নবাবের হুকুম—কে কোথা থেকে এসে তামিল ক'রত তার ঠিক কি! মাটি থেকে সেপাই গজিয়ে উঠত, হা-রে-রে-রে ক'রে একেবারে শঙ্কর চক্রবর্তীর ঘাড়ে প'ড়ত। হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী।

কই মন্ত্রীমহাশয় নিজে নবাবের ভার নিতে পা'রলেন না? নবাব ত আবার ড্যাংডেঙ্গিয়ে সেই রাজমহলে চ'লে গেল!

গোবিন্দ। চ'লে ত গেল, কিন্তু ওদিক থেকে যে সুখময়, মদন রাজমহল লুটে দশ কোর টাকা নিয়ে এল!

ভবা। মেকি—মেকি! টাকা বাজিয়ে দেখুন—একবারে চ্যাপ্ চ্যাপ্। আওয়াজ নেই।

গোবিন্দ। কিন্তু সেই টাকাতে ত ধুমঘাট ব'লে একটা প্রকাণ্ড সহর তৈরী হ'য়ে গেল।

ভবা। ক'দিন বাঁচবে! ভোগ হবে না—রাজকুমার! ভোগ হবে না। (বুক হাত বুলাইয়া) উঃ! গোবিন্দ—গোবিন্দ! দর্পহারী! তুমিই সত্য! আর সব কিছুই নয়।

গোবিন্দ। কিছু নয় ব'ললে আর চ'লছে না ভবানন্দ! ঠেলায় তোমাকে কুঁড়োজালি ধরিয়েছে, গোবিন্দ বলিয়ে ছেড়েছে।

ভবা। তারা—তারা!

গোবিন্দ। কিছু নয় ব'ললে ত চ'লছে না ভবানন্দ! বন-কাটা নগর অমরাবতীকে হা'র মানিয়েছে। সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গালা দখল ক'রে এসেছে। সব ভুঁইয়ারা দাদাকে বড় মেনে মাথা হেঁট ক'রেছে। আর কিছু নয় ব'ললে ত চ'লছে না ভবানন্দ! উড়িষ্যার দুর্দান্ত পাঠান কত্নু খাঁ—সেও এসে দাদাকে প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে কর দিয়ে গেছে। * [এই তিন মাসের ভেতর বাঙ্গালা জয়। হিন্দুস্থান জয় ক'রতে তার ক'দিন লা'গবে!] * চারিদিক থেকে ছড়'ছড়' ক'রে টাকা, সাগর-স্রোতের মতন ধনরাশি, পিপীলিকাশ্রেণীর মতন গাছিব ধুমঘাটে প্রবেশ ক'রছে, একবার গিয়ে দেখে এস—ব্যাপার কি! কাল ধুমঘাটে মহালক্ষীর প্রতিষ্ঠা—হু'দিন পরেই দাদার রাজ্যাভিষেক। কিছু না—কেমন ক'রে ব'লবে তুমি ভবানন্দ!

ভবা। জলে' গেল রাজকুমার—প্রাণ জলে' গেল। বড় যাতনা—
আপনার সে উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না।

গোবিন্দ। দেখবার উপায় কই! আমার সেরূপ সহায় কই!

ভবা। আমি আছি! দেখুন আপনি—দু'দিন দেখুন—আমি কি
ক'রে উঠতে পারি। সে শঙ্কর চক্রবর্তী, আর আমিও ভবানন্দ শর্মা।

গোবিন্দ। পিতা পর্যন্ত দাদার পক্ষপাতী।

ভবা। ঘুরিয়ে দেব—দু'দিন অপেক্ষা করুন—সব ঘুরিয়ে দেব। ওই
ধুমঘাট আপনাদের ক'রে দেব, তবে আমার নাম ভবানন্দ শর্মা।

গোবিন্দ। কেমন ক'রে দেবে?

ভবা। কেমন ক'রে দেব?—যখন দেব, তখন জানবেন। যদি
আপনি ঈশ্বরেচ্ছায় বেঁচে থাকেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন—দাদা আপনার
মারামারি কাটা কাটি ক'রে যা ক'রে যাচ্ছেন, সে সমস্ত রাজা গোবিন্দ
রায়ের জন্তে। বিনা রক্তপাতে আপনাকে ধুমঘাটের সিংহাসনে বসাব।

গোবিন্দ। ভবানন্দ! এমন দিন কি আসবে?

ভবা। এসেছে—আসবে কি! প্রতাপ-আদিত্য রায় আপনার জন্তে
রাজলক্ষী ঘাড়ে ক'রে ধুমঘাটে নিয়ে আসছে।

গোবিন্দ। ভগবান যদি সে দিন দেন—তা হ'লে ভবানন্দ! তুমিই
আমার মন্ত্রী, তুমিই আমার সেনাপতি, আমি শুধু নামে রাজা, তুমিই
আমার সব।

ভবা। আমি—আমি—কিছু নয়, কিছু নয়—শুধু দর্পহারী গোবিন্দ
মুখুন্দন।

রাঘব রায়ের প্রবেশ

রাঘব। দাদা—দাদা! বাজী মাত্!

ভবা। মাত্?

রাঘব । মাত্ ।

গোবিন্দ । কিসের বাজি মাত্ ?

ভবা । ঠিক ব'লছ ত ?

রাঘব । ঠিক ব'লছি ।

ভবা । জয় গোবিন্দ—কালী দুর্গা—দর্পহারী ত্রিপুরারি—কাম্
ফতে । বাজী মাত্ ।

গোবিন্দ । এ সব কি ! বাজী মাত্ কি ? কিছুই ত বুঝতে
পারছি না ভবানন্দ !

ভবা । সে কি ! আপনি জানেন না ?

গোবিন্দ । না ।

রাঘব । রাজ্যভাগ ?

গোবিন্দ । রাজ্যভাগ ! কবে ?—কখন ?

রাঘব । আজকে—এইমাত্র ।

গোবিন্দ । হাঁ দাওয়ান্জী-ম'শায় ! আমাকে ত এ কথা কিছু
বল নি !

ভবা । কাজ না শেষ হ'লে কেমন ক'রে ব'লব ভাই !

রাঘব । জ্যেঠাম'শায় নিজে ভাগ ক'রে দিলেন ।

গোবিন্দ । কি রকম ভাগ হ'ল ?

রাঘব । বড় দাদা দশ আনা, আর আমরা ছয় আনা ।

গোবিন্দ । এতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাজী মাত্ ব'লে
ছুটে এলে !

ভবা । আগে ভারাকে ব'লতে দিন—

গোবিন্দ । আর ব'লবে কি ? দশ আনা, ছয় আনা—কেন ?
আমরা কি সাগরে ভেসে এসেছি ?

ভবা । অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন, আগে শেষ পর্যন্ত শুনুন ।

ছয় আনা নয়—আমার কীরসাজিতে ছয় আনাই বোল আনা। হাঁ
রাঘব! চাকসিরি কোন্‌ তরফে?

রাঘব। ছোট তরফ।

গোবিন্দ। চাকসিরি!

রাঘব। (সোল্লাসে) চাকসিরি। দেওয়ানজী মহাশয় ক'রে দিয়েছেন।

ভবা। কেমন রাজকুমার! একা চাকসিরি দশ আনা নয়?

গোবিন্দ। এ কি তুমি ক'রলে?

ভবা। আমি কে? কালো ক'রেছেন, গোবিন্দ ক'রেছেন।
দেখি—সব বিষয়েই আপনি ফাঁকি পড়েন—কাজেই একটা ব'ড়ের কিস্তী
দেওয়া গেছে।

গোবিন্দ। তা হ'লে ত ভারি মজা হ'য়েছে!

রাঘব। ভারি মজা দাদা—ভারি মজা!

ভবা। আপনারা দু'দিন অপেক্ষা করুন, আমি আরও কত মজা
দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখে আসুন—দেখে আসুন।

গোবিন্দ। এরা এখনও আছে—না চ'লে গেছে?

রাঘব। চ'লে গেছে।

গোবিন্দ। তবে চল দেখে আসি।

উভয়ের গ্রহণ

ভবা। (স্বগতঃ) এই এক চাকসিরিতেই আশুন ধ'রাব, এ সংসার
ছারখার ক'রে না দিতে পা'ম্লে আমার নিস্তার নেই। বোম্বটে সাহেব রজা
—তার সঙ্গে গোপনে গোপনে ভাব ক'রেছি, ঘর-সন্ধানী আমার সাহায্যে
সে একেবারে এ দেশের লোককে ত্যক্ত বিরক্ত ক'রে তুলবে। আগে ত
যাহু ঘর সাম্গান, তার পর দেশ জয়। আর ধনমণিকে ঘরও সাম্গাতে
হচ্ছে না, আর দেশ জয়ও ক'রতে হচ্ছে না। আশুন ধ'রছে—আশুন

ধ'রেছে। ঐ চক্রবর্তীর পোর সঙ্গে বড় রাজকুমার ফিরে আসছে! কি ব'লতে ব'লতে আসছে, আড়াল থেকে শুনতে হচ্ছে।

অন্তরালে প্রধান

শঙ্কর ও প্রতাপের প্রবেশ

শঙ্কর। এ আপনি কি—ক'রলেন? আমি ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা ক'রতে পারলেন না? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ভাগ ক'রলেন! চাকসিরি ছেড়ে দিলেন!

প্রতাপ। এখন উপায় কি? নিজে হাতে করে যে ভাগ ক'রে দিয়েছি। চাকসিরি পরগণার আর—সকল পরগণার চেয়ে বেশী। নিজে নিলে পাছে খুল্লতাত রুষ্ট হ'ন, এই জন্মে চাকসিরি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। ভবানন্দ আমাকে আগে থাকতে ব'লেছিল যে চাকসিরি পরগণা ছোটরাজার নেবার একান্ত ইচ্ছা, বলে—‘আপনি উড়িষ্ঠ্যবিজয়ে যে গোবিন্দদেব-বিগ্রহ এনেছেন, ছোটরাজার ইচ্ছা...এই চাকসিরি সেই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন।’

শঙ্কর। সে যাই হোক, চাকসিরি আপনাকে হস্তগত ক'রতেই হ'বে। চাকসিরি সমুদ্রতীরবর্তী স্থান—বন্দর ক'রবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পটুগীজ রডার আক্রমণ থেকে গৃহরক্ষা ক'রতে হ'লে, যেমন ক'রে হোক চাকসিরি আপনাকে নিতেই হ'বে। নিজের ঘর সুরক্ষিত না রেখে, আপনি কেমন ক'রে পররাজ্য জয় ক'রতে বহির্গত হ'বেন? পদে পদে যখন স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের অপছত হ'বার আশঙ্কা, তখন কেমন ক'রে আমরা বাইরে গিয়ে নিশ্চিত থাকব? এই সে দিন শুনলুম—ধুমঘাট থেকে প্রায় পাঁচ কোশ দূরবর্তী স্থান থেকে তারা লুট ক'রে নিয়ে গেছে। পাঁচ কোশের ভেতর যখন আসতে পেরেছে, তখন ধুমঘাটে আসতেই তাদের কতক্ষণ? বাইরে বেরিয়ে আমরা পাটনা, বেহার দখল ক'রলুম, বাড়ীতে এসে শুনলুম—রাণী, কল্যাণী, ছেলে, মেয়ে সব চুরি হ'য়ে গেছে।

প্রতাপ । যেমন ক'রে হোক চাকসিরি চাই ।

শঙ্কর । যেমন ক'রে হোক চাইই চাই । রডা দুর্কর্ষ শত্রু । রডার গতিরোধ না ক'রতে পারলে বাঙ্গালা উদ্ধারের যত আয়োজন—সব বৃথা । আপনি বজ্রেশ্বর—ক্ষুদ্র যশোর আপনার লক্ষ্যস্থল নয় । পৈতৃক যা কিছু পেয়েছেন—সমস্ত দিয়েও যদি চাকসিরি পান, তাতেও আপনি গ্রহণ করুন !

ভবানন্দের পুনঃ প্রবেশ

প্রতাপ । ভবানন্দ ! ছোটরাজা কোথা ?

ভবা । তিনি ত মহারাজ, এই একটু আগে ধুমঘাট যাত্রা ক'রেছেন ।

প্রতাপ । চ'লে গেছেন, ঠিক জান ?

ভবা । আচ্ছ হাঁ মহারাজ, এই মাত্র যাচ্ছেন । কালকে পূর্ণিমায়ে ধুমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা—তিনি আগে থাকতেই তার আয়োজন করতে গেছেন ।

প্রতাপ তা হ'লে চল, সেই স্থানেই যাই ।

ভবা । কেন, বিশেষ কি প্রয়োজন ছিল ?

প্রতাপ । হাঁ ভবানন্দ ! চাকসিরি যে সমুদ্রতীরে—সেটা ত আমায় আগে বল নি !

ভবা । আচ্ছ—তা হ'লে ত বড়ই ভুল হ'য়ে গেছে । সমস্ত ব'লেছি, আর ওইটে বলি নি ! তবে ত বড়ই অন্তায় ক'রে ফেলেছি ।

প্রতাপ । না—অন্তায় কেন ? তুমি ত আর ইচ্ছাপূর্বক গোপন কর নি ।

ভবা । অন্তায় বই কি ! রাজ-সংসারে যখন চাকরী ক'রতে হ'বে, তখন এমন মারাত্মক ভুল হ'লেই বা চ'লবে কেন ? কি বলেন চক্রবর্তী মহাশয় ?

শঙ্কর । তা ত বটেই ।

ভবা। হিসেব নিকেশের কাজ, তাতে একেবারে সমুদূর ভুল ! ভাল, চাকসিরি যদি আপনি নিয়ে থাকেন, আমি এখন ছোটরাজাকে নিতে অসুরোধ করছি !

প্রতাপ। ছোটরাজাকেই চাকসিরি দেওয়া হ'য়েছে।

ভবা। বস্—তবে ত সকল আপন চুকে গেছে। হাঙ্গামা পোচাতে হয়, ছোটরাজাই পোহাবেন।

প্রতাপ। সেটিকে আবার আমি ফিরিয়ে নিতে চাই, কি ক'রে পাই ভবানন্দ ?

ভবা। তার আর কি। আবার চেয়ে নিলেই হ'ল। আপনাকে অদেয় তাঁর কি আছে ?

প্রতাপ। তা হ'লে এস শঙ্কর—ধুমঘাটেই যাই।

উভয়ের প্রস্থান

ভবা। এই চাকসিরি দিয়েই আগুন লাগা'ব। ওটা আর সহজে পেতে দিচ্ছি না। অন্ততঃ কালকের মধ্যে ত নয়ই, এ দিকে যেমন ধুমঘাটে মহালক্ষ্মীর পূজায় ধুম লাগবে, ওদিক থেকে অমনি রডা সাহেব ঝপাৎ ক'রে প'ড়ে ঘরের লক্ষ্মী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। বন্দোবস্ত সব ঠিক করা আছে। চাকসিরি হাতে না রাখলে কি তোমাদের সঙ্গে যোঝা যায় ! এ বাবা ঢাল তলোয়ার নিয়ে লড়াই নয়। জাহাজ—জাহাজ ! তার ভেতর পোরা—মানোয়ারি গোরা। ভাসা রাজত্ব বাবা—ভাসা রাজত্ব। যেখানে গিয়ে নোজর ক'রলুম, সেইখানেই রাজা।

পঞ্চম দৃশ্য

ধুমঘাট—নদী-তীর

বজরার মাঝিদের সারি গান

এমন সোণার কমল ভাসালে জলে কে রে,

মা বুঝি কৈলাসে চ'লেছে ।

কার ঘরে গিয়েছিলি মা, কে ক'রেছে পূজা ?

কারে তুমি করলে রাজা হ'য়ে দশভুজা (গো) ?

কে দিয়েছে গঙ্গাজল, কে দিলে বেলের পাতা,

কার মাথাতে তুমি ওমা ধ'রলে স্বর্ণ ছাতা (গো) !

প্রস্থান

চণ্ডীবর, কমল, কল্যাণী, কাত্যায়নী ও পুরন্দ্রীগণের প্রবেশ

চণ্ডী । অল্পক্ষণই পূর্ণিমা আছে । এর ভেতরেই মা-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা
ক'রতে হ'বে । আস্তে এত বিলম্ব ক'রলে কেন ?

কল্যাণী । ঘর ছেড়ে চ'লে আসা স্ত্রীলোকের পক্ষে কত কঠিন কথা,
সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—আপনি কেমন ক'রে বুঝবেন ! ডাকাতির ভয়ে
ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আস্তে সাত বার সেই কুঁড়ে ঘরখানির পানে
চেয়ে দেখেছি, আর চোখের জল ফেলেছি । এমন সোণার অট্টালিকা,
শ্বশুরের ঘর—স্বামীপুত্র নিয়ে কতকাল বাস—ছেড়ে আসব ব'লেই কি
টপ্ ক'রে আসা যায় ?

কাত্যায়নী । যদিও আর একটু সকাল সকাল আস্তুম, তা আবার
কমলের জন্তে হ'ল না । কমল সোজা পথ ছেড়ে, কোন্ খাল বিল দে ঘুরিয়ে
ঘুরিয়ে আনলে যে, এক ঘণ্টার পথ আসতে আমাদের তিন ঘণ্টা লাগল ।

কমল । কি ক'রব মা ! শুনেছি, তোমাদের লক্ষ্মী ঠাকুরগ না কি
বড়ই চঞ্চল । তাই তাকে ঘোড়াপথে ঘুরিয়ে আনলুম । পথ চিনে আর
না বেটা ধুমঘাট ছেড়ে পালাতে পারে ।

চণ্ডী। আ পাগল! বেটা কি স্থলপথ জলপথ দে যাতায়াত করে যে, ঘুবিয়ে এনে তাকে পথ ভুলিয়ে দিবি। বেটার কর্মপথে যাতায়াত।

কমল। বেশ, তা হ'লে কর্মপথের ফটক বন্ধ কর! তা হ'লে ত ঠাকুরগ আর পালাতে পা'রবে না!

চণ্ডী। সেই পথই যদি জান্তুম কমল, তা হ'লে কি আর চঞ্চলাকে অপরের দ্বারস্থ হ'তে দিতুম! হতভাগ্য আমরা—সে পথের সন্ধান বছদিন হারিয়ে ব'সেছি! নাও, চল মা, ঘরে এসে আর সময় উত্তীর্ণ ক'রো না।

কমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান

কমল। ধ'রে রাখতেই যদি জান না ঠাকুর, তা হ'লে আর মা লক্ষ্মীকে অত কষ্ট ক'রে মাথায় ক'রে আনা কেন? আমার হাতে দিয়ে যাও, আমি ওকে ইচ্ছামতীর জলে বুড়িয়ে ওর যাওয়া আসার দফা রক্ষা ক'রে দিই!

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। কমল!

কমল। মা! কেন মা!—আহা-হা! এই যে মা! (নতঙ্গানু) একবার মাত্র সন্তানকে দেখা দিয়ে, কোথায় পালিয়েছিলি মা?—মা! জাত হারিয়েছি ব'লে কি, মাকেও হারিয়েছি!

বিজয়া। এই যে বাপ! আবার আমি এসেছি। বাছা ডাকাতে ধ'রবে?

কমল। সুন্দর যে অনেকক্ষণ তাকে ধ'রতে গেছে মা! পঞ্চাশ খানা ছিপ নিয়ে সে চোরমলের খাড়ীর ভেতর ঢুকেছে।

বিজয়া। বেশ, তুমিও চল না!

কমল। আমি কি ক'রব মা! খোলা আমাকে দিয়ে আগ্লাতেই ছুনিয়ার পাঠিয়েছে।

বিজয়া। বেশ, মেয়েই আগ্লাবে—আমাকে রক্ষা ক'রবে।

কমল । তাতে কি হবে ?

বিজয়া । রডা ধরা প'ড়বে ।

কমল । নইলে কি প'ড়বে না ? সুন্দর কি ধ'রতে পা'রবে না ?

বিজয়া । পা'রছে না ।

কমল । কেন ?

বিজয়া । ধূর্ত রডা ইচ্ছামতীতে কিছুতেই প্রবেশ ক'রছে না !

কমল । কেন ? সে কি সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে ?

বিজয়া । সন্ধান পায় নি, কিন্তু কি লোভে আসবে ? প্রলোভনই কই
কমল ? তুমি ত রাণী কাত্যায়নীকে ঘোরাপথে ধুমঘাটে এনে
উপস্থিত ক'রলে !

কমল । ও ! লড়কানি !

বিজয়া । এই—বুঝেছ ।

কমল । ও ! শালান শো'ল যাছ ধ'রতে হ'লে যে পু'টী মাছের
লড়কানি চাই ।

বিজয়া । এই ! নইলে সে আ'সবে কেন ? তা হ'লে আর বিলম্ব
ক'রো না—চল ।

কমল । ওঠ মা ! ছিপে ওঠ ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নদী-তীর—সুন্দরবনের একাংশ

রডা, পোর্ভুগীজ বোম্বটেগণ ও চর

রডা । ও কে আছে ?

চর । রাজা আছে হজুর ।

রডা । আরে উল্লুক ও হামি জানে, বসণ্ট রায়ের ও কে আছে ?

চর । ভাইপো হজুর !

রডা। ওর কি ক্ষেমটা আছে ?

চর। সব ক্ষমতাই এখন তার হজুর ! তাকে না জব্দ করতে পারলে তোমার টাকা আদায় কিছুতেই হবে না ।

রডা। সে কি ব'লেছে ?

চর। সব কথা তোমাকে বললে, তোমার রাগ হবে হজুর ।

রডা। আরে এখনি ত রাগ হচ্ছে, তোমাকে চড় মারিতে হামাড় হাত ছট্ ফট্ করছে, টাকা ডিবে কি—না ?

চর। ব'লেছে—দশ লাখ কি, দশ কড়া কড়িও দেবো না, যদি সে নিজে এখানে এসে হাত জোড় ক'রে ভিক্ষে না চায় ।

রডা। কিম্ মাফিক জোড় ? (হাতে বুক বাধিয়া) ইস্ মাফিক ? (করজোড় করিয়া) না ইস্ মাফিক ?

চর। তার বড় আম্পর্ক সাহেব ! সে তার বাপ খুড়োকে এক রকম বন্দী ক'রে নিজে রাজা হয়েছে । এত বড় আম্পর্ক যে মোগল বাদসাকে পর্যন্ত খাজনা দিচ্ছে না । এমন কি বাদসার কিস্তির টাকা লুটে তাই দিয়ে ধুমঘাট ব'লে একটা সহর তৈরী ক'রে ফেলেছে ।

রডা। আচ্ছা যাও, ও ধুমঘাট হামি আগুন-ঘাট ক'রে যাবে । সারা দেশ জ্বালিয়ে দেবে । ডন রডারিগো আর ডয়া করিবে না ।

চরের প্রস্থান

বালক, বালিকা প্রভৃতি বন্দীগণ লইয়া পোর্তুগীজ সৈন্যগণের

প্রবেশ ও বন্দীদের করুণ রোদন

এই ঠিক হইয়াছে ।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ ! এই ত আমার পাঁচ লাখ উঠিয়া গেল !

ভবানন্দ। উঠবে বইকি হজুর, তোমার টাকা আটকাবে সে ডাংপিটে কালকের ছোড়া কেবলা, এই রকম দু'চার মাস দরা ক'রলেই

তোমারও টাকা উঠে যাবে, দেশও মরুভূমি হবে। সেই মরুভূমির ভেতর বসে' শুধু একটা ধুমঘাট নিয়ে ক'দিন বেটা রাজত্ব করে, একবার দেখে নেব। অন্ন—অন্ন মেরে দাও হুজুর। পেট না চললে দু'দিনেই ধুমঘাটে ইচ্ছামতী ঢেউ খেলে চ'লে যাবে। এই ত সব দেশের অন্ন। এই সব অন্নে যা দাও। আবাল-বুদ্ধ-বনিতা, যেখানে যাকে পাবে, ধ'রে নিয়ে যাও। চাষ যাক, বাস যাক, রাজা প্রতাপ-আদিত্য রায় জুল্ জুল্ ক'রে দেশের দিকে চেয়ে থাক।

রডা। সব লে যাও, এ সব হামি বিক্রী ক'রবে—যে মুলুকে বাবু আছে, সে মুলুকে কুলি হোবে।

ভবা। ঠিক হবে, ভাল কুলি হবে, মজা ক'রে খাটবে, আর কষ্ট ক'রে খাবে।

রডা। লে যাও। (বন্দিগণের ক্রন্দন)

ভবা। হাঁ হুজুররা লে যাও। (বন্দিগণের প্রতি) এখানে চীৎকার ক'রলে কি হ'বে? নতুন বাজা হযেছে—সে তোদের রক্ষা ক'রতে পারে না? হুজুরের ভারি দয়া, তাই তোদের ইচ্ছামতীতে না ডুবিয়ে মেরে—ধ'রে নিয়ে এসেছে। যা যা, কত নতুন রকমের মুলুক দেখবি, কত কি খাবি—মুখে, ঘাড়ে, পিঠে—ঠিক হয়েছে, যা, আবার কান্না—হুজুরের জয়-জয়কার ক'রতে ক'রতে চ'লে যা।

ক্রন্দনরত বন্দিগণকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান

রডা। কেমন এই ঠিক ত বোবানন্দ?

ভবা। এমন ঠিক আর দেখি নি হুজুর!

রডা। কেবল করিবে হামি অত্যাচার, গ্রাম জালিয়ে দেবে—খান চাল পুড়িয়ে দেবে—ছেলে মেয়ে লুটিয়ে লেবে।

বেগে জনৈক চরের প্রবেশ

ভবা। কিরে, কিরে, কি খবর?

চর। হুজুর জলদি—জলদি—ইচ্ছামতীতে—

রডা। জননি বোলো—ইচ্ছামতীতে কি হইয়াছে ?

চর। একখানা নৌকো, তার উপর ভারী সুন্দরী এক আওরাৎ ।

রডা। আওরাৎ ?

ভবা। আওরাৎ ! ইচ্ছামতীতে ?

চর। এমন সুন্দরী কখন দেখি নি—ইচ্ছামতী আলো হয়ে গেছে !

ভবা। তা হলে ঠিক হয়েছে, রডা হুজুর এ সেই প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী ।

বোধ হয় সে ধূমঘাট দেখতে আসছে ।

রডা। বস, বস, ও মেরি ! আউর পাঁচ লাখ উঠিয়া গেল ।

ভবা। পাঁচ লাখ ব'লছ কি হুজুর—বিশ লাখ, বিশ লাখ ।

রডা। চল বোবানন্দ—চল ।

ভবা। তোমার কোন ভয় নাই হুজুর ! স্মৃতি করে চ'লে যাও—

ভয়ের গোড়া চাকসিরি—আমি আগলে রেখেছি ।

রডা। বয় ? বয় কি বোবানন্দ ! বয় তোমাদের দেশে আছে ।

আমাদের দেশ পোর্টুগাল । সেখানে সব আছে—কেবল বয় নেই ।

প্রস্থান

ভবা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে প্রতাপ ! তোমাকে আমি
সুশৃঙ্খলে রাজত্ব ক'রতে দিচ্ছি নি ।

সপ্তম দৃশ্য

ধূমঘাট—পথ

প্রতাপ ও ইসা খাঁ

ইসা খাঁ। হাঁ প্রতাপ ! এমন সোনার সূহর তৈরী ক'রলে তা
আমাকে খবর দিলে না ? আমাকে এ আনন্দের কিছু ভাগ দিলে
তোমার কি বড়ই লোকমান হ'ত ? কি সাজান বাগানই সাজিয়েছো ।
মরি মরি ! ধূমঘাটের কি অপূর্ব বাহার ! কেভাবে বোগদানের নাম

শুনেছিলুম, নসীবে কখন দেখা হয় নি, তোমার কল্যাণে সেটাও আজ আমার দেখা হ'ল! আগ্রা দেখা হ'য়েছে, দিল্লী দেখেছি, হিন্দুস্থানের বড় বড় সহর দেখেছি, কিন্তু বাবাজী! তোমার ধুমঘাটের মত সহর বুঝি আর দেখব না। চারিদিকে নদী, মাঝখানে দ্বীপের মতন পরীস্থান, দূরে নিবিড় জঙ্গল—সীমাশূন্য সুন্দরবন। তার ওপর আশ্বিনী পূর্ণিমা। প্রতাপ! সত্য সত্য এ আমি কি দেখলুম। দূরে মন্দিরের পাশে যে সুন্দর মসজিদ আর গীর্জা দেখেছি, ও কি তোমারই কৃত?

প্রতাপ। এক মায়ের পেটের তিন ভাই। যদি আমি ক'রে দিই, তাতে দোষ কি জনাব!

ইসা খাঁ। এ তোমারই যোগ্য কথা। তা এমন পবিত্র ধুমঘাট সহর ক'বুছ, আমায় খবর দিতে তোমার কি হ'য়েছিল?

প্রতাপ। সপ্তাহমাত্র নগর-নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সবে মাত্র নগরের প্রতিষ্ঠা। তাই আপনাকে অগ্রে সংবাদ দেবার অবকাশ পাই নি। বিশেষতঃ, ছোটরাজাই এ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমি এ তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরেছি।

ইসা খাঁ। শুনলুম, এই তিন মাসের মধ্যেই তুমি সমস্ত বাঙ্গালা জয় ক'রেছ।

প্রতাপ। জয় করি নি নবাব। বাঙ্গালার সমস্ত ভূঁইয়াদের দ্বারে গিয়ে আমি নানা রত্ন ভিক্ষা ক'রে এনেছি।

ইসা খাঁ। কি রত্ন প্রতাপ?

প্রতাপ। তাঁদের হৃদয়।

ইসা খাঁ। ভাল, তা আমাকে জয় করিতে গেলে না কেন?

প্রতাপ। আপনাকে ত বছকাল জয় ক'রে রেখেছি। খুলতাত রাজা বসন্ত রায়ের বিনিময়ে এ রত্ন ত আমরা বছদিন লাভ ক'রেছি।

ইসা খাঁ। তা ঠিক ব'লেছ। তোমাদের কাছে আমি বছদিন থেকে

বিক্রীত। যে দিন থেকে রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে পাগড়ী বদল ক'রেছি, সেই দিন থেকে রায় পরিবারকে আমার নিজের সংসার মনে করি। আমার সম্ভান নেই, মনে মনে সঙ্কল্প—মৃত্যুকালে আমার হিজলী তোমাদের ক'টি ভাইকে দান ক'রে যাই। তোমাদের পর ভাষ্তে গেলেই আমার প্রাণে যেন কেমন ব্যথা লাগে।

প্রতাপ। বঙ্গদেশে আপনাদের মতন দু'চার জন হিন্দু-মুসলমান থাকলে কি আর এদেশের দুর্দশা হয়। কবে বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলাবদলি ক'রবে জনাব ?

ইসা খাঁ। আশ্বস্ত হও, শীঘ্র ক'রবে। দু'দিন বাদে সবাই বুঝবে—বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর।

প্রতাপ। কবে বুঝবে! বাঙ্গালার রাজা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—বাঙ্গালী!

ইসা খাঁ। সত্বরেই বুঝবে। বুঝবে কি—বুঝেছে। খোদার মজ্জিতে বুঝি সে দিন এসেছে! যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে মহাত্মা বসন্ত রায় আমাকে তার আপনার ক'রে নিয়েছে, আমার বিশ্বাস—প্রতাপ-আদিত্যও সেই অপূর্ব আকর্ষণী শক্তির অধিকারী! প্রতাপ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—সমস্ত বাঙ্গালীর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বরূপ হয়ে তুমি চিরস্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ কর।

প্রতাপ। আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

ইসা খাঁ। বেশ, আমি এখন চল্লুম।

এহান

প্রতাপ। ইসা খাঁ মনসর আলিকে দেখলুম, কিন্তু ছোটরাজাকে ত দেখতে পাচ্ছি না! তাঁর মনোগত ভাব ত আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি না। কাল থেকে সন্ধান ক'রছি, কোথাও সন্ধান মিলছে না! যশোরে যাই, শুনি, ছোটরাজা ধুমঘাটে! আবার ধুমঘাটে এসে শুনি তিনি যশোরে। বোধ হয়, রাজা অসুস্থানে জানতে পেরেছেন, আমি

চাকসিরির ভিখারী। কি নির্বোধের মতনই কার্য ক'রেছি। কেন শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি বিষয়ভাগে সম্মতি দিলুম! সম্মতি দিলুম ত ভাগের ভার নিজহাতে নিলুম কেন? নিজের ঘর অরক্ষিত রেখে কোন্ সাহসে আমি পররাজ্যে অগ্রসর হই! এখন যদি ছোটরাজা চাকসিরি প্রতারণা ক'রতে না চান? কি করি—কি করি! এক সামান্য ভ্রমের জন্তে আমার এত ষড়্, এত চেষ্টা, প্রাণপণ সাধনা—সমস্ত পণ্ড হবে? করতলগত বঙ্গরাজ্য আবার কি হস্তচ্যুত ক'রতে হ'বে? *[ধূমকেতুর মত আমার সৌন্দর্য্য দুদিনের জন্তে ক্ষণ আলোক বিকীর্ণ ক'রে শুধু অশান্তির পূর্ব-সূচনাস্বরূপ আমার যশোর কি অনন্ত কালের জন্তে অনন্ত আধারে মিলিয়ে যাবে!]* না, তা হ'তেই পারে না। আমি ধন চাই না, যশ চাই না, পুণ্য চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না—যশোর চাই। *[আমি নিজের স্বার্থের জন্তে, আত্মীয়তা, মায়া, মমতার জন্তে—সাতকোটি বাঙ্গালীকে আর বিপন্ন ক'রতে পারি না।]* আমি যশোর চাই—নরকের প্রচণ্ড অনলপথ ভেদ ক'রেও যদি আমাকে যশোর ফিরিয়ে আনতে হয়, তবু আমি যশোর চাই।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। এই যে মহারাজ! আপনি এখানে? সমস্ত সহর খুঁজে খুঁজে আমি অবসন্ন। আপনার গৃহে মহাগন্ধীর প্রতিষ্ঠা, আর আপনি পথে পথে।

প্রতাপ। ছোটরাজাকে দেখতে পেলে?

শঙ্কর। অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আজকের দিনটে ভালয় ভালয় কেটে যাক!

প্রতাপ। বিজ্ঞ হ'রে তুমি এ কি ব'লছ শঙ্কর! এক ভুল ক'রেছি বলে আবার কি তুমি আমাকে ভুল ক'রতে বল? আর যুদ্ধের মাত্র দিন

হ'লে চাকসিরি দূরে—অতিদূরে চ'লে যাবে। সহস্র চেষ্টায়ও আর তাকে স্পর্শ ক'রতে পা'ব না।

শঙ্কর। তবে কি আপনি অভিষেক কার্যটা পণ্ড ক'রতে চান ?

প্রতাপ। অভিষেক ! কা'ব অভিষেক ? আমি ত ভিখারী ! আমার আবার অভিষেক কি ? আমি ত যশোরেশ্বরীর দ্বারে একমুষ্টি অন্ন পাবার প্রত্যাশী ! আমার আবার অভিষেক-বিডম্বনা কেন ?

শঙ্কর। যদি ছোটরাজা চাকসিবি না দেন, তা হ'লে কি আপনি এই উপলক্ষে একটা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত ক'রবেন ?

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ ! দেবসেবাই তোমাদের কার্য। রাজসেবা কার্য নয় !—কেও ?

কৃষকগণের প্রবেশ

১ম, কৃ। কে হ'জুব—আপনারা কে হ'জুর ?

শঙ্কর। তোমরা কাকে খোঁজ ?

১ম, কৃ। আমাদের রাজা কোথায় ব'লতে পারেন ? শুন্‌লুম তিনি সহর দেখতে বেরিয়েছেন।

প্রতাপ। এত রাতে রাজাকে কি প্রয়োজন ?

১ম, কৃ। আর হ'জুর ! বোম্বটেদের অত্যাচারে ত সব গেল।

সকলে। হ'জুর ! সব গেল !

১ম, কৃ। গ্রাম উচ্ছন্ন দিলে ! পয়সা-কড়ি, গরু-বাছুর, স্ত্রী-পুত্র—কিছু রাখলে না !

সকলে। কিছু রাখলে না হ'জুর ! কিছু রাখলে না !

১ম, কৃ। কোন রাজা আজও পর্যন্ত তাদের কিছুই ক'রতে পারেন নি। শুন্‌লুম, নতুন রাজা হ'য়েছেন, তিনি নাকি মোগল হারিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে লোকে তাঁর গুণ গান ক'রছে। ব'লছে—

সকলে । (সুরে) স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে ।

প্রতাপ-আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে ॥

১ম, কৃ । সেই কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে ছুটে চ'লেছি হজুর ।

প্রতাপ । বেশ, আজ রাত্রে মতন অপেক্ষা কর । কাল প্রাতঃকালে এস ।

১ম, কৃ । এলে উপায় হবে হজুর ?

প্রতাপ । তোমাদের উপায় না ক'রে প্রতাপ-আদিত্য রাজ্য গ্রহণ ক'রবেন না ।

১ম, কৃ । বসু, তবে আর কি—হরি হরি বল !

সকলে । স্বর্গে ইন্দ্র ইত্যাদি ---

কুমকগণের প্রস্থান

প্রতাপ । শঙ্কর ! চাকসিরি দাও --যেমন ক'রে পার, চাকসিরি দাও ।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত । কে ও—প্রতাপ ?

প্রতাপ । এই যে খুড়ো মহাশয় !

শঙ্কর । দোহাই মহারাজ ! সর্কনাশ ক'রবেন না । দোহাই মহারাজ ! অন্তঃসারশূন্য নদীতটে সোনার অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা ক'রবেন না । জ্ঞাতিবিরোধেই এ ভারতের সর্কনাশ হ'য়েছে ।

প্রতাপ । কিছু ভয় নেই শঙ্কর । গুরুজনের মর্যাদাহানি—আমি সহজে ক'রব না ।

বসন্ত । শুনুম, তুমি আমাকে অনেকবার অনুসন্ধান ক'রেছ—
কেন প্রতাপ ?

প্রতাপ । খুড়ো মহাশয় ! কাল আমি একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি ।

বসন্ত । কি ভুল প্রতাপ ?

প্রতাপ । সে ভুলের সংশোধন—আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করি ।

বসন্ত । কি ভুল ক'রেছ, বল ।

প্রতাপ । চাকসিরি পরগণা—

বসন্ত । আমাকে দেওয়া কি তোমার ভুল হ'য়েছে ?

প্রতাপ । আজ্ঞে, চাকসিরি ধুমঘাট নগরের প্রবেশদ্বার—এটা আমার আগে জানা ছিল না ।

বসন্ত । কি ক'রতে চাও বল । তুমি বলতে এমন কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন ? আমি ত রাজ্য বিভাগে কোন কথা কই নি । তুমি আর তোমার পিতা তোমরা দু'জনেই ত সব ক'বেছ । আমি ত একটিও কথা কই নি ।

প্রতাপ । যা নিয়েছি, সব দাঁচ্ছ ! আমার দশ আনা নিয়ে আপনি চাকসিরি আমাকে প্রত্যর্পণ করুন ।

বসন্ত । কি প্রতাপ ! তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও ! মোগল-জয়ে এত উদ্বিগ্ন, এত জ্ঞানশূন্য যে, আমাকেও তুমি এত তুচ্ছ জ্ঞান কর ! তুমি আমাকে উৎকোচদানে বশীভূত ক'রতে চাও !

প্রতাপ । ক্রোধ ক'রবেন না । আমার মানসিক অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া করুন ।

বসন্ত । আমি চাকসিরি দিতে পা'রব না । আমি সে স্থান গোবিন্দ দেবের নামে উৎসর্গ ক'রবার ইচ্ছা ক'রেছি ।

প্রতাপ । আপনি তার সমস্ত উপস্থিত গ্রহণ করুন ।

বসন্ত । প্রতাপ ! বৃদ্ধ বসন্ত রায়কে প্রলোভন দেখিও না ।

প্রতাপ । দেখুন, পটু'গীজ জলদস্যুর অত্যাচার থেকে গৃহ-রক্ষা ক'রবার জন্তে আমি এই প্রস্তাব ক'রছি ।

বসন্ত । বসন্ত রায়ই কি এত হীনবীয়া ! সে কি নিজে জলদস্যুর অত্যাচার থেকে দেশ রক্ষা ক'রতে পারে না ?

প্রতাপ । ভাল, দান করুন !

বসন্ত । যখন দানের যোগ্য বিবেচনা ক'রব, তখন দান ক'রব ।

গুরুজনের অবমাননাকারী পিতৃদ্রোহী সন্তানকে আমি কিছুতেই দেব-
ভোগ্য স্থান দানের যোগ্য বিবেচনা করি না !

প্রতাপ । কিছুতেই চাকসিরি দেবেন না ?

বসন্ত । কিছুতেই না—জীবন থাকতে না ।

শঙ্কর । মহারাজ ! ক্ষান্ত হ'ন । বাতুলের স্তায় এ আপনি কি
ক'রছেন ! গুরুজনের অমর্যাদা—ক'রছেন কি !

প্রতাপ । দেবেন না ?

বসন্ত । জীবন থাকতে না । চাকসিরি চাও—তা হ'লে এই 'গঙ্গাজল'
নাও ! আগে বসন্ত রায়ের হৃদয় বিক্রম কর ! (তরবারি নিক্ষেপণ)

শঙ্কর । সর্বনাশ হ'ল—সব গেল !—ছোটরাজা মহাশয় দয়া ক'রে
এ স্থান ত্যাগ করুন !

প্রতাপ । বক্ষ-বিদারণই হ'চ্ছে—এ স্বার্থপরতার উপযুক্ত ঔষধ ।

এস্থান

বসন্ত । স্বার্থপরতা ! স্বার্থপরতার যদি এক বিন্দুও বসন্ত রায় হৃদয়ে
পোষণ ক'রত, তা হ'লে প্রতাপকে আজ এইরূপ উদ্ধতভাবে তার খুল্ল-
তাতে সন্মুখে কথা কইতে হ'ত না । এতদিনে তার দেহের পরমাণু ইচ্ছা-
মতীর জলতরঙ্গে কল্লোলিত হ'ত । তোমাদের অমুগ্রহভিধারী হ'য়ে আজ
আমাকে সামান্ত ছয় আনার অংশীদার হ'তে হ'ত না !

শঙ্কর । ছোটরাজা মহাশয় ! আমার প্রতি কৃপা ক'রে আপনি
এস্থান ত্যাগ করুন ।

বসন্ত । বসন্ত রায়কে যদি আজও চিন্তে না পার প্রতাপ, তা হ'লে
বক্ষে স্বাধীনতা-স্থাপন সম্বন্ধে তোমার যত চেষ্টা—সব পণ্ড্রম ।

শঙ্কর । নিশ্চয় । এ কথা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রছি । আমি
দেখতে পাচ্ছি—বক্ষের উপর বিধাতা বিরূপ । নইলে দুই জনই—মহাপুরুষ,
কেউ কাউকে চিন্তে পা'রুলে না কেন ? পরস্পরে মিলতে এসে,

মহালক্ষ্মীর অভিষেকের দিবসে এমন দুর্ঘটনা ঘটল কেন ? মহারাজ !
ব্রাহ্মণের অনুরোধ—ব্রাহ্ম সন্তানকে ক্ষমা করুন। দোহাই মহারাজ !
প্রতাপের ওপর আপনি ক্রোধ রাখবেন না।

বসন্ত । কার ওপর ক্রোধ করুব শঙ্কর ! এখনও যে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ
সহোদর—রাজা বিক্রমাদিত্য বর্তমান। এখন নিজেরই আমার লজ্জা
ক'রছে। ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে এ আমি কি ছেলেমানুষী
ক'রলুম ! দাদা শুনলে মনে ক'রবেন কি !

শঙ্কর । নিশ্চিন্ত থাকুন—আর কেউ এ কথা শুনবে না মহারাজ !
—অনুগ্রহ ক'রে ঘরে চলুন।

বসন্ত । কি ক'রলুম—বৃদ্ধ বয়সে এ আমি কি করলুম !

শঙ্কর । কোন ভয় নেই মহারাজ !—নিশ্চিন্ত থাকুন—এ কথা শুধু
শঙ্কর শুনেছে !

উভয়ের প্রস্থান

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা । আর শুনেছে ভবানন্দ । তখন আর শুনেছে—দূর ছাই !
কার নাম করি—তা হ'লে যশোরের টিকটিকিটি পর্যন্ত এ কথা শুনতে
পেয়েছে। বড়রাজা ত শুনে ব'সে আছে। বস্ আর কি ! আর
আমাকে পায় কে ? ভবানন্দ ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল। একবার
প্রাণ ভ'রে সেই দর্পহারীর নাম কর। আগুন জলেছে—আগুন লেগেছে।
কুলকুণ্ডলিনী ফোস ক'রেছে। গোবিন্দ বল ভবানন্দ !—গোবিন্দ বল।

অষ্টম দৃশ্য

নদী-তীর

নদীবক্ষে নৌকায় বিজয়া ও সন্নিগণ

গীত

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে করে, কার মেয়েটি কালো ।
মুখ-ভরা তার অটহাসি, বুক-ভরা তার আলো ॥
চল্ চল্ চল্ আগে, চল্ চল্ চল্ আগে,
তিন ভুবনের তরী এসে ওই যে ঘাটে লাগে ।
পাহাড় ভাঙ্গা স্রোত ছুটেছে, কুল-ভাঙ্গা ওই বান ।
ওই মেয়েটির চরণ ছুঁয়ে গাইছে নতুন গান ॥
অটহাসি দেশ জাগা'লে ঘুম পালালো বনে ।
আমরা শুধু চোখ বুজে কি রইব ঘরের কোণে !
কালো মেয়ে ধলা হোল, উঠল মোদের নায়—
গৌরী পেয়ে এবার তরী উজান বেয়ে যায় ।
চল্ চল্ চল্ আগে, চল্ চল্ চল্ আগে ।
মরা নদী ভ'রে গেল, নবীন অনুরাগে ॥

প্রস্থান

নদীবক্ষে অপর নৌকায় দূরবীক্ষণ হস্তে রডার অনুসরণ

* * *

তীরভূমি

রডা ও বিজয়ার প্রবেশ

রডা । হোঃ—হোঃ—হোঃ !

বিজয়া । হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ ! এই দেখ বীর আমি নদী
ছেড়ে উপরে উঠেছি ।

রডা । টুপি কি মনে করিয়াছ, হামি তীরে উঠিতে জানে না, জন্মিয়া
অবধি হামি অলে খুঁটিয়েছি !

বিজয়া । আমাকে তা হ'লে না ধরিয়৷ ছাড়িতেছ না ?

রডা। সে কি বুঝিতে পার্ছ না। আমরা পোর্টুগীজ আছে—হামি লোক যে কাম করিবার প্রতিজ্ঞা করিবে, হয় করিবে নয় মরিবে। তুমি হামাকে বডই ঘুবাইয়াছ। এত ঘোর আমাকে আর কেউ কখন ঘুরায় নাই। তোমার মত লেডি আর কভি না দেখিয়াছে।

বিজয়া। তুমি পোর্টুগীজ না কি বললে ?

রডা। হাঁ পোর্টুগীজ আছে—ক্রিষ্টান আছে।

বিজয়া। ক্রিষ্টানদের না মেরী আছে ?

বডা। আলবৎ আছে।

বিজয়া। হামি-বি ওই মেরী আছে।

রডা। ওঃ—হো—

বিজয়া। ভাল ক'বে দেখ।

বডা। ও—হো—হো—হো—

বিজয়া। বেশ ভাল ক'রে দেখ। (মেরী-মূর্তিধারণ)

রডা। ও মেরী—মেরী—মেরী ! (নতজানু)

বিজয়া। তুমি আমায় ধ'রতে আস নি বীর—আমি তোমার অত্যাচারকে ধ'রতে এসেছি !

রডা। ও মেরী—ও মেরী—

বিজয়া। এস ক্রিষ্টান সন্তান—আমাকে ধর ! ধ'রবার আগে তোমার অত্যাচার-মূর্তি ইচ্ছামতীর জলে বিসর্জন দাও।—সুন্দর !

সুন্দর ও সহচরগণের প্রবেশ

আমার ক্রিষ্টান সন্তানকে প্রতাপের কাছে নিষে যাও, তিনি রাজা—এর অপরাধের বিচারকর্তা।

সুন্দর। আর হাঁ-ক'রে দেখ্ছ কি রডা-মিঞা—আজন্ম দেখে দেখে দৈবার মীমাংসা হয় নি—চল।

রডা। ও মেরী—ও মেরী—মেরী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধুমঘাট—নদী-তীর

প্রতাপ ও শঙ্কর

শঙ্কর । ক'রছেন কি মহারাজ ! আবার এখানে ফিরে এলেন !
আপনি সমস্ত কার্য্য পণ্ড ক'রতে চান ?—কেও—কেও—

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

কখন এলে ?

সূর্য্য । এই আসছি ।

শঙ্কর । কিছু নূতন খবর আছে না কি ?

সূর্য্য । আছে, বাঙ্গালা বে-দখল—এ খবর আগ্রায় পৌঁচেছে ।

শঙ্কর । পৌঁচেছে—সে ত জানা কথা । তা আর নূতন খবর কি !

সূর্য্য । বাদশা আজিম খাঁ নামে একজন সৈনিককে যশোর-জন্মে
প্রেরণ ক'রেছেন । সম্রাটের জেদ—যেমন ক'রে হোক যশোর ধ্বংস
ক'রে মহারাজকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় প্রেরণ ।

প্রতাপ । শঙ্কর ! হয় আমাকে চাকসিরি দাও, নয় আমাকে
পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় পাঠাও—সকল আপদ চুকে যুক্ক । তোমার
সেই দরিদ্র প্রজা সকলকে আবার প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দাও ? যা
কল্যাণীকে আবার সেই পর্ণকুটারের আশ্রয়ে যেতে বল । সেখানে নবাব,
এখানে রডা !

শঙ্কর । সৈন্ত কত—খবর নিতে পেরেছ ?

সূর্য্য । প্রায় লক্ষ । তা ছাড়া বাঙ্গালা থেকেও কিছু সংগ্রহ হ'জ্জো

পারে। এবারে বিপুল আয়োজন। বাইশ জন আমীর আজিমের সঙ্গে আসছে।

শঙ্কর। এসেছে কত দূর ?

সূর্য। বারাণসী ছাড়িয়েছে।

শঙ্কর। আমাদের সৈন্য কি বারাণসীতে ছিল না ?

সূর্য। ছিল। কিন্তু তারা বেহারী সৈন্য। ভয়ে সকলে আজিমের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

শঙ্কর। বেশ, তুমি চ'লে এলে কেন ? তুমি কি লক্ষ সৈন্তের নাম শুনে ভয়ে পালিয়ে এলে !

সূর্য। আমার গুরু—দরিদ্র ব্রাহ্মণ হ'য়ে বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বী ! আমি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষিত। ভয় কথা—আমার অভিধানে নেই।

শঙ্কর। বেশ, তবে মা যশোরেশ্বরীর নাম ক'রে তাঁর রাজ্যরক্ষাস্বরূপ শুভকার্যে অগ্রসর হও। মহারাজ নিজে নগর রক্ষা করুন।

প্রতাপ। আজিম কে—তা জান ?—কত বড় বীর, তা কি তোমাদের জানা আছে ?

সূর্য। জানি মহারাজ ! আজিম দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী দুর্ধর্ষ বীর। এক মানসিংহ ব্যতীত তার সমকক্ষ সেনাপতি—আকবরের আছে কি ন সন্দেহ ! আজিম বহু যোদ্ধার সন্মুখীন হ'য়েছে, বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রেছে ! পরাজয় কাকে বলে—জানে না, কিন্তু এটাও জানি—বাকালার তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী। আজিম দাক্ষিণাত্যের এক এক বুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত ক'রেছে। কিন্তু একটা জাতি যে বুদ্ধের সেনাপতি, যে স্থানের অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আজিম কখনও সেরূপ সৈন্তের সন্মুখীন হয় নি। —প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটা জাতি অতি ক্ষুদ্র হ'লেও তার বিনাশ নেই। মহারাজ ! কাঠবিড়ালী দিয়েই

সাগরবন্ধন। অল্পে অল্পে সঞ্চিত মৃত্তিকাকণায় সাগর-হৃদয় ভেদ ক'রে যে বাঙ্গালার সৃষ্টি, যে বাঙ্গালার সঞ্চিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালীশক্তিকণায় কি অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে না ?

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত ! তুমি জাতীয় জীবনের সমষ্টি। তোমার কথায় আমি বড় আনন্দ লাভ ক'রলুম। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমিও ত ঘরে থাকতে পা'রব না ! তা হ'লে আমার গৃহরক্ষা করে কে ? দস্যুর আক্রমণ থেকে যশোরের কুলকামিনীদের বাঁচায় কে ?

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ ! রডা বোম্বটে ধরা প'ড়েছে।

প্রতাপ। সত্য কমল—সত্য ?

কমল। গোলাম কি তামাসা ক'রবার আর লোক পেলেন না জনাব ! শঙ্কর। মহারাজ ! মা যার সহায়, তার আবার নিজের স্বন্ধে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণের অভিমান কেন ? জয় মা যশোরেশ্বরী !

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত ! শীঘ্র যাও। সমস্ত সৈন্য মা যশোরেশ্বরীর পদপ্রান্তে সমবেত কর। সাবধান ! বঙ্গসন্তানদের এক বিন্দু রক্তও যেন পথে নিপতিত না হয়। যদি পড়ে, তবে মায়ের চরণ রঞ্জিত করুক। হয় যশোর, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

এস্থান

প্রতাপ। শঙ্কর !—ভাই, আমি কি কোন স্বপ্ন-রাজ্যে বাস ক'রছি ! রডা ধরা প'ড়ল !

শঙ্কর। কে ধ'রলে কমল ?

কমল। আজ্ঞে হুজুর—গড়কানি বিবি ধ'রেছে।

শঙ্কর। গড়কানি বিবি ধ'রেছে কি ?

কমল । আজ্ঞে—গড়কানি বিবি, কমলের ছিপ, আর সুন্দরের জাল—এই তিন রকমে ধরা প’ড়েছে ।

প্রতাপ । আর বোঝবার বা দরকার কি ! মা যশোরেশ্বরী ধ’রেছেন ।

কমল । এই—তবে আব বুঝতে বাকী রইল কি জনাব !

সুন্দর ও সৈন্যবেষ্টিত রডার প্রবেশ

রডা । কাকে বয় দেখাস্ ভাই ! হামার কি মরণের বয় আছে ? তা ধা’ক্লে কি আর হামি চার হাজার ক্রোশ সাগর ডিঙিয়ে পটু’গাল থেকে তোদের মুলুকে আসি !

সুন্দর । সুমুন্দি ! তুমি সাগর ডিঙিয়েছ ?

রডা । আলবৎ ডিঙিয়েছি !

সকলে । (সুরে) হনুমান রামের কুশল কও শুনি ।

(ওরে) সীতে বড় জনম-দুখিনী ॥

প্রতাপ । সুন্দর !

সুন্দর । ওরে চূপ্, চূপ্,—মহারাজ ! মহারাজ ! এই আপনার রডা পটু’গীজ ।

প্রতাপ । তুমিই রডা ?

রডা । ডন্ রোডেরিগো ।

প্রতাপ । তা বেশ, সাহেব ! তোমাদের বীর জাতি সত্য । কিন্তু এ অসত্যদের দেশে এসে নিষ্ঠুরতায়, নৃশংসতায় হিংস্র জন্তকে পর্য্যন্ত হা’র মানিয়েছ । বীর জাতি তোমরা—কোথায় দুর্বলকে রক্ষা ক’রবার জন্তে এ জীবন উৎসর্গ ক’রবে, তা না ক’রে দুর্বলের উপর অত্যাচার ! এই কি তোমাদের বীরত্ব, সত্যতা, ধর্ম ?

রডা । আমি যা ভাল বুঝিয়াছি—করিয়াছি । তুমি রাজা, তোমার মত্ লবে যা হয় কর ।

প্রতাপ । আমার বিবেচনাষ —ভীষণ শাস্তি ।

রডা । ভীষণ শাস্তি !

প্রতাপ । ভীষণ শাস্তি —প্রতি অঙ্গ তোমার মরণের যজ্ঞগা অনুভব ক'রবে ।

রডা । (স্বগত) ও মেরী ! মেরী !

প্রতাপ । প্রস্তুত হও ।

রডা । রাজা, আমাকে একদম কোতল কর ।

প্রতাপ । হত্যা ক'রব না—তার অধিক যজ্ঞগা তোমাকে প্রদান ক'রব । শোন সাহেব ! তুমি যতই অপরাধী হও, তথাপি তুমি বীব । তোমাকে আমি বীরযোগ্য কঠিন শাস্তি প্রদান করি । আজ হ'তে তোমাকে আমি বঙ্গদেশ-কারণাবে চিরজীবনের মতন নিষ্ক্রেপ ক'রলুম ।

রডা । এই আমার শাস্তি ?

প্রতাপ । এই তোমাব শাস্তি ।—আর তোমাকে আবদ্ধ ক'রতে তোমাব প্রতিশ্রুতিই তোমাব প্রহরী ।

রডা । এই আমার শাস্তি ?

প্রতাপ । এই তোমার শাস্তি ।

রডা । (প্রতাপেব পদতলে টুপি রাখিয়া) রাজা । আজ থেকে তুমি আমার বাপ, (সুন্দরকে ধরিয়া) বাঙ্গালী আমার ভাই, বাঙ্গালা আমার জান্ । রাজা ! আজ থেকে আমি তোমার গোলাম ।

প্রতাপ । শকর ! ধুমঘাটে গির্জার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, সেই স্থানে সাহেবের আত্মীয়-স্বজনের স্থান নির্দেশ কর ।

এস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহর—রাজ বাগী—প্রাঙ্গণ

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়

ভবা । বড়রাজা যে চ'ল্লেন ।

গোবিন্দ । চ'ল্লেন !—সে কি !—কোথায় ?

ভবা । আপাততঃ কাশী, তার পর মা কালীর ইচ্ছায় 'ক' একটু
হা ক'ল্লেনই ফাঁসী ।

গোবিন্দ । আমি তোমার কথা বুঝতে পা'রছি না । কাশী
ফাঁসী কি ? ?

ভবা । বড়রাজা বিবাগী হলে ।

গোবিন্দ । কেন ? কি ছুঁখে ?

ভবা । ছুঁখে নয়—চক্রে ।—কুলকুণ্ডলিনীর চক্রে । এখন কোন
রকমে ধুমঘাটটাকে কাশী পাঠাতে পা'ল্লেনই নিশ্চিত । রাজকুমার !
স'রে যান—সরে যান, ছোটরাজা আসছেন । এর পর শুনবেন ।

গোবিন্দের অস্থান

বসন্ত রায়ের অবেশ

বসন্ত । হাঁ ভবানন্দ ! চ'লে গেলেন ?

ভবা । চ'লে গেলেন না মহারাজ ! পালা'লেন । প্রাণের ভয়—
বড় ভয় ।

বসন্ত । যাবার সময়ে আমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত ক'ল্লেন না !

ভবা । ছুঁখ কেন মহারাজ ! তিনি প্রাণ নিয়ে যেতে পেরেছেন,
এইতেই ভগবান্কে ধন্যবাদ দিন । বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন
দেখা হবেই হবে ।

বসন্ত । প্রাণটা বিক্রমাদিত্য রায়ের এতই বড় হ'ল যে, তার জন্তে তিনি আমার সঙ্গে দেখাটা ক'রবারও অবকাশ পেলেন না !

ভবা । তাই ত, তা হ'লে এটা কি রকম হল !

বসন্ত । আমি যে তাঁর প্রাণ হ'তেও অধিক, ভবানন্দ !

ভবা । সে কথা আর বলতে হবে কেন মহারাজ ? রামলক্ষণ ।

বসন্ত । দাদা আমার পালিয়ে গেছেন, কিন্তু কার ভয়ে পালিয়েছেন জান ভবানন্দ ?

ভবা । তা হ'লে বোধ হয় মানের ভয়ে ।

বসন্ত । মানের ভয়ে ! রাজা বিক্রমাদিত্যের মানে আঘাত করে, এমন শক্তিমান বঙ্গে কে আছে ?

ভবা । কে আছে ! কার ক্ষমতা ! বঙ্গে ? পৃথিবীতে আছে ! তা হ'লে বোধ হয় বৈরাগ্য । আপনারা দু'টি ভাই ত নয়, যেন জোড়া প্রহ্লাদ ! বোধ হয়, এই লড়ালড়ির ব্যাপার তাঁর ভাল লাগল না । তাই চুপি চুপি গৃহত্যাগ ক'রেছেন । আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে, পাছে যেতে না পান—পাছে আপনি তাঁর পথরোধ করেন, তাই আপনাকেও না হ'লে তিনি চ'লে গেছেন ।—আপনার টান ত আর সহজ টান নয় !

বসন্ত । কালকে রাতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে ।

ভবা । দুর্ঘটনা ?

বসন্ত । বিষম দুর্ঘটনা । বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে উন্মত্তের মতন আচরণ ক'রেছে । পরচ্ছিদ্রাশেষী কোন নরাধম, অন্তরাগ থেকে আমার কথা শুনে, নিশ্চয় বড়রাজার কাছে প্রকাশ ক'রেছে ।

ভবা । এ সব কি কথা, কিছু ত বুঝতে পারছি না মহারাজ !

বসন্ত । সে সব কথা শুনে, আমাকে মুখ দেখাতে হবে বলে দারুণ লজ্জায় তাই আমার বৃদ্ধবয়সে দেশত্যাগী হ'য়েছেন । ভবানন্দ ! ঘোবনে বিষয়-সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে, ম'রবার সময়ে আমি সরিকানি ক'রেছি । দাদা

ছেলেকে দশ আনা বিষয় দিয়েছেন, আর আমায় দিয়েছেন ছয় আনা ।
কুক্ষণে আমি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ ক'রেছি । তার ফলে, যিনি
আজীবন পুত্রের অধিক স্নেহচক্ষে আমায় দেখে আসছেন—যিনি আমার
ধর্ম, কর্ম, দেবতা—যাঁর সঙ্গ-প্রলোভনে আমি গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ
ত্যাগ ক'রে ব'সে আছি—সেই আমার ভাই—সহোদরাধিক—পিতা—
হতভাগ্য আমি আজ তাঁকে হারিয়েছি !

ভবা । ওহো !

বসন্ত । ভবানন্দ ! আমার কি গেছে, তা জান ?

ভবা । তা কি আর জান্ছি না মহারাজ ?

বসন্ত । কিছুই জান না ।

ভবা । তা কেমন ক'রে জানব ?

বসন্ত । আমার গোবিন্দদেবের মূর্তি ভেঙ্গে গেছে ।

ভবা । হা গোবিন্দ ! (শিরে করাঘাত)

বসন্ত । এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কে ক'রলে ভবানন্দ ?

ভবা । সেখানে কেউ ছিল ?

বসন্ত । প্রতাপ আর শঙ্কর ।

ভবা । তাই ত—তাই ত ! তবে কি—চক্র—চক্র—বর্তী—

বসন্ত । উহঁ, সে ব্রাহ্মণ ত নীচ নয় ।

ভবা । উচু—উচু ! মেজাজ কি—মেজাজ কি ! তাই ত ভাব্ছি
—তা কেমন ক'রে হয় ! তা হ'লে এমন কাজ কে ক'রলে !

বসন্ত । কে ক'রলে ভবানন্দ ! এমন নীচ কাজ কে ক'রলে ?

ভবা । তাই ত—এমন কাজ কে ক'রলে মহারাজ ?

বসন্ত । যেই হ'ক, জান্তে পা'রবই । কিন্তু যদি জান্তে পারি—
কে ক'রেছে, তা সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, তথাপি আমার কাছে তার মর্যাদা
ধা'কবে না ।

ভবা । নিশ্চয় ।—(স্বগত) আর থাকা মঙ্গল নয় । (প্রকাশে)
মহারাজ ! ছোটরাণীমা আসছেন ! (স্বগত) দোহাই কালী, শিবহুর্গা !
সঙ্কটা—সঙ্কটা !

অস্থান

ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোট । একি মহারাজ । আপনি এখানে ! কাউকেও না ব'লে
আপনি ধুমঘাট থেকে চ'লে এসেছেন ! বৌমা মহালক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে
সারা রাত আপনার অপেক্ষায় । কেউ কিছু মুখে দিতে পারে নি ।
ব্যাপারখানা কি—আপনার এ কি ভাব মহারাজ ?

বসন্ত । আমার শরীর বড় অসুস্থ ।

ছোট । না—তা ত নয়—শরীর ত অসুস্থ নয় । দোহাই প্রভু !
দাসীকে গোপন ক'রবেন না । শারীরিক অসুস্থতায় ত মহারাজ বসন্ত
রায় এমন কাতর ন'ন । এমন মূর্তি ত আপনার কখন দেখি নি ।

কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ

কাত্যায়নী কর্তৃক বসন্তের পদধারণ

বসন্ত । ছাড় মা—ছাড় ।

কাত্যায়নী । কন্তার মুখ দেখে দয়া করুন ।

উদয় । হাঁ দাদা ! আমাকে পরিত্যাগ ক'রলে ?

বিন্দু । হাঁ দাদা ! আমাকেও পরিত্যাগ ক'রলে ?

বসন্ত । জীবন পরিত্যাগ ক'রতে পারি, তবু কি ভাই তোমাদের
পরিত্যাগ ক'রতে পারি !

বিন্দু । আমাকে তুমি পাতের প্রসাদ দেবে ব'লে আশ্বাস দিয়ে এলে !

উদয় । আমরা সব হা-পিত্যোশ হ'য়ে ব'সে আছি—

বসন্ত । পা ছাড় মা—পা ছাড় !

কাত্যায়নী । বলুন—ক'র ক'রুন ।

বসন্ত । কার ওপর রাগ, তা ক্ষমা ক'রব মা ! প্রতাপ যে আমার সব ।

ছোট । এ সব কি কথা মহারাজ !

উদয় । কথা আর কি ? আমরা দাদার প্রাণ ছিনুম । এখন বরাত মন্দ—চক্ষুঃশূল হ'য়েছি । হাঁ দাদা ! ঠাকুর মানুষেও মিথ্যা কথা কয় ?

বিন্দু । তখন দাদার দু'এক গাছা কাঁচা চুল ছিল—আমাদের সঙ্গে ভাবও ছিল । এখন সে ক'গাছি চুল পেকে গেছে, আমাদেরও বরাত উঠে গেছে ।

বসন্ত । নে, শালী—জ্যেঠামো করে না, খাম্ । রামচন্দ্র আসুক, তোর বিচ্ছে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি ।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী । মহারাজ ! দরিদ্রা ব্রাহ্মণী, আপনার প্রতাপের কল্যাণে পাষাণের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আপনার গৃহে আশ্রয় পেয়েছে । এই ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখ চেয়ে আপনি প্রতাপের শত অপরাধ ক্ষমা করুন ।

বসন্ত । আর কেন লজ্জা দাও মা ! এই যে আমি উঠছি । নে শালী ! হাত ধর—তোল্—দুর্গা !—দেখিস্ হাত ছাড়িস নি ।

ছোট । তাই ত বলি, প্রভুর আমার এমন মূর্তি কেন ? বৃদ্ধ বয়সে কি আপনার বুদ্ধি লোপ পেলো মহারাজ ? প্রতাপের ওপর রাগ ক'রে আপনি মহালক্ষ্মীর প্রসাদ ফেলে চ'লে এলেন ! ছেলেমেয়েগুলোকে সব উপবাসী ক'রে রাখলেন ।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর । ইসা খাঁ মঙ্গরআলী আসছেন ।

বিন্দুমতী ব্যতীত নারীগণের প্রস্থান

ইসা খাঁ । (নেপথ্যে) ছোটরাজা ধরে আছ ?

শঙ্কর । আস্তে আস্তে হর ।

ইসা খাঁর প্রবেশ

ইসা খাঁ । বেশ ভায়া, বেশ !—নাতি-নাত্নীর সঙ্গে নির্জনে
রহস্যলাপ হচ্ছে নাকি ?

বিন্দু । সেলাম ভাইসাহেব ! (সকলের অভিবাদন)

ইসা খাঁ । কি বুড়ি ! দাদার সঙ্গে এত ভালবাসা—সে দাদা তোকে
ফেলে পালিয়ে এল !

বসন্ত । এস নবাব ! কখন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল ?

ইসা খাঁ । ভাগ্য সুপ্রসন্ন তুমি আর হ'তে দিচ্ছ কই ? আমি এসে
সারা ধুমঘাট তোমাকে খুঁজে হাল্লাক হ'লুম, আর তুমি কিনা ছেলের
ওপর রাগ ক'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে আছ ! আরে ছি ! তুমি না
ঠাকুর বসন্ত রায় ! ঠাকুর মাল্লুঘটা হ'য়েও যদি তোমার এত অভিমান,
তখন খাঁ-সাহেবদের আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা নিয়ে তোমরা এত তামাসা কর
কেন ? নাও, উঠে এস । প্রতাপ কে ? তুমিই ত সব । বাঘ-ভালুকের
আবাসভূমিকে তুমি মানবারণ্যে পরিণত ক'রেছ । সোনার ধুমঘাট
শুনলুম, তোমারই কল্পনাসৃষ্ট পরীস্থান । সব ক'রে শেষকালটা জোর ক'রে
আপনাকে ফলভোগে বঞ্চিত ক'রেছ !—নাও, উঠে এস । আমরা আর
বিলম্ব ক'রতে পা'রব না । শীঘ্র এস । লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোগল আমাদের
দেশ আক্রমণ ক'রতে আসছে । এখনি আমাদের সবাইকে লড়ায়ে
যেতে হ'বে ।

বসন্ত । তা হ'লে ভাই আমার জন্তে আর অপেক্ষা ক'রো না ।
ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও । আমি যাচ্ছি ।

ইসা খাঁ । বহুত আচ্ছা । এস বাবাজী, চ'লে এস ।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীঘাট—উপকণ্ঠ

সুখময়, মদন, সুন্দর ও সূর্যাকান্ত

সুখ । আমি ছদ্মবেশে বরাবর মোগলদের সঙ্গে আছি । বরাবর খবর রেখেছি । আজ রাত্রে মধ্য সমস্ত সৈন্য নদী পার হ'বে । কতক পলটন আর জনকয়েক আমীর নিয়ে আজিম আগে থাকতেই নদী পার হ'য়েছে ।

মদন । রাজা আমাদের ক'রছেন কি । এখনও এগুতে দিচ্ছেন !

সূর্য । রাজার কার্যের সমালোচনায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই । শুধু মাত্র প্রাণপণে তাঁর আদেশ পালন কর ।

সুন্দর । তাই ত,তর্কে দরকার কি ! হজুর যা হুকুম করেন, তাই শোন ।

সুখ । এখনও কি আমাদের পেছুতে হ'বে ?

মদন । আর পেছুলে যে যশোরে গিয়ে পিঠ ঠেকবে !

সুন্দর । যশোরেই পিঠ ঠেকুক, কি ইচ্ছামতীর কুমীরের পেটেই মাথা ঢুকুক, আমরা সব না ম'লে ত মোগল যশোরে ঢুকতে পারবে না ।

মদন । জান্ থাকতে মোগল যশোরে পা ঠেকাবে !

সুন্দর । বস্, তবে আর কি ! তবে আমাদের আর পেছাপিছির কথায় দরকার কি !

মদন । আমাদের এখন কি ক'রতে হ'বে হুকুম করুন ।

সূর্য । প্রস্তুত হ'য়ে থাক । আমি হুকুম আনছি । এ যুদ্ধের সেনাপতি রাজা—আমি নই !

এহান

সুন্দর । ব্যাপার বুঝতে পারছিন্ না ! রাজা এসেছেন, উজীর এসেছেন, ইসা খাঁ মসন্দরী এসেছেন—তাঁর ওপর ঘোড়-শওয়ারের ভার ।

ভাওয়ালের নবাব ফজলগাজি—তিনি এসে হাতী সওয়ারের ভার নিয়েছেন। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের সঙ্গে থাকবেন! জামাই রাজা—বাক্শার রামচন্দ্র পর্য্যন্ত এসেছেন। রডা সাহেবের সঙ্গে থাকতে তাঁর ওপর হুকুম হ'য়েছে। সবাই একস্থানে জমা হ'য়েছে। বুঝতে পারছিঁস না, এ এক রকম জেহাদ—ধর্মযুদ্ধ। হয় এস্পার—নয় ওস্পার।

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

সূর্য্য। মদন!

মদন। জনাব!

সূর্য্য। মোগল নদী পার হ'চ্ছে। তোমরা শীগ্গীর পেছিয়ে যাও।

মদন। কোথায় যাব?

সূর্য্য। তুমি চেত্‌লার পথ আটকে থাক। সাবধান! একজন মোগলও যেন সে পথে প্রবেশ না করে। সুন্দর! তুমি দোস্‌রা হুকুম পর্য্যন্ত বজ্‌বজে থাক। আজ রাত্রেই আমাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা।

উভয়ে। যো হুকুম।

এহান

সুধ। আমার ওপর কি হুকুম?

সূর্য্য। তুমি যেমন মোগল সৈন্দের ভেতর গুপ্তভাবে আছ, তেমনই থাক। কেবল তুমি কৌশলে মোগলকে এক স্থানে জড় কর।

সুধ। যো হুকুম।

এহান

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। সেনাপতি!

সূর্য্য। মহারাজ!

প্রতাপ। মদন, সুন্দরকে পেছিয়ে যেতে হুকুম ক'রেছ?

সূর্য্য। ক'রেছি। কিন্তু মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি মোগলকে আর এগুতে দিতে ইচ্ছা করি না।

প্রতাপ। না ইচ্ছা ক'রে কি ক'রবে সূর্য্যকান্ত! অসংখ্য সুশিক্ষিত মোগল-সৈন্য। আমাদের অধ্বশিক্ষিত বাঙ্গালী সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে কতক্ষণ তাদের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য ক'রতে পারবে? এরূপ কার্যে পরাজয় অবগুস্তাবী! তখন তুমি কি ক'রবে? নিষ্ফল কতকগুলি বীরশোণিতপাত আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করি না। সম্মুখ-সমরে দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, সে কার্য্যে যদি নরকেও অদৃষ্টে থাকে—সূর্য্যকান্ত! যদি বুঝতে পারি—মা আমার বেঁচেছে, তা হ'লে আমি হাসিমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হতে পারি। মোগলকে কৌশলে পরাভব ক'রতে না পারলে শুধু বীরত্ব-প্রদর্শনে পরাস্ত ক'রবার চেষ্টা বিড়ম্বনা! একবার লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে, আর কি তুমি যশোর রক্ষা ক'রতে পারবে?

সূর্য্য। তা হ'লে আমি কি ক'রব—আদেশ করুন।

প্রতাপ। গাজী সাহেবকে কোথায় পাঠালে?

সূর্য্য। গাজী সাহেবকে রায়গড়ের পথে থাকতে ব'লেছি! মন্সর আলি সাহেবকে ফল্গুয়ার কেলা আগ্লামতে পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। তা হ'লে তুমি ঘর রক্ষা কর। যদিই বিপদ ঘটে, তা হ'লে ত পুরবাসিনীদের মর্যাদা রক্ষা হবে!

সূর্য্য। আর আপনি?

প্রতাপ। আমি আর শকর এখানে থাকি।

সূর্য্য। তা কি হয়! আপনি ধুমঘাটের পথ রক্ষা করুন।

প্রতাপ। হুঃখিত হ'য়ো না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের মহিষী নিজের মর্যাদা নিজে

রক্ষা ক'রতে জানেন। তাঁর জন্তে সূর্য্যকান্তের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই।

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি আমার প্রাণ হ'তে প্রিয়তর।

সূর্য্য। সূতরাং মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের অস্তিত্ব আগে প্রয়োজন। নতুবা এ প্রাণের অস্তিত্বের মূল্য নেই। ক্ষমা করুন মহারাজ! গোলাম আজ আপনার বাক্যের প্রতিবাদ ক'রছে। (নতজানু)

প্রতাপ। (স্বগত) দেখছি আজ যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা, আত্মরক্ষা নয়—আক্রমণ! ভাল, মাগের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। (প্রকাশ্যে) যাও—শীঘ্র যাও। সমস্ত সেনাপতিদের ফিরিয়ে আন। তোমার মনোমত স্থানে সমবেত কর। হ'য় ধ্বংস, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যো হুকুম।

প্রস্থান

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মহারাজ! রাজা গোবিন্দ রায় ও জানাতা রাজা রামচন্দ্র—উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রস্থান ক'রেছেন।

প্রতাপ। কেন?

শঙ্কর। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ ক'রতে চান না—রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ ক'রতে অনিচ্ছুক।

প্রতাপ। তাদের সম্বন্ধে স্থির ক'রলে কি?

শঙ্কর। স্থির কিছু ক'রতে পারি নি। তবে আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে তাদের গ্রেপ্তার ক'রতে লোক পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। বেশ ক'রেছ—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।

শঙ্করের প্রস্থান

কি ক'রলুম! ভাল কি মন্দ—চিন্তা ক'রবারও অবকাশ নেই।—জয় যশোরেশ্বরী! তোমার যশোর আজ দুর্ভয় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত। এ

দারুণ বিপদে তোমার চরণ স্মরণ ভিন্ন আমার আর কি চিন্তা আছে !
বিষম সময়—শত্রু দ্বারদেশে—কর্তব্য স্থির ক'রবার পর্য্যন্ত অবসর নেই ।
রক্ষা কর দয়াময়ি ! বন্ধের সমস্ত বীর সন্তান আমার আদেশের অপেক্ষা
ক'রছে । আমি কি ক'রছি—বুঝতে পা'রছি না । রক্ষা কর মা—রক্ষা
কর । সে সমস্ত নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষী মহাপুরুষগণের মর্যাদা রক্ষা কর ।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া । প্রতাপ !

প্রতাপ । কেও—মা !

বিজয়া । কি ভাবছ ?

প্রতাপ । কপালিনি ! কি ভাবছি—তুমি কি বুঝতে পা'রছ না ?

অগণ্য মোগল ঘশোরেশ্বরীর দ্বারদেশে—

বিজয়া । অতিথি ?—সুখের কথা । তাদের সংস্কারের কিরূপ
আয়োজন ক'রেছ ?

প্রতাপ । আমি এখনও তাদের আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানতে দিই নি !

বিজয়া । কেন ?

প্রতাপ । মনে মনে সঙ্কল্প—বিনা বাধায় তাদের ভাগীরথী পার হ'তে
দেব । ভাগীরথীর এপারে প্রতাপ-আদিত্যের অদৃষ্ট পরীক্ষা । মায়ের
যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে এইখানেই প্রতাপ-আদিত্যের ধ্বংস হোক ।
নতুবা একজন মোগলও যেন সম্রাটের সৈন্যধ্বংসের সংবাদ দিতে আগ্রায়
উপস্থিত না হ'তে পারে । স্থির ক'রেছি—মোগল যেমন এ পারে এসে
উপস্থিত হ'বে, অমনি চারিদিক থেকে প্রাণপণ-শক্তিতে তাদের আক্রমণ
ক'রব । তার পর মা ঘশোরেশ্বরীর ইচ্ছা !

বিজয়া । উত্তম যুক্তি । কিন্তু প্রতাপ ! ভাগীরথী পার হ'য়ে মোগল
যদি এখানে উপস্থিত না হয় ?

প্রতাপ । সে কি !—এ পারে লক্ষ লোকের অধিষ্ঠান-যোগ্য স্থান আর কোথায় !

বিজয়া । আছে । তুমি দেখ নি । যুদ্ধবিশারদ আজিম, প্রতাপের সৈন্য কর্তৃক বেষ্টিত হ'তে এখানে এসে রাত্রিযাপন ক'রবে না । সে রাত্রি-বাসযোগ্য সুন্দর সুদৃঢ় স্থান আবিষ্কার ক'রেছে । তুমি বুঝতে পার নি !

প্রতাপ । তা হ'লে ত দেখছি, সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হ'ল— আজিমের গতিরোধ হ'ল না !

বিজয়া । যেমন ক'রে হোক, গতিরোধ করতেই হবে । কিন্তু প্রতাপ ! লক্ষ সৈন্য দিয়ে লক্ষের গতিরোধে গৌরব কি ? অল্প সৈন্য দিয়ে যদি সে কার্য সাধিত হয়, তা হ'লে কি সে কাজটা ভাল হয় না ?

প্রতাপ । এ তুই কি বলছিস্ মা ! আমার মস্তিষ্ক বিচলিত !

বিজয়া । আমার সম্মানের রক্তে ভাগীরথীর শুভ্র অঙ্গ রঞ্জিত হ'বে ! —তা আমি কেমন ক'রে দেখব ? প্রতাপ ! মুষ্টিমেয় সৈন্যে সাগর-প্রমাণ মোগল সৈন্যের গতিরোধ কর । আমার প্রিয়পুত্র প্রতাপ-আদিত্যের মশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হোক ।

প্রতাপ । কি ক'রে হবে মা ?

বিজয়া । উপায় স্থির কর । যেমন ক'রে হোক, হওয়া চাই । আজকের তিথি কি জান ?

প্রতাপ । চতুর্দশী ।

বিজয়া । রাত্রে অমাবস্যা । ওই যে অদূরে জঙ্গলবেষ্টিত স্থান দেখছ, ওই স্থানের নাম কি জান ?

প্রতাপ । জানি—কালীঘাট ।

বিজয়া । ওই স্থানে এসে মোগল রাত্রে মত বিপ্রাম ক'রবে ।—

বেগে সুখস্বপ্নের অবশ

সুখ । মহারাজ ! সর্বনাশ ! মোগল পার হ'ল—কিন্তু—এখানে এল না !

প্রতাপ । ভয় নেই—তুমি নিশ্চিন্ত থাক—কেবল তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ ।

সুখময়ের অস্থান

বিজয়া । ওই কালোঘাট ! তোমার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর হালদার ব্রহ্মচারী ওই স্থানে বাস করেন । ওই দেখ, দূরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মায়ের মন্দির । রাজা বসন্ত রায় নিজে ওই মন্দির নির্মাণ ক'বে দিয়েছেন । ওই স্থানটিকে চারিদিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে চারিটি নদী প্রবাহিত । নিশ্চিন্ত হ'য়ে মোগল ওই স্থানে রাত্রে জন্তে বিশ্রাম গ্রহণ করবে । সহস্র চেষ্টায়ও তোমার স্থলচারী সৈন্য ওর সমীপস্থ হ'তে পারবে না । আর মুহূর্ত পরেই দেখতে পাবে—ভীম ভৈরব গর্জনে বিষম ফেণোদগারণ ক'রতে ক'রতে আকাশম্পর্শী জলোচ্ছ্বাস ওই স্থানের তটভূমিকে আঘাত ক'রছে । মুহূর্তমধ্যেই ওই স্থান একটি সুন্দর দ্বীপে পরিণত হ'বে । গঙ্গায় আজ ষাঁড়াষাঁড়ির বান । সাবধান প্রতাপ । মোগল সৈন্য আক্রমণ ক'রতে গিয়ে নিজের সৈন্য ভাসিয়ে দিও না ।

প্রতাপ । মা—মা ! এত করুণা !...বিপদবারিণি ! কোথা থেকে এ অপূর্ব আলোক এনে সন্তানের চক্ষু প্রজ্বলিত ক'রলি ! অমাবশ্যায় পূর্ণিমার বিকাশ দেখা'লি !—জাহাজ ! জাহাজ !

বিজয়া । করালীর লোলজিহ্বা যবন-রক্তপানের জন্ত লক্ষ্য ক'রছে । প্রতাপ ! তুমি এই বোরা অমাবশ্যায় অসংখ্য শত্রুশিরে মায়ের বলির ব্যবস্থা কর ।

অস্থান

প্রতাপ । জাহাজ !—জাহাজ !... একখানা জাহাজ ।

রডা ও সুন্দরের অবেশ

রডা । এক খানা কি—দশ খানা ।

সুন্দর । আর একশো ছিপ ।

প্রতাপ। কাপ্তেন! আজ আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখানে এসেছি কেন জান ?

রডা। কেনো রাজা ?

প্রতাপ। শুধু ব'সে ব'সে রডারিগের বীরত্ব দেখ্‌ব। আমরা এ যুদ্ধে অস্ত্র ধ'স্‌ব না !

রডা। মরকার কি ! কেনো যে এত সৈন্য এনেছ রাজা ! আমি তা কিছুই বুঝতে পা'স্‌ছে না ।

প্রতাপ। আর বিলম্ব ক'রো না—প্রস্তুত হও। আমি এদিকে বেড়াজালের ব্যবস্থা করি। দেখো মা যশোরেশ্বরি ! একটিও প্রাণী যেন আগ্রায় না ফিরে যায় ।

এহান

চতুর্থ দৃশ্য

কালীঘাট—পথ

আজিম খাঁ

আজিম। ব্যাপারখানা ত কিছুই বুঝতে পা'স্‌লুম না ! ক্রমে ক্রমে ত প্রতাপ-আদিত্যের বাড়ীর দ্বারে এসে উপস্থিত হ'লুম, কিন্তু শত্রু কই !

জনৈক সৈনিকের আবেশ

সৈনিক। জনাব এখানে আছেন ?

আজিম। ধবর কি ?

সৈনিক। জনাব ! তাজ্জব ব্যাপার !—এক আওরাৎ !

আজিম। আওরাৎ !

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ জনাব ! এমন খুবসুরৎ আওরাৎ কেউ কখনও দেখে নি ।

আজিম । কোথায় ?

সৈনিক । দরিয়ায় ।

আজিম । খবরটা কি ঠাণ্ডা হ'য়ে বল দেখি ।

সৈনিক । আজ্ঞে জনাব ! আমরা সব নদী পার হচ্ছি, এমন সময় দেখি, একখানা খুব লম্বা সরু লায়ের ওপর চেপে এক বিবি আপনার মনে গান ধ'রেছে ! সেই গান না শুনে—আর সেই বিবিকে না দেখে—সব আমীর একেবারে দেওয়ানা । চারিদিকে কেবল 'ধম্' 'ধম্' শব্দ ! তখন বিবির লাও ছুটল—আমীরের লাও ছুটল । এখন কেবল আমীর আর বিবিতে ছুটোছুটি হ'চ্ছে !

আজিম । কি আপদ ! এ আবার কি ব্যাপার ! আর সব নৌকো ?

সৈনিক । আজ্ঞে জনাব ! তারা এগুতেও পারছে না, পেছুতেও পারছে না । কেবল লায়ে লায়ে ঠোকাঠুকি হচ্ছে ।

এস্থান

আজিম । চল দেখি—দেখে আসি ।

এস্থানান্তত

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

২য় সৈনিক । জনাব—জনাব ! সব গেল ! দরিয়া নয়—জনাব—সরতান ! সব গেল !

আজিম । ব্যাপার কি ?

২য় সৈ । নৌকো সব দরিয়ার মাঝখানে আসতে না আসতে দরিয়া ফেঁপে উঠল । যাচ্ছিল এদিকে, দেখতে দেখতে এদিকে ছুটল ! ভয়ঙ্কর শব্দ !—ঐ তালগাছের মতন উঁচু—শাদা ফেনা । দেখতে দেখতে নৌকার ঘাড়ে চেপে প'ড়ল । দেখতে দেখতে মড়্ মড়্ ; ওলট-পালট—ভেসে গেল—ডুবে গেল—মরণ-চীৎকার—এক ধাক্কা অর্ধেক ফৌজ কাবার !

এস্থান

আজিম । হে ঈশ্বর ! এ কি ক'রলে ! আমার ফৌজ গেল ! বিনা-

সুন্দর । দোহাই সাহেব ! কামান বন্ধ কর ।

রডা । লাগাও—মৎ বন্ধ কর ।

যুদ্ধ-জাহাজ হইতে গোলন্দাজগণের মোগল সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ

সুন্দর । সেনাপতির হুকুম—শাদা নিশেন তুল্লে লড়াই বন্ধ । বন্ধ কর—সাহেব বন্ধ কর ।

জাহাজ হইতে তোপধ্বনি

রডা । *[শাদা নিশেন তুল্লে শাদা মানুষ মা'ঝতে বাইবেলে নিষেধ আছে । কিন্তু কালা আদমি—অসত্য কালা—ড্যাম নিগার—মারিয়া ফেল—মারিয়া ফেল—উদ্ধার কর । পুণ্য আছে ।]* তোপধ্বনি ও নেপথ্যে আর্তনাদ) দেখো শালা ! কিস্মাফিক্ কাম চল্তা হয়—দেখো ।

সুন্দর । তবে রে শালা !—

রডাকে বাহুধারা বেষ্টন

রডা । বস্—সুন্দর ! তোম্বি মেলেটারি, হাম্বি মেলেটারি । বস্ করো । মৎ টানো !

সুন্দর । হুকুম নাও । (রডার বংশীধ্বনি) বস্—চল সাহেব ! তোমাকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিই ।

পঞ্চম অঙ্ক

[প্রথম দৃশ্য]

আগ্রা—বাদসার কক্ষ

আকবর ও সেলিম

সেলিম । জাঁহাপনা ! এ গোলামকে তলব ক'রেছেন কেন ?

আক । বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় আজ আনিয়েছি । সঙ্গে কেউ আছে ?

সেলিম । আজ্ঞে, গোলাম একা জাঁহাপনা !

আক । দরজা বন্ধ কর । তার পর শোন—যা বলি, তা মন দিয়ে শোন । আমার শারীরিক অবস্থা দেখতে পাচ্ছ ?

সেলিম । জাঁহাপনার শারীরিক ও মানসিক—তুই অবস্থাই খারাপ ।

আক । শারীরিক যত, মানসিক তার চেয়ে শতগুণে বেশী । বাঙ্গালায় কি ব্যাপার হচ্ছে, তা জান ?

সেলিম । শুনেছি—বাঙ্গালায় একটা ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারী বিদ্রোহী হ'য়েছে ।

আক । হাঁ, ব্যাপারটা এইরূপই ব'লে আগ্রায় প্রচার । আর এই ভূঁইয়ার বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন নামে এ কথা হিন্দুস্থানে প্রচার ক'রতে দেব না । আর মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এ সংবাদের একটিমাত্র অক্ষরও উদ্ধৃত হ'বে না । তা পরাজিতই হই, কি অগ্নীই হই ।

সেলিম । একটা তুচ্ছ বাঙ্গালী ভূঁইয়ার বিদ্রোহে যে হিন্দুস্থানের বাদশা এতদূর চিন্তিত, এটা আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি না ।

আক। হিন্দুস্থানের বাদসা কি সামান্য কারণেই এতদূর চিন্তিত !
সেলিম ! এ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয় ।

সেলিম। তবে কি জাঁহাপনা ?

আক। বাঙ্গালীকে দেখেছ ?

সেলিম। দেখেছি, বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু শরীর সম্বন্ধে কি, আর
মন সম্বন্ধেই বা কি—বড় দুর্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ
প্রাণ—কিন্তু বড় দুর্বল—দুর্বলতার জন্য বাঙ্গালীতে একতা নেই—
বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভাব—বাঙ্গালী পরিচ্ছদ্রাঘেঘী, পরশ্রীকাতর,
স্বার্থপর। একা বাঙ্গালী মহাশক্তি—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্-
পটুতায়, কার্যাতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়—মহাশক্তিমান
সম্রাটেরও পূজনীয়। কিন্তু একত্র দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ—হীন হ’তেও
হীন। অন্য জাতির নশে কার্য্য, বাঙ্গালীর নশে কার্য্যহানি !

আক। কিন্তু বাঙ্গালী নিজের দুর্বলতা বোঝে—এটা জান ? আর
বুঝে যদি কার্য্য কবে, তা হ’লে বাঙ্গালী কি হ’তে পারে, জান ?

সেলিম। গোস্তাকি মাফ হয় জাঁহাপনা—ওইটেতেই আমার কিছু
সন্দেহ আছে।

আক। আগে আমারও ছিল, কিন্তু এখন নেই। বাঙ্গালীতে একতা
এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হ’য়েছে ! বাঙ্গালার বিদ্রোহ—তুচ্ছ
ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটি বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান।
বল দেখি সেলিম ! হিন্দুস্থানের বাদসার তাতে চিন্তার কারণ আছে কি না ?

সেলিম। অবশ্য আছে। কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কেমন ক’রে
সংঘটিত হ’ল জাঁহাপনা ?

আক। অত্যাচার ! একমাত্র কারণ অত্যাচার। নিরীহ, শান্তিপ্রিয়,
স্বাভাবিক প্রজা, আজ অত্যাচারে-উত্তেজিত হ’য়েছে। আমার নরোধম
কর্মচারিগণ, বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃত চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত ক’রত।

অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে প্রজা যখন আমার কাছে প্রতিকারের জন্ত উপস্থিত হ'ত, তখন কুলাঙ্গার আর কতকগুলো বাঙ্গালীর সহায়তায়, আমার কর্মচারী আমাকে বিপরীত ভাবে বুঝিয়ে যেত। আমি কিছু বুঝতে না পেরে কর্মচারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে প্রতিকারে অক্ষম হ'য়েছি! কখন কখন অত্যাচারের কথা, আমার কাণের কাছে আসতে আসতে পথেই মিলিয়ে গেছে। নিরুপায় প্রজা বহুদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য ক'রেছে। কিন্তু সহিষ্ণুতাবও একটা সীমা আছে। আজ বাঙ্গালী সেই সীমা অতিক্রম ক'রেছে। প্রতিকারের জন্ত একত্র হ'তে গিয়ে একজন মহাশক্তিমান যুবকের কৌশলে তারা আজ একটা মহান্ জাতীয় জীবনে উল্লসিত।

সেলিম। সে ব্যক্তি কে জাঁহাপনা?

আক। তুমি তা'কে দেখেছ—তুমি তা'র সঙ্গে বন্ধুতা ক'রেছ, তা'র প্রকৃতিতে মুগ্ধ হ'য়ে তার উন্নতি-কামনায তুমি আমাকে অমুরোধ ক'রেছ।

সেলিম। কে—প্রতাপ-আদিত্য?

আক। প্রতাপ-আদিত্য। আমিও তার আচরণে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে যশোরের আধিপত্য প্রদান ক'রেছি। সে এক কথায় আমাকে বশীভূত ক'রে রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে। আমার দেখে—আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে, সে আমাকে ব'লেছিল, “জাঁহাপনা! আজও আপনি ছনিয়া জয় ক'রতে পারেন নি!” বিশ্বয়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম—সেই উজ্জল পলকহীন বিশাল চক্ষু আমার দৃষ্টিপথ ভেদ ক'রে হৃদয়মধ্যস্থ শক্তির ভাণ্ডার অন্বেষণ ক'রছে। আমি রহস্ত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—“প্রতাপ! কিছু খুঁজে পেলে?” যুবক ব'লে—“জাঁহাপনা! পেয়েছি। রাশি রাশি শু পীকৃত অহুলনীর শক্তি। কিন্তু সম্রাট আকবরের শক্তির তুলনায় তাঁর জীবনের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র! নইলে পাঁচজন মোগল

নিয়ে যে ব্যক্তি ভারত আযত্ব ক'রেছে, সে মহাপুরুষ পঞ্চাশজন ভারতবাসী নিয়ে কি পৃথিবী জয় ক'রতে পারে না ! পারে, কিন্তু ঈশ্বর আকবরকে শতবর্ষব্যাপী যৌবন দান করেন নি । প্রিয়দর্শন দিল্লীখরের মুখে আজ বার্কোকোর ম্লান রেখা ! তাই সময়ের অভাবে তিনি আজ কেবল ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট !" আমি ব'ল্লাম—“তুমি পার ?” প্রতাপ ব'লে—“বোধ হয় ।” আমি কোতূহল-পরবশ হ'য়ে পরীক্ষার জন্তে তা'কে যশোর প্রদান করি । অল্প দিনের মধ্যে সেই যশোর বেহার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়েছে । আর যদি এক পদ অগ্রসর হয়—কোনও ক্রমে বাঙ্গালা যদি বারাণসীর এপারে এসে পড়ে, তা হ'লে মোগলের হাত থেকে ভাবত গিয়েছে জেনে রাখ । আমার শরীরের অবস্থায় বুঝতে পারছি, আমি আর অধিক দিন বাঁচব না । এ কার্য তোমাকেই ক'রতে হ'বে । কাবুল যাক, গোলকুণ্ডা যাক, আমেদনগর যাক—দিল্লী বাদে ভারতের অধিকৃত সাম্রাজ্য সব যাক, একদিন না একদিন ফিরে পাবে ! কিন্তু বাঙ্গালা বারাণসীর পারে যদি অক্ষুণ্ণপ্রমাণ স্থানও অগ্রসর হয়, তা হ'লে মোগল-সাম্রাজ্য আর ফিরে পা'বে না । পাঁচজন মোগল নিয়ে ভারত-শাসন । মানসিংহ, বীরবল, ভগবান্দাস, টোডরমল্ল প্রভৃতির মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে এই পাঁচজন মোগল পাঁচ কোটির আবছায়া ধারণ ক'রে আছে । এ দর্পণ না ভাঙতে ভাঙতে শীঘ্র যাও । যত শীঘ্র পার, প্রতাপের গতিরোধ কর ।

সেলিম । জাঁহাপনা কি গতিরোধের চেষ্টা করেন নি ?

আক । ক'রেছি । কিন্তু আজও পর্যন্ত কিছু ক'রতে পারি নি । সের খাঁ গেছে, ইব্রাহিম পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছে । শেষে আজিম খাঁকে বাইশ আমীর সঙ্গে নিয়ে লক্ষ সৈন্তের অধিনায়ক ক'রে পাঠিয়েছি । কিন্তু আজও ত জয়ের সংবাদ কেউ আনলে না ! (নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত) কেও ?

সেলিম কর্তৃক ধারোন্মোচন ও দূতের প্রবেশ

আক। খবর ?

দূত। জাঁহাপনা ! ব'লতে গোলামের মুখে কথা আস্ছে না ।

আক। বুঝতে পেরেছি—আজিমও হেরেছে ।

দূত। শুধু তার নয় জাঁহাপনা !—সব গেছে !

সেলিম। সব গেছে !

দূত। আজিম খাঁ মারা গেছেন, বাইশ আমীরের একজনও নেই । পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধ্বংস । বিশ হাজার বন্দী । বাকী আছে কি গেছে, খবর নেই ।

আক। সেলিম ! একপ বুদ্ধের খবর আর কখনও কি শুনেছ ? এক লক্ষ সৈন্য সব শেষ ! সেলিম ! শীঘ্র যাও—এই পাঞ্জাবুক হুকুম নাও । মানসিংহ কাবুল যাচ্ছে, পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আন । সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারে যশোরের ওপব চেপে পড় । মুহূর্তমাত্র বিলম্ব ক'রো না । সেলিম ! এ পরাজয় নয় আমার মৃত্যু । কিন্তু আমার পানে চেয়ো না, আমার মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রো না । জন্দি যাও—জন্দি যাও । এ পরাজয়-সংবাদ হিন্দুস্থানে রাষ্ট্র হ'বার পূর্বে মানসিংহের সঙ্গে প্রাঙ্গণায় সৈন্য প্রেরণ কর । ধ্বংস কর—ধ্বংস কর ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহর—রাজাস্তম্ভপুর

বসন্ত রায়

বসন্ত। কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বুঝতে পা'মুছি না । দাদা পুণ্যবান—অগ্নানবদনে একদিনে সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন গিয়ে কানীপ্রাপ্ত হ'লেন । কিন্তু আমার পরিণাম কি ! আমি গোবিন্দদাসকে ছা'ড়লুম,—দাদাকে ছা'ড়লুম, কি সুখে যে ঘরে রইলুম, তা'ত ব'লতে

পারি না। প্রতাপের কোষ্ঠির ফল বুঝি আমার ওপর দিয়েই ফ'লে যায় !
 গতিক ভাল বুঝি না। প্রতাপ বারংবার মোগল-জয়ে অহঙ্কারে এত
 আত্মহারা হ'য়েছে যে, সে বাঙ্গালী এ কথা একেবারে ভুলে গেছে।
 পুত্র-কলত্রপূর্ণ ছোট ছোট ঘরই যে বাঙ্গালীর রাজ্য, তা আর প্রতাপের
 মনে নেই। 'বাঙ্গালা বাঙ্গালা' ক'রে প্রতাপ এমন সোনার রাজ্য ধ্বংসে
 প্রবৃত্ত। কি করি। কেমন ক'রে প্রতাপের ক্রোধ থেকে ছেলেপুলে-
 গুলোকে রক্ষা করি !

ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোটরাণী। হাঁ মহারাজ, এ সব কি শুনি ?

বসন্ত। কি শুনেছ ছোটরাণি ?

ছোটরাণী। প্রতাপ নাকি গোবিন্দকে কর্তৃত্ব ক'রতে হুকুম
 দিয়েছে ?

বসন্ত। কই না, একথা কে ব'ললে ?

ছোটরাণী। যশোরময় এ কথা রাষ্ট্র। আপনি না ব'ললে শুন্ব
 কেন ?

বসন্ত। কর্তৃত্ব ক'রতে হুকুম দেয় নি। তবে তোমার ছেলেদের
 সম্বন্ধে স্মবিচার কর্তে প্রতাপ আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছে।

ছোটরাণী। কেন ! আমার ছেলের অপরাধ ?

বসন্ত। অপরাধ খুবই ! যদি রাজার যোগ্য কার্য্য কর্তে হয়,
 তা হ'লে প্রাণদণ্ডই হ'চ্ছে তার অপরাধের শাস্তি। তোমার ছেলে
 সেনাপতির বিনা অনুমতিতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছে।
 যুদ্ধের আইনে সেটা গুরু অপরাধ।

ছোটরাণী। কেন, আমার ছেলে ত তার অধীন নয় ?

বসন্ত। প্রতাপ বাঙ্গালার সার্বভৌম। আমি যশোরের অধীশ্বর—
 তার একজন সামন্ত রাজা। স্মার্ত্তঃ ধর্ম্মতঃ আমি তার অধীন—

তা তোমার ছেলে ! তবে প্রতাপ আমাকে মান্য ক'রে শ্রদ্ধায় উচ্চ আসন দেয়—এই আমার ভাগ্য ।

ছোটরাণী । তা হ'লে গোবিন্দকে আপনি শাস্তি দেবেন নাকি ?

বসন্ত । এই ত ব'লনুম—রাজ্যের যোগ্য কার্য্য করতে হ'লে, নিরপেক্ষ বিচার ক'রলে শাস্তি দিতে হয় ।

ছোটরাণী । বেশ, তবে শাস্তিই দিন । কিন্তু জামাই রামচন্দ্রও ত চ'লে এসেছে, কই তার বেলায় ত নিরপেক্ষ বিচার হ'ল না । সে ত প্রতাপের নিজ বাড়ীতে মহা আদরে বাস করছে ! যত বিচার বুঝি দেউজীর দেলা !

উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ

উদয় । দাদা ! রক্ষা করুন ।

বিন্দু । দাদা ! আমাকে রক্ষা করুন । (বসন্তের পদধারণ)—
(বাষ্পরুদ্ধ কর্তে) ঠাকুরমা, রক্ষা কর ।

ছোটরাণী । ব্যাপার কি ?

বসন্ত । ব্যাপার কি ?

উদয় । পিতা রামচন্দ্রকে বন্দী ক'রতে আদেশ দিয়েছেন ।

বিন্দু । বন্দী নয় দাদামহাশয় !—হত্যা ! আমি বেশ বুঝিছি—
হত্যা । বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে, আমার অসাক্ষাতে তাঁকে হত্যা ক'রবে !
দোহাই দাদামশাই । অভাগিনীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন ।

বসন্ত । দেখলে ছোটরাণী ।

ছোটরাণী । না—প্রতাপ যথার্থ রাজা বটে ! মেয়েকে—তাই কি
যে সে মেয়ে—উদয়াদিত্য হ'তেও প্রিয় যে বিন্দুমতী—তাকে বিধবা
ক'রতে সে অগ্রসর হ'য়েছে ! মহারাজ ! যে কোন উপায়ে মেয়েটাকে
যে রক্ষা ক'রতে হচ্ছে !

বসন্ত । রামচন্দ্র কোথায় ?

উদয় । তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি ।

বসন্ত । কেমন ক'রে তাকে বাড়ী থেকে বা'র ক'রবে ?

উদয় । আমি এক উপায় ঠাওরেছি । আজ সন্ধ্যায় আপনাব গৃহে নিমন্ত্রণ ! সেই সুযোগে তাকে বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচীর বেশে আমার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে নিয়ে আসব ।

বসন্ত । উত্তম পরামর্শ । ভয় নেই দিদি ! আমি তোকে রক্ষা ক'রব । ছোটরাণী । যেমন ক'রে হোক, রক্ষা ক'রতেই হ'বে । রাজ্য-শাসনের অছিলায় একরূপ নিষ্ঠুরতা—বিধর্মী রাজারই শোভা পায় । হিন্দুর—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর—রক্ষা কর মহারাজ—রক্ষা কর । বিন্দুকে রক্ষা কর ! মোহাক্ষ প্রতাপকে রক্ষা কর ।

বসন্ত । যাও ভাই ! তুমি নাতু জামাইকে যে কোনও উপায়ে পার, সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর । ভয় নেই দিদি—কিছু ভয় নেই ।—যাও, আর বিলম্ব ক'রো না ।

উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রস্থান

ছোটরাণী । ধন্য—প্রতাপ ! ধন্য তোমার হৃদয়বল !

বসন্ত । ছোটরাণী ! এখন তুমি প্রতাপকে কি ব'লতে চাও ?

ছোটরাণী । মহারাজ ! আমি দুর্বলহৃদয়া রমণী—রাজচরিত্র বোঝা আমার সাধ্য নেই ।

বসন্ত । তোমার ছেলের সম্বন্ধে এখন কি বল ?

ছোটরাণী । দোহাই মহারাজ ! আমি মা । আমাকে পুত্র-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ক'রবেন না । ধার্মিক-চুড়ামণি মহারাজ বসন্ত রায়েব বা অতিক্রমি ।

প্রস্থান

রাঘবের প্রবেশ

বসন্ত । রাঘব ! তোমার দাদা কোথায় ?

রাঘব । (সত্বরে) চাকসিরিতে বাঘ মা'ঝতে গেছে ।

বসন্ত । হাঁ ! বাঘ মা'ঝতে গেছে—না পালিয়েছে ? এখানে
থা'কলে যদিও হতভাগ্য বাঁচত, তা এখন আর কিছুতেই তার নিস্তার
নেই ।—কে আছ ? দেউড়ীতে কে আছ ?

প্রহান

অপর দিক দিয়া গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ

রাঘব । (অশুচস্বরে) দাদা—দাদা ! (পলাইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ । (অশুচস্বরে) কেন—ব্যাপার কি ?

রাঘব । চূপ—চূপ । বাবা তোমাকে—(হত্যার ইঙ্গিত)—
একেবারে । পালাও—পালাও । লম্বা চোঁচা—চাকসিরি—চাকসিরি !

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর-সান্নিধ্য—শিবির

শঙ্কর ও কল্যাণী

শঙ্কর । এ স্থানে কি মনে ক'রে কল্যাণী ?

কল্যাণী । স্বামীর কাছে স্ত্রী ত অন্তমনস্কেই আসে । মনে ক'রে
আসে—এমন ত কখনও শুনি নি ।

শঙ্কর । গৃহস্থের বউ, অন্তঃপুর ছেড়ে অন্তমনস্কে চ'লে আসা, আমি
ভাল বিবেচনা করি না ।

কল্যাণী । যখন গৃহস্থের বউ ছিলুম, তখন ত কহ আসি নি । এখন
স্বামী আমার সন্ন্যাসী ! শাস্ত্রমতে আমি সন্ন্যাসিনী । সংসার আমার
ঘর । ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছি—দোষ কি ?

শঙ্কর । আমাকে যেন কোনও অহরোধ ক'রো না ।

কল্যাণী । কেন—রাখতে পারবে না ?

শঙ্কর । অযোগ্য হ'লে পা'রবে না ।

কল্যাণী । তুমি এ কথা যে ব'লতে পেরেছ—এই আশ্চর্য্য ! আমি জানি—তুমি আমার অনুরোধ এড়া'তে পা'রবে না ।

শঙ্কর । রহস্য নয় কল্যাণী । আমাকে কোনও অনুরোধ ক'রো না ! আমি রাখতে পা'রব না !

কল্যাণী । ভিখারী বামুনের ছেলে মন্ত্রী হ'য়ে, দেখছি একেবারে চাণক্যের ভায়রাভাই হ'য়ে প'ড়েছ ।

শঙ্কর । রাজার আদেশ কি, তা জান ? তাঁর জামাতার সম্বন্ধে যে কেউ আমার কাছে অগ্রায় উপরোধ নিয়ে আসবে, সে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে নির্বাসিত হ'বে । তা সে পুরুষই হোক—কি স্ত্রীলোকই হোক । তা তিনি রাজমহিষীই হ'ন—কি মন্ত্রীপত্নীই হ'ন ।

কল্যাণী । সে ভয় আমাকে দেখিয়ে নিরস্ত ক'রতে পারছে না, আমি ত নির্বাসিত হ'য়েই আছি ! প্রসাদপুরের সেই ক্ষুদ্র কুটীর—আমার খণ্ডরের ঘর—আর সেই ঘরের ঐশ্বর্য্য—পঁচিশ বৎসরের স্বামিসঙ্গ যে দিন ছেড়ে এসেছি, সেই দিন থেকে ত আমি ফকিরণী । আমাকে তুমি নির্বাসনের ভয় দেখাও কি !

শঙ্কর । তুমি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ ক'রলে কল্যাণী !

কল্যাণী । এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত ! আজকাল তুমি একজন বড়লোক—বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচিব । কত রাজারই ওপর আধিপত্য কর । একজন শক্তিমান রাজাকে আয়ত্বে পেয়ে তাকে হত্যা ক'রতে চ'লেছ । আমার সঙ্গ এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত !

শঙ্কর । আ ! এ ত ভাল জালাতনেই প'ড়লুম্ ।

কল্যাণী । কিন্তু এই কল্যাণী বামুণীর অত্যাচার সহিতে শিখেছিলে, তাই তুমি এতটা বড় হ'য়েছ !

শঙ্কর । কল্যাণী ! এখনও ব'লছি—স্থান ত্যাগ কর । নইলে মর্যাদা থাকবে না ।

কল্যাণী । কখন কিছু চাই নি—আজ তোমার কাছে রামচন্দ্রের জীবন ভিক্ষা চাই ।

শঙ্কর । তা হ'তেই পারে না ।

কল্যাণী । তা হ'লে কি এই ঘোর অধর্ম ক'রতেই হ'বে ?

শঙ্কর । অধর্ম নয়—তবে—নিষ্ঠুর ধর্ম ।

কল্যাণী । জামাত-হত্যা—ধর্ম ?

শঙ্কর । রাজদ্রোহী জামাত-হত্যা—ধর্ম । ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অর্জুনকে বার বৎসর বনে পাঠিয়েছিলেন ।

কল্যাণী । তার ফলে—কুরুক্ষেত্র । আর ঘাঁর পরামর্শে এই ধর্মের সৃষ্টি হ'য়েছিল, তাঁর গুণে প্রভাস—একদিনে যত্নবংশ ধ্বংস । আমি দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ পোড়া বাঙ্গালীর রাজত্বের আর 'বেশী দিন অস্তিত্ব নেই ।

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ । আশীর্বাদ কর মা—আশীর্বাদ কর ; শীঘ্র ও রাজ্যের ধ্বংস হোক ।

কল্যাণী । (সসঙ্কোচে) মহারাজ !—মহারাজ ! বুঝতে পারি নি, —আমি জ্ঞানহীনা নারী ।

প্রতাপ । মিথ্যা কথা—তুমি জ্ঞানময়ী । তুমিই তোমার স্বামীকে উপদেশ দিয়ে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়েছ । তুমি তোমার স্বামীকে জোর ক'রে প্রসাদপুর থেকে নির্বাসিত না ক'রলে, কেউ ঘশোরের নামও শুনতে পেত না ! আমি কিন্তু রাজদণ্ড-ধারণে অক্ষুণ্ণ । কঠোর কর্তব্যপালনে এখনও ইতস্ততঃ ক'রছি—অপরাধীর শাস্তি দিতে পারছি না ।

কল্যাণী । হতভাগ্য রামচন্দ্র !

প্রতাপ । হতভাগ্য আমি । আমার নিজের শক্তি না বুঝতে পেরে,

রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে গেছি। আজ বঙ্গের একপ্রান্ত থেকে কাঞ্চনাতরুণা একাকিনী রমণী নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গের অপর প্রান্তে চ'লে যাচ্ছে। নরঘাতী দস্যু, ঠগ, এখন তার পানে লোলুপদৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করে না। কিন্তু আর থাকে না—এ দিন আর থাকে না। * [আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—বান্দালোর চিরন্তন দুর্দশা আবার তাকে গ্রাস ক'রবার জন্তে ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।] * আমি কর্তব্য কর্ণে ক্রটি ক'ব'ছি। (নেপথ্যে কামানের শব্দ)—কি এ!

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ! জামাই রাজা পালান'লেন!

প্রতাপ। এ কি সেই নরাধমই কামান ছুঁড়লে?

কমল। আজ্ঞে হাঁ! কামান ছুঁড়ে জানিষে গেলেন।

প্রতাপ। কমল! কার সাহায্যে এ নরাধম পালিয়ে গেছে, তার মাথা যদি এখনি আমার নিকট এনে উপস্থিত করতে পার, তা হ'লে তোমাকে মহামূল্য পুরস্কার দিই। সে হতভাগ্য যদি আমার পুত্রও হয়, তথাপি তাকে হত্যা ক'রতে কুণ্ঠিত হ'যো না।

কমল। যো হুকুম! তা হ'লে সেলাম! মহারাজ! গোলামের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। তোমার অপরাধ কি?

কমল। আজ্ঞে জনাব, এই বেইমানই অপরাধী! আমাকে অন্তর-রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি অপরাধী। জামাই রাজা গোলাম সেজে মশালচৌর বেশ ধ'রে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিন্তে পেরেছিলুম—তাকে ধ'রে রাখতে পারলুম না।

প্রতাপ। কেন?

কমল। শুধু একজনের জন্তে পা'রলুম না। তাঁর কাতরোক্তিতে কমলের কঠোর প্রাণ গ'লে গেল, হাতের বাঁধন ধ'সে গেল।

প্রতাপ। কে সে ?

কমল। বলুন, তাঁকে হত্যা করবেন না ?

প্রতাপ। তুমি না বললেও জানতে পারব।

কমল। কিছুতেই না—বিশ বৎসর চেষ্টা করলেও না। আপনি কমলকে শাস্তি দিন।

প্রতাপ। তোমাকে ক্ষমা করলুম।

কমল। কমল মাফ চায় না—অপরাধের শাস্তি চায়। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম উজীর-সাহেব, সেলাম মা-জননী ! (কমলের আত্মহত্যা)

কল্যাণী। হায় হায়, কি হ'ল ! কমল আত্মহত্যা করলে !

শঙ্কর। যাও কল্যাণী ! ঘরে যাও।

কল্যাণীর প্রস্থান

প্রতাপ। বুঝতে পেরেচ শঙ্কর—কার সাহায্যে রামচন্দ্র পলায়নে সক্ষম হ'য়েছে ?

শঙ্কর। বুঝেছি, কিন্তু মহারাজ ! তিনি অবধ্য।

সূর্যকান্তের প্রবেশ

শঙ্কর। এমন অসময়ে কেন সূর্যকান্ত ?

সূর্য। মহারাজ ! বিষম সংবাদ।—রাজা মানসিংহ একেবারে ছ'লক্ষ সৈন্য নিয়ে যশোরের দ্বারে উপস্থিত !

প্রতাপ। বেশ হ'য়েছে। যশোরের ধ্বংসচিন্তাও মুহূর্তমধ্যে আমার মনে উদ্ভিত হ'য়েছে। যশোরের অস্তিত্বের কিছুমাত্র মূল্য নেই।

* [দাসত্ব কর্তব্যের জন্য বাদশাহীর জন্ম—রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার বিড়ম্বনা।] * শঙ্কর ! মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

শঙ্কর। সর্বদাই ত প্রস্তুত আছি মহারাজ ! কিন্তু আমি ত বিশ্বাস করতে পারছি না। এই জনবেষ্টিত দেশ—চারিদিকে সজাগ প্রহরী—এ সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে কেমন করে শত্রু যশোরে প্রবেশ করলে ?

সূর্য্য। প্রহেলিকা! আমি কিছু ব'লতে পা'রছি না মহারাজ! ধুমঘাট থেকে একদিনের মাত্র তফাত। দুই লক্ষ সৈন্তের সমাবেশ। যমুনা পার হ'তে তার একটিমাত্র সৈন্তও অবশিষ্ট নেই। ঈশ্বরীপুরে এসে রাজা দূত পাঠিয়েছেন।

প্রতাপ। দূত কই।

সূর্য্যকান্তের আহ্বান

ব্যাপার কিছু বুঝতে পা'রলে কি শঙ্কর?

শঙ্কর। কে এমন বিশ্বাসঘাতক মহারাজ?

প্রতাপ। এখন বুঝতে পারবে—মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত জানতে পা'রবে। যে জাতি সামান্য দু'এক পয়সার লোভে, *[চাকরীর খাতিরে, ঈর্ষা-অভিমানের বশে] * সহোদরের ওপর অত্যাচার করে সে জাতির কাকে তুমি বিশ্বাস কর!

দূতসহ সূর্য্যকান্তের পুনঃ প্রবেশ

দূত। মহারাজ! মহারাজা মানসিংহ এই দুই উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এ দু'য়ের মধ্যে যেটা মহারাজের অভিকৃষ্টি হয়, গ্রহণ করুন।

শৃঙ্খল ও অস্ত্র ভূমিতে রক্ষা

প্রতাপ। (অস্ত্র লইয়া) তোমার প্রভুকে বল'—প্রতাপ-আদিত্য যতই কেন বিপন্ন হোক না, তথাপি সে যবন-শ্যালকের কাছে মস্তক অবনত করে না।

দূত। যথা আজ্ঞা!

শৃঙ্খল লইয়া আহ্বান

প্রতাপ। এখন কর্তব্য! (পরিক্রমণ)

সূর্য্য। এই রাত্রির মধ্যে তার সম্মুখে উপস্থিত না হ'লে কাল প্রভাতেই ধুমঘাট দুই লক্ষ সৈন্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হ'বে।

শঙ্কর। সমস্ত সৈন্ত ত দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

সূর্য্য। রাত্রেই মধ্যে বিশ্ব হাজার সৈন্তের সমাবেশ ক'রতে পারি।

তার পর—এক দিন বাধা দিয়ে রাখতে পা'র্লে আরও বিশ হাজারের
যোগাড় হয় ।

শঙ্কর । বড়ই বিপদ সূর্য্যকান্ত !

রডার অবশ

প্রতাপ । কি সাহেব ! খবর কি ?

রডা । হামি কি ক'র্নব রাজা ! তোমার বান্ধালী আপনার পায়ে
কুড়ুল মারবে, তা হামি কি ক'র্নব !—আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই জলে জলে
ঘুরছে—তোমার বোবানন্দ চাকসিরি দিয়ে শটু আনবে, তা হামি কি
ক'র্নবে !

প্রতাপ । শঙ্কর ! শুন্লে ?

রডা । মোজা পথ দিয়ে আন্লে কি আন্তে পা'র্নত !—বন কেটে
নয়া রাস্তা তৈরী ক'রে মানসিংহকে যশোরে এনেছে ।

প্রতাপ । এখন কি ক'র্নবে ?

রডা । হুকুম কর ।

প্রতাপ । তুমি সহর রক্ষা কর ।

রডা । বেশ ।

প্রতাপ । আর পুরবাসিনীদের সব জাহাজে তুলে রাখ ।—ফিরি,
আবার তা'দের কূলে নিয়ে এস । আর যদি যোগল-সৈন্তকে সহরে
চুকতে দেখ ত'—তখনি তা'দের ইচ্ছামতীর জলে বিসর্জন দিও ।

রডা । (চক্ষে রুমাল প্রদান)

প্রতাপ । দেখো, যেন তারা যোগলের বাদী হ'য়ে আগ্রায় না যান !

রডা । আচ্ছা ।

প্রতাপ । যাও, আর বিলম্ব ক'রো না ।

রডার অস্থান

হাঁ শঙ্কর ! ধূর্ত মানসিংহ এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরটা ঠকিয়ে নেবে !

—ঠকিয়ে নেবে!—শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও বাঙ্গালী আমার প্রাণ। সেই বাঙ্গালীর কণ্ঠহারের মধ্যমণি আমার সোণার ঘশোর, মানসিংহ এসে ঠকিয়ে নেবে! সূর্য্যকান্ত! কত সৈন্ত তোমার কাছে আছে?

সূর্য্য। বিশ হাজার। আর বিশ হাজার কাল সন্ধ্যার মধ্যে আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু কাল সমস্ত দিন যদি কোনও রকমে মানসিংহের গতি রোধ ক'মতে পারি, স্থির ব'লছি মহারাজ, পরশু প্রভাতে আমি তার সৈন্ত-স্রোত ফিরিয়ে দেব।

প্রতাপ। বিশ হাজার! যথেষ্ট—যথেষ্ট—সূর্য্যকান্ত! তুমি আর তোমার গুরু—হুজনে দশ হাজার নাও। আমার দশ হাজার নাও। যাও শকর, তুমি এই রাত্রে দশ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত গ্রামে আগুন দাও। গ্রামবাসীদের ধূমবাটে পাঠাও। আমি পেছন থেকে মোগলের রসদ মা'রতে চ'ললুম। দেখো, সাবধান! সমস্ত দেশের মধ্যে মানসিংহ যেন তপ্পলকণা না পায়। ক্ষুধার যাতনায় মোগলসৈন্ত কেমন লড়াই করে, একবার দেখবে এস।

বেগে প্রস্থান

শকর। ঈশ্বর! প্রতাপ-আদিত্যকে চিরজীবী করুন, *[সমস্ত ভারত যেন তাঁর পদানত হয়।]*

সূর্য্য। ছ'লক্ষ বীরের ক্ষুধানলে আজ দাবানল প্রজ্বলিত ক'ম্ব—
উত্তরে। জয়—ঘশোরেখরীর জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—প্রাসাদ—বসন্ত রায়ের মহল

বসন্ত রায়, ছোটরাণী ও সূর্যকান্ত

ছোটরাণী। য্যা! এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে করলে! আমারই চাকসিরি দিয়ে আমার ঘরে শত্রু প্রবেশ করা'লে! এমন কুলাঙ্গার কে?

বসন্ত। কে আর জেনে কাজ নেই ছোটরাণি! মা যশোরেশ্বরীকে ধন্যবাদ দাও যে, এবারেও তাঁর কৃপায় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছি।

সূর্য। পায়ের ধুলো দিন রাণীমা! আপনার আশীর্বাদে বড় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছি! আমাদের কলঙ্ক রা'খবার আর স্থান ছিল না। চোখে ধুলো দিয়ে জুয়াচোর মানসিংহ আর একটু হ'লে আমাদের প্রাণের যশোর কেড়ে নিয়েছিল! মানসিংহ এখন টের পেয়েছে। যখন সমস্ত সৈন্য পেটেব জ্বালায় খাই-খাই ক'রে তাকে ঘেরে ধ'রেছে, তখন বুঝেছে—যশোরজয় চোরের কৰ্ম্ম নয়। অধৰ্ম্ম না ঢুকলে স্বয়ং বিধাতাও অনিষ্ট ক'রতে যশোরে প্রবেশ ক'রতে পারবে না।—সমস্ত সৈন্যই তার ধ্বংস হ'ত, কি ব'ল্ব আমাদের সৈন্য ছিল না!—এ দাস আর অধিকক্ষণ পিঁড়াতে পা'রবে না। অহুমতি করুন—বিদায় হই। যে সমস্ত গ্রামবাসীদের গৃহ দগ্ধ ক'রেছি, তাদের বাসস্থান প্রস্তুত ক'রে দেবার ভার আমার ওপর।

ছোটরাণী। তা হ'লে এখনি যাও। স্থানান্তাবে গরীবদের বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। (সূর্যকান্তের প্রস্থান) তা এ পোড়া চাকসিরি নিয়েই যখন এত গোল, তখন মহারাজ! এ চাকসিরি প্রতাপকে সমর্পণ করুন না।

বসন্ত। ঠিক ব'লেছ ছোটরাণী। চাকসিরি আর রাখব না—

শত্রুর প্রবেশ

শত্রু। মহারাজ! ব্রাহ্মণসন্তান আজ ঠাকুর বসন্ত রায়ের কাছে চাকসিরি ভিক্ষা করে।

বসন্ত । বেশ প্রতাপকে এখনি পাঠিয়ে দাও ।

শঙ্কর । যথা আজ্ঞা ।

এস্থান

বসন্ত । চাকসিরিও রাখ্‌ব না, বিষয়ও রাখ্‌ব না । ছোটরাণী ।
তুমি গঙ্গাজল নিয়ে এস । স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আজ প্রতাপকে দান
ক'রুব । গঙ্গাজল নিয়ে এস—ফুল চন্দন নিয়ে এস ।

ছোটরাণী । সেই ভাল, কিছু রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই । যখন
প্রতাপ আছে, তখন সব আছে ।

উভয়ের এস্থান

গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ

গোবিন্দ । হায়—হায় এত চেষ্টা—সব পণ্ড হ'ল ! সাগরপ্রমাণ
মোগলসৈন্য যশোরের দ্বারে এসে ফিরে পালিয়ে গেল ! চাকসিরি দিয়ে
শত্রু এনে শুধু কলঙ্ক কিনলুম । কি করলুম ! হয় ত, প্রতাপ মনে
ক'রেছে—পিতাও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন । আমার দেবতা পিতার
স্বক্ষে কলঙ্ক অর্পণ করলুম । ওই প্রতাপ আস্‌ছে ! বিজয়ী হ'য়ে পিতাকে
আমার লজ্জা দিতে আস্‌ছে । অসহ—অসহ ! মর্মান্তিকী টিট্‌কারি—
অসহ—অসহ !

প্রতাপের প্রবেশ

বসন্ত । (নেপথ্যে) গঙ্গাজল—শীঘ্র গঙ্গাজল । প্রতাপ এসেছে—
শীঘ্র গঙ্গাজল !

প্রতাপ । য্যা, 'গঙ্গাজল' !—হত্যার ষড়যন্ত্র ! ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ
করিয়ে শঙ্কর চ'লে গেল । বৃদ্ধ 'গঙ্গাজল' অস্ত্র হাতে ক'রলে ত, আর
কিছুতেই আত্মরক্ষা ক'রতে পার্‌ব না !

গোবিন্দ । য্যা—গঙ্গাজল ! পিতা 'গঙ্গাজল' অস্ত্র খুঁজ্‌ছেন ! তা
হ'লে হত্যা—পিতৃহত্যা !

প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্ধুকের আওয়াজ

প্রতাপ । তবে রে নরপিশাচ !

গোবিন্দকে অন্ত্রাঘাত

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত । গঙ্গাজল দে ! কে কোথায় আছিস, আমার গঙ্গাজল দে ।
গঙ্গাজল ।—গঙ্গাজল !

প্রতাপ । আর 'গঙ্গাজল' কেন ? মা-গঙ্গার স্মরণ কর । ভক্ত
বিটেল !—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার !

বসন্ত রায়কে হত্যা

বেগে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর । হাঁ—হাঁ—হাঁ—মহারাজ ! নিবৃত্ত হও—ক্ষান্ত হও—যা !
সর্বনাশ হ'ল ।

পুষ্প ও গঙ্গাজল-পাত্রহস্তে ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোটরাণী । এ কি ! এ কি ! কি ক'ন্সলে প্রতাপ !

শঙ্কর । কি ক'ন্সলে মহারাজ !

ছোটরাণী । তোমাকে সর্বস্ব দান করবেন ব'লে রাজা যে আমাকে
গঙ্গাজল আনতে ব'লেছেন । আমি যে তোমার জন্য গঙ্গাজল এনেছি !

প্রতাপ । র'্যা—তবে কি ক'ন্সলুম ।

ছোটরাণী । মহারাজ ! গঙ্গাজল চেয়ে চূপ ক'ন্সলে কেন ? প্রতাপ
এসেছে—গঙ্গাজল নাও—আচমন কর । সর্বস্ব তাকে দান কর ।
ঋষিরাজ—ঋষিরাজ ! (মূর্ছা)

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী । ওগো কি হ'ল !—মা বশোরেশ্বরী হঠাৎ মুখ ফেরালেন
কেন ?—র'্যা—এ কি !—তাই !—তাই বুঝি মা চ'লে গেলেন !

শঙ্কর । কি ক'রলে মহারাজ ! কাকে হত্যা ক'রলে ? বসন্ত রায়
যে, প্রতাপ ভিন্ন আর কাউকে জানত না ।

প্রতাপ । তা হ'লে কি ক'রলুম ?

কন্যাগী । আত্মহত্যা করলে । যাঁর কৃপায় আজও তুমি প্রাণ ধারণ
ক'রে রয়েছে—প্রতাপ ! তোমার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাজ্ঞী রাজর্ষিকে
হত্যা ক'রলে । তুমি গেলে, তোমার যশোর গেল, ইহকাল—পরকাল
সব গেল !

প্রতাপ । যাক্—তবে সব যাক্ । ধর্ম্ গেল, কর্ম্ম গেল, 'বিজয়া'
তুইও আর থাকিস্ কেন ? তুইও যা ! (অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ) শঙ্কর !
মানসিংহকে ফিরিয়ে আন । সে যশোর গ্রহণ করুক ! এ গুরুশোণিত-
সিক্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড ধারণ আর আমার শোভা পায় না !

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

যশোর-উপকণ্ঠ—মানসিংহের শিবির

মানসিংহ

মান । না, আর নয় । এ প্রাণ রাখা আর কর্তব্য নয় । হিন্দু-
স্থানের সর্বত্র বিজয় লাভ ক'রে, শেষে বাদশাহার এসে পরাজিত হ'লুম !
সমস্ত সৈন্য নষ্ট ক'রলুম ! অরাজ্যে আমার অর্ধেক সৈন্য উন্নত হয়ে
প্রাণ বিসর্জন দিলে ! কি পরিতাপ ! কি লজ্জা ! না, আর না ।
কোন্ মুখে আশ্রয় ফিঙ্গব ! কেমন ক'রে বাদশাহকে মুখ দেখা'ব ! না
—জীবনধারণের আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই । এইখানেই জীবনের
শেষ করি । (আত্মহত্যার উদ্ভোগ)

বেগে রাঘব রায় ও ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা । মহারাজ ! মহারাজ !

মান । কেও—ভবানন্দ ?

ভবা । শীগ্গির আসুন—শীগ্গির আসুন ।

মান । কোথায় ? কেন ?

ভবা । যশোরেশ্বরী আপনার মুখ চেয়েছেন ! নরাধম প্রতাপকে পরিত্যাগ ক'রেছেন । নরাধম গুরুহত্যা ক'রেছে । হাত থেকে তার 'বিজয়া' অস্ত্র খ'সে প'ড়েছে । নরাধম শক্তিহীন । এই অবসর । শীঘ্র আসুন !

মান । এ তুমি কি ব'লছ !

ভবা । এই দেখুন রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র ! বল—বল, মহারাজের কাছে বল ! এই বেলা বল !

রাঘব । মহারাজ ! আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে—আমার ভাই গেছে—মা গেছে ! আমি কচু—কচু—কচুবনে লুকিয়ে বেঁচেছি ।

মান । কি ক'রুব ভবানন্দ ! আমার যে রসদ নেই !

ভবা । রাশ রাশ রসদ আছে । আমি দেব । গোবিন্দ দেবের সেবার জন্ত সে পামর আমারই হাতে গচ্ছিত রেখেছে । রাশ রাশ রসদ । এক বৎসরে ফুরাবে না । বেশী লোক নয়, সামান্ত, সামান্ত । গুপ্তগণ—একেবারে প্রতাপ-আদিত্যের অন্তর । চ'লে আসুন—চ'লে আসুন । এই রাত্রির অন্ধকার—বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভেতর দিয়ে পথ—মহা—সুবিধা—আর পাবেন না—চ'লে আসুন । কিন্তু—গরীব ব্রাহ্মণ—বকসিস্—

মান । ভবানন্দ ! বাজালার অর্ধেক তোমাকে দান করুব ।

শেষ দৃশ্য

যশোহর-সান্নিধ্য—প্রতাপের শিবির

শঙ্কর ও কল্যাণী

(নেপথ্যে বন্দুক-শব্দ)

কল্যাণী । আর কেন প্রভু ! সব শেষ ! রানী, রাজকুমারী, সমস্ত পুরবাসিনী ইচ্ছামতীতে ঝাঁপ খেয়েছে ।

শঙ্কর । এ দিকেও সব গেছে । সূর্য্যকান্ত, সুখময়, মদন, মামুদ—সব গেছে । শুধু আমি অবশিষ্ট । কল্যাণী ! আমারই কেবল মৃত্যু হ'ল না । রাজা আমার চক্ষের ওপর পিঞ্জরাবদ্ধ ! ব্রাহ্মণ ব'লে মানসিংহ আমাকে হত্যা করে নি । অস্ত্র ধ'রবে না—প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ।

কল্যাণী । আর কি জন্ত অস্ত্র ধ'রবে শঙ্কর !

শঙ্কর । ব্রাহ্মণসন্তান—অস্ত্র ধ'রেছিলাম । তার ভীষণ পরিণাম দেখ্‌লুম ।

কল্যাণী । চল—কানী ঘাই ।

শঙ্কর । এখনি, আর বিলম্ব নয় !

কল্যাণী । মা যশোরেশ্বরী ! চ'ল্লুম । (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)
যশোর ! প্রাণের যশোর ! আর তোমাকে দেখতে পা'ব না । পবিত্র যশোর !—আমার স্বামীর বীরত্বের লীলাভূমি—সোনার যশোর !—
চ'ল্লুম ।

শঙ্কর । অন্ধকার !—অন্ধকার । যাক্—এ জন্মজন্ম সাধনার বিষয় ।
এ জন্মে হ'ল না, আবার জন্মা'ব, আবার ফিরে আসব ।

উভয়ের প্রস্থান

ভবানন্দ ও রাঘব রায়ের প্রবেশ

ভবা । বস্—কাম ফতে । ভবানন্দ ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল ।
যশোর ধ্বংস—যশোর ধ্বংস ।

রাঘব । এ কি হ'ল দেওয়ানমশাই !

ভবা । কি হ'বে !—তুমি রাজা হ'বে—আর কি হ'বে ! রাঘব
রাঘব—আজ তুমি যশোরজিৎ ।

রাঘব । য্যা ! তা কেন !—এ কি হ'ল ! দাদা গেল !—সে আলো
কোথা গেল !

প্রস্থান

ভবা । আর আলো ! টিম্-টিম্—টিম্-টিম্ ।—বস্—বস্—বস্—
এইবারে আমার বকসিস্ ! বস্—বস্ । গোবিন্দ বল !—গোবিন্দ বল !

রডার প্রবেশ

রডা । আর একবার বল—(ভবানন্দের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) সব গেছে
—তোমাকে রেখে যাচ্ছি না ।

ভবা । য্যা—য্যা ! দোহাই—দোহাই, মেরো না, মেরো না ।

রডা । মা'রুব না—তোমায় মা'রুব না !—সয়তান্ ! সময় দিলুম—
দয়া ক'রলুম—গোবিন্দ বল ।

গলদেশ পীড়ন

ভবা । অ ! আ !—আল্-লা—দোহাই—আল্লা ।

পতন

মানসিংহের প্রবেশ

রডাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের আওয়াজ ও রডার মৃত্যু

মান । ওঠ—ভবানন্দ !

ভবা । য্যা—আমি বেঁচেছি ! উঃ ! বড় পিপাসা ।

মান । বেঁচেছ !

ভবা । তা হ'লে আমার বকসিস্ ?

মান । আগে জল খাও—প্রাণ বাঁচাও ।

ভবা। অবশ্য—প্রাণ বাঁচাতেই হ'বে। তা হ'লে মহারাজ ! বক্‌সিস্।
 মান। যাও ভবানন্দ ! যা তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি, তাই
 নাও। (পাঞ্জা প্রদান) বাদশাহর অর্ধেক তোমাকে প্রদান ক'রলুম !
 নিয়ে, চ'লে যাও। আর এসো না। আমিও হিন্দুকুশাহার, কিন্তু তুমি
 আরও নীচ—নিমকহারাম ! যাও—দূর হও, এ মুখ আর দেখিয়ে না !

ভবা। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—

দ্রুত প্রস্থান

ক্ৰোড়াঙ্ক

রগস্থল

পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপ

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া । প্রতাপ !

প্রতাপ । কেও, মা ! কি ক'রলি মা ! একবার বিদ্যাদীপ্তির মতন
লীলা দেখিয়ে, সমস্ত জীবনের মত মা হৃভূমির কোলে এ কি অন্ধকার ঢেলে
দিলি মা ! গুরুহত্যা ক'রলুম—তবু যশোর হারা'লুম ! বল মা—আমার
যশোর বেঁচে আছে । নরকে গিয়েও তা হ'লে আমি যশোর-জীবনে
উজ্জীবিত হই ।

বিজয়া । কি ক'রবে বাপ ! অদৃষ্ট—প্রতাপ, অদৃষ্ট ! বাঙ্গালী মায়ের
মর্যাদা রাখতে জানলে না !

প্রতাপ । হা বঙ্গ ! শত অপরাধেও আমি তোমায় ভালবাসি ।

বিজয়া । বাঙ্গালী শত বৎসর আপনার পাপের ফল ভোগ ক'রবে ।
দুশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে । তার পর, ওই দেখ প্রতাপ ! চেয়ে দেখ—

ব্রিটানিয়ার আবির্ভাব

ওই শক্তি ব্রিটানিয়া—সভ্যতাময়ী—দয়াময়ী—অনন্ত শক্তিময়ী ব্রিটানিয়া
পাপের অত্যাচার থেকে তোমার প্রতিষ্ঠিত যশোরের পুনরুদ্ধার ক'রবেন ।
প্রতাপ, তুমি নিশ্চিত হও । বারানসীর পবিত্র ক্ষেত্রে—মা আনন্দময়ী
তোমাকে কোলে স্থান—দেবেন ।

যবনিকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ঙ্গাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের
অস্বতন্ত্রী লেখনী প্রসূত
কয়েকখানি পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিচয়

ভীষ্ম

ইহার পরিচয় নিম্নয়োজন। ভীষ্মের পরিচয় “ভীষ্ম”।
মূল্য একটাকা চারিআনা

বাক্সালার মসনদ (যন্ত্রস্থ)

বাক্সালার নবাবের মধ্যে সাধকবীর সরফরাজ খাঁয়ের চরিত্রের
মহিমময় পরিচয়, আর বিশ্বাসঘাতকতার
উৎপত্তির কারণ নিদর্শন।
মূল্য দেড় টাকা

পদ্মিনী

সম্রাট আলাউদ্দিন ও সিংহলবীর গোরার অপূর্ব চরিত্র বিশ্লেষণ।
মূল্য একটাকা চারিআনা

প্রমোদরঞ্জন

যার মধুরগান আর শান্তি ও মুক্তির অপূর্ব ব্যাখ্যা।
মূল্য আট আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

কিন্মরী

স্বর্গের সুধমা মণ্ডিত—মূল্য এক টাকা

বঙ্গে—রাভৌর

ধলভূম রাজ্যের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে বীর রঙ্গলাল রায়ের
রোমাঞ্চকর বীরত্ব কাহিনী। পাঠে
উপন্যাসের স্তায় তৃপ্তিকর।
মূল্য একটাকা চারিআনা

সিদ্ধি

বিজ্ঞানীর সৃষ্টিকর্তা বিজ্ঞান সাধক গুরু “জিবারের” অদ্ভুত
কার্যাবলী দৃষ্টান্তের পরিচয়ে মুগ্ধ হউন।
মূল্য আট আনা

গুহাসুখে

উপন্যাসবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অলৌকিক ঘটনা সমন্বিত সামাজিক
কাহিনী। মূল্য দেড় টাকা

ভূতের ব্যাপার

বহু বৎসর পূর্বে কবির ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দৃষ্টান্ত
চাকুরীর পরিণাম। মূল্য আট আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা